উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৬,৫৩২.৯৬ (+৬৩১.৫৫)
নিফটি : ২৩,১৬৩.১০ (+২০৫.৮৫)

ডিএ বৃদ্ধির জল্পনা
আসন্ন রাজ্য বাজেটে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) বৃদ্ধির ঘোষণা হচ্ছেই। এই নিয়ে নবান্নে অর্থ দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা অঙ্ক কষাও শুরু করে দিয়েছেন। » ৭

৮৯ সেকেন্ড দূরে 'মহাপ্রলয়'
ডুমস ডে ক্লকের কাঁটা আরও কাছে চলে এল পৃথিবীর। বিনাশঘড়ি বলছে, মহাপ্রলয় থেকে আর মাত্র ৮৯ সেকেন্ড দূরে দাঁড়িয়ে মানবসভ্যতা। » ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৬°	১৩°	২৬°	১৩°	২৬°	১৩°	২৬°	১৩°

'জীবনের সব স্বপ্ন পূরণ হয় না' » ১৩

শিলিগুড়ি ১৬ মাঘ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 30 January 2025 Thursday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 251

মহাকুম্ভে মৃত ৩০

কোথায় দুর্ঘটনা
গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী নদীর সংগমস্থলের মূল অংশ সংগম নোজ থেকে কিছু দূরে

হতাহত
সরকারিভাবে অন্তত ৩০ জনের প্রাণহানির কথা জানানো হয়েছে। তারমধ্যে একজন কলকাতার বাসিন্দা

ভিড়ের চাপে ভাঙে ব্যারিকেড
মৌনী অমাবস্যায় 'অমৃতস্নান' করতে মঙ্গলবার রাত থেকেই ভিড় বাড়তে শুরু করেছিল। রাত ২টোর আশপাশে ব্যারিকেডের একাংশ ভেঙে ফেলে জনতা। মুহূর্তের মধ্যে ভিড়ের চাপে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পুণ্যার্থীরা পড়ে যান। তাঁদের ওপর দিয়ে যেতে থাকে জনস্রোত। ব্যারিকেডের এপারে যেসব মানুষ স্নান সেরে শুয়ে, বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তাঁরাও পদপিষ্ট হন

পদপিষ্ট হয়ে বিপর্যয়

প্রয়াগরাজ, ২৯ জানুয়ারি : মৌনী অমাবস্যায় অমৃত স্নানের ভিড় সামাল দেওয়া গেল না। মঙ্গলবার গভীর রাতে হুড়োহুড়ির জেরে ব্যারিকেড ভেঙে পড়ে মহাকুম্ভমেলার ত্রিবেণি সংগমে। অন্যের পায়ের তলায় পড়ে যান অনেক পুণ্যার্থী। তাতে প্রায় ৩০ জনের প্রাণহানি হয়েছে বলে জানিয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। তারমধ্যে বাসন্তী পোদ্দার নামে একজন পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা।

পদপিষ্ট হওয়ার খবর জানাজানি হতেই এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানে অনেকের মৃত্যু হয়েছে বলে তিনি লিখেছেন।

বিভিন্ন সূত্রে খবর, মৃতের সংখ্যা ৩০-এর অনেক বেশি হবে। আহত হয়েছেন কয়েকগুণ বেশি। ঘটনার পরে স্নানে যাওয়ার প্রধান রাস্তাজুড়ে জামাকাপড়, জুতো, এমনকি হুইলচেয়ার পড়ে থাকতে দেখে বোঝা গিয়েছে বিপর্যয়ের ভয়াবহতা। অধিকাংশ পুণ্যার্থী প্রয়াগরাজে ত্রিবেণির মূল অংশ 'সংগম নোজ'-এ স্নান করতে চাওয়াতে এই বিপত্তি বলে মনে করা হচ্ছে।

মানুষের বিশ্বাস, ওই স্থানে স্নান করলে অধিক পুণ্য অর্জন হয়। সেজন্য মঙ্গলবার রাত ১২টা নাগাদই সংগমগামী প্রধান রাস্তাটি অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। অমৃতস্নানে বিভিন্ন আখড়ার সন্ন্যাসীদের যাওয়ার নির্ধারিত রাস্তাও অন্য ভক্তদের দখলে চলে যায়। পুলিশ সম্ভবত মনে করেছিল, ভক্তরা স্নান সেরে ফিরে যাবেন। কিন্তু তাঁদের অনেকে সংগম চত্বরে রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় এবং পরে আরও মানুষ যাওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ও বাড়ছিল মঙ্গলবার। ত্রিবেণি সংগম থেকে এক কিলোমিটার দূরে প্রশাসন ব্যারিকেড করে দেওয়ায় প্রাথমিকভাবে সেখানে ভিড়ের মূল অংশ আটকে গিয়েছিল। রাত ১০টার পর সেই বিরাট ভিড় জনসমুদ্রে পরিণত হয়। চাপ সামাল দিতে আশপাশের ঘাটগুলিতে স্নান সেরে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল প্রশাসন। সেই আবেদনে কাজ হয়নি।

বরং মঙ্গলবার রাত ২টো নাগাদ ভিড়ের চাপে হাঁসফাঁস করতে করতে ব্যারিকেডের একাংশ ভেঙে ফেলে জনতা। তাতে ভিড়ের চাপে পুণ্যার্থীদের একাংশ মাটিতে পড়ে যান। তাঁদের ওপর দিয়ে যেতে থাকে জনস্রোত। ব্যারিকেডের আগে যাঁরা স্নান সেরে শুয়ে-বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তাঁরা সরে যাওয়ারও সময় পাননি। অনেকে পদপিষ্ট হন।

শেষে ঘোড়সওয়ার পুলিশ ও সংরক্ষিত বাহিনী নামিয়ে সংগমস্থল থেকে পুণ্যার্থীদের সরিয়ে দ্রুত সারিয়ে ফেলা হয় ভাঙা ব্যারিকেড।

এরপর দশের পাতায়

পঁচিশে ফিরল দুঃস্বপ্ন

১৯৫৪
দিনটা ছিল ৩ ফেব্রুয়ারি। প্রয়াগরাজ তখন এলাহাবাদ। সেবারও মৌনী অমাবস্যায় পুণ্যার্থীদের ঢল নেমেছিল ত্রিবেণি সংগমে। হুড়োহুড়িতে প্রায় ৮০০ জনের মৃত্যু হয়েছিল

১৯৮৬
হরিদ্বারে আয়োজিত কুম্ভমেলায় পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় ২০০ জনের। উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বীর বাহাদুর সিং মেলায় এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বেশ কয়েকজন সাংসদ, বিধায়ক। ভিভিআইপিদের সফরের কারণে ব্যারিকেড ভেঙে বিপত্তি ঘটে

২০০৩
মহারাষ্ট্রের নাসিকে গোদাবরীর পাড়ে হওয়া কুম্ভমেলায় হাজার হাজার মানুষ এসেছিলেন। ভিড়ের চাপে মৃত্যু হয় ৩৯ জনের। আহত বহু

২০১৩
১০ ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদের কুম্ভমেলায় যোগ দিতে আসা পুণ্যার্থীদের চাপে ভাঙে রেলের ফুটব্রিজ। ৪২ জনের মৃত্যু হয়েছিল। আহত ৫০-এর বেশি

আর্তনাদ। ব্যারিকেড পেরোনোর চেষ্টা মহিলার। পদপিষ্ট হওয়ার পর জখমদের উদ্ধার করছে পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। গঙ্গা-যমুনার সংগমস্থলে। মঙ্গলবার গভীর রাতে।

'জ্ঞান ফিরলে দেখি আমি হাসপাতালে শুয়ে'

দীনেশ পণ্ডিত
(প্রয়াগরাজ থেকে)

প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কিতে দম আটকে গিয়েছিল। মহাকুম্ভে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে কোনওমতে আমার প্রাণ বাঁচে। পুণ্যস্নানে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে পড়ে আমি জ্ঞান হারাই। জ্ঞান ফিরলে দেখি, আমি হাসপাতালের বেডে শুয়ে। এরপর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠি। পরে শুনি, স্থানীয় লোকজন চোখেমুখে জল ছিটিয়ে আমায় হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। প্রথমেই শিলিগুড়িতে মাকে টেলিফোন করি, ঘটনার কথা জানাই। তবে প্রথমদিকে আমার বন্ধুদের খুঁজে পাইনি। অনেক পরে ওদের সকলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়।

কুম্ভমেলায় যাওয়ার ইচ্ছে ছিল বহুদিন থেকে। কিন্তু যাওয়া হয়ে উঠছিল না। কিন্তু এবার মহাকুম্ভের কথা শুনে আর নিজেকে আটকে রাখতে পারিনি। আমরা ছয় বন্ধু ঠিক করি, এবার যাবই। সেইমতো শুক্রবার আমরা রওনা হই। কিন্তু এমন ভিড় হবে, তা বুঝতে পারিনি। প্রচণ্ড ভিড়ে আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। এক সময় হুলুস্থুল পরিস্থিতি তৈরি হয়। ধাক্কাধাক্কিতে পড়ে যাই। চারদিকে তখন চিৎকার, কান্নাকাটি। ভিড়ে বন্ধুদের হারিয়ে ফেলি।

বাড়িতে মা ও অন্যরা খুব চিন্তায় ছিলেন, ওঁরা আমার সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করতে পারছিলেন না। আমি একটু ধাতস্থ হয়ে নিজেই বাড়িতে ফোন করি। এতে স্বস্তি ফেরে পরিবারে। বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সবাই একসঙ্গে বাড়ির পথে রওনা দিয়েছি।

রাজধানী হলে বাড়বে নিরাপত্তা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি : স্বাধীনতার পর থেকেই উত্তরবঙ্গজুড়ে মাথাচাড়া দিয়েছে রাজ্য ভাগের আন্দোলন। কখনও পৃথক কোচবিহার বা কামতাপুর, কখনও গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে রক্তাক্ত হয়েছে উত্তরের মাটি। গোটা দেশ কাঁপিয়ে দেওয়া নকশাল আন্দোলনের আঁতুড় উত্তরবঙ্গই। ভারী শিল্পহীন উত্তরবঙ্গে কর্মসংস্থানের অভাবে বেড়েই চলছে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা। দারিদ্র্যের সুযোগ কাজে লাগিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী বা দেশবিরোধী শক্তিগুলি সক্রিয় হয়েছে বিভিন্ন জেলায়। জন্ম হয়েছে কেএলও'র। ছ'শো কিলোমিটার দূরে কলকাতায় বসে উত্তরের এইসব সমস্যা ঠিকভাবে বুঝে সমাধান করা যে সহজ কাজ নয় তা স্বীকার করে নিয়েছেন পোড়খাওয়া আমলারাও। তাই শক্তপোক্ত হচ্ছে শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী করার দাবি।

শিলিগুড়িকে রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী হিসাবে চাইছেন পাহাড়ের নেতারাও। ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার সভাপতি এবং জিটিএ'র মুখ্যসচিব অনীত থাপার কথা, 'শিলিগুড়ি দ্বিতীয় রাজধানী হলে খুবই ভালো হয়। নানা সমস্যা নিয়ে বারবার কলকাতা ছুটতে হবে না।' গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং অবশ্য মনে করছেন, অনেক আগেই শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী করা উচিত ছিল। তাঁর ব্যাখ্যা, 'উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি বৈচিত্র্যে ভরা। এই এলাকায় নানা জনজাতির বসবাস। তাদের হরেক সমস্যা। পাহাড়ের সমস্যা একরকম, সমতলের অন্যরকম। চা বাগানের সমস্যার সঙ্গে অন্য কৃষিকাজের সমস্যা মেলে না। বাস্তবে সবটা না বুঝেই বারেবারে কলকাতা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে সমস্যা আরও জটিল হয়েছে। তাই শিলিগুড়ি দ্বিতীয় রাজধানী হওয়া উচিত।'

জাতীয় স্বার্থে চিকেন নেকের নিরাপত্তা নিয়ে বরাবর উদ্বিগ্ন কেন্দ্র। বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান-তিন দেশের সংযোগস্থলে অবস্থিত শিলিগুড়ি ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই নিরাপত্তার প্রশ্নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। উত্তরের আট জেলাই আন্তর্জাতিক সীমান্তে অবস্থিত। দেশবিরোধী শক্তিগুলি তাই নিরাপদ ঘাঁটি হিসাবে উত্তরবঙ্গকে বেছে নিয়েছে। জামায়াতে, এবিটি, আল-কায়দার মতো জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো জেলায় জেলায় তাদের স্লিপার সেলের সদস্যদের ছড়িয়ে দিয়েছে। শিলিগুড়ি দ্বিতীয় রাজধানী হলে চিকেন নেকের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা

এরপর দশের পাতায়

- শিলিগুড়িকে রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী হিসাবে চাইছেন পাহাড়ের নেতারাও
- শিলিগুড়ি দ্বিতীয় রাজধানী হলে চিকেন নেকের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা মজবুত হবে বলেই মনে করছেন গোয়েন্দা এবং প্রাক্তন সেনাকর্তারা
- বছর তিনেক আগেই শিলিগুড়ির প্রশাসনিক গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা
- বড় রাজনৈতিক দলের নেতারা সরাসরি বা ঘুরিয়ে শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী করার পক্ষে মত দিয়েছেন

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

ট্যাব কাণ্ডের চাঁই মমতাজুল পুলিশের জালে

অরুণ ঝা ও মনজুর আলম

চোপড়া, ২৯ জানুয়ারি : ট্যাব দুর্নীতি কাণ্ডে অন্যতম 'ওয়ান্টেড' মাঝিয়ালি হাইস্কুলের টিচার ইনচার্জ মমতাজুল ইসলাম ওরফে জুয়েলকে বুধবার চোপড়ার ঘিরনিগাঁও অঞ্চল থেকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এতদিন 'ফেরার' মমতাজুল পুলিশের জালে ধরা পড়তেই চোপড়ার বিভিন্ন মহলে তীব্র আলোড়ন উঠেছে। ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস বলেছেন, 'ট্যাব সংক্রান্ত মামলায় ওয়ান্টেড মমতাজুলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাঁকে আদালতে পেশ করা হবে।'

গত সপ্তাহে উত্তরবঙ্গ সংবাদে মমতাজুলের অধরা থাকা নিয়ে খবর প্রকাশিত হয়। স্কুল পরিচালন কমিটিও মমতাজুল 'ফেরার' বলে দাবি করেছিল। এদিন স্কুলের টিচার ইনচার্জকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতেই পরিচালন কমিটির সভাপতি প্রদীপ ঘোষের সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'আইন নিজের পথেই চলবে। আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়।' এখনও পর্যন্ত ট্যাব কাণ্ডে চোপড়ার ২০ জনকে গ্রেপ্তার করা হল।

ট্যাব কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত হিসাবে মমতাজুলের নাম উঠতেই গত ১৮ নভেম্বর থেকে তিনি গা ঢাকা দিয়েছিলেন। গত ১৩ জানুয়ারি ডাকযোগে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে মমতাজুল

এরপর দশের পাতায়

অবশেষে
- ট্যাব দুর্নীতি নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের অন্তর্তদন্তে উঠে এসেছিল মমতাজুলের কথা
- দুর্নীতি নিয়ে হইচই শুরু হতেই স্কুলে আসেননি ওই টিআইসি
- পুলিশ কেন তাঁকে ধরতে পারেনি, সেই প্রশ্ন তুলে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় গত সপ্তাহে
- বুধবার ঘিরনিগাঁও দলুয়ায় গ্রামের বাড়ি থেকে তাঁকে ধরে পুলিশ

মাকে বাঁচাতে মরিয়া চেষ্টা, তবু ব্যর্থ নাবালক

রাতে ঘরে বই খুলে পড়াশোনায় ব্যস্ত ছিল বছর এগারোর নাবালক। পিছনে বসে পরিবারের লোকের সঙ্গেই কথা বলছিলেন রিংকু। হঠাৎই কারও পড়ে যাওয়ার একটা আওয়াজ শুনতে পায় ছেলে। পিছনে ঘুরে সে দেখে, ফ্যান থেকে ছেঁড়া দড়ি ঝুলছে।

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি : মঙ্গলবার রাত তখন বারোটা বেজে গিয়েছে। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে গাড়ি থেকে নেমেই ইমার্জেন্সিতে ছুটে এল এগারো বছরের এক নাবালক। চিকিৎসকদের কাছে কান্নাজড়ানো গলায় কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, 'মাকে তাড়াতাড়ি ঠিক করে দাও।' পিছনে তখন প্রতিবেশীরা তার মাকে নিয়ে আসছেন। মায়ের মাথা দিয়ে অঝোরে রক্ত পড়ছে। কী হয়েছে মায়ের? প্রশ্নটা করে তরুণীর গায়ে হাত দিতেই চিকিৎসক বুঝতে পারলেন, তার মা আর নেই। আনতে অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছে। শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ে নাবালক।

তবে মাকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা কম করেনি সে। কান্নার ফাঁকে সে যখন সেই দেড় ঘণ্টার লড়াইয়ের কথা চিকিৎসক আর স্বাস্থ্যকর্মীদের বলছিল, তখন চোখ ছলছল সবারই।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তরুণীর নাম রিংকু দে (৪৭)। সন্তানকে নিয়ে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ি এলাকার শ্রীরাম কলোনির একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন তিনি। স্বামী কাজের সূত্রে জামশেদপুরে থাকায় মা-ই ছিল ওই নাবালকের সব আবদার পূরণের জায়গা। তবে মা যে এমন করবে, তা সে মঙ্গলবার রাতে পড়ার সময় কল্পনাও করতে পারেনি।

পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে ঘরে বই খুলে পড়াশোনায় ব্যস্ত ছিল বছর এগারোর নাবালক। পিছনে বসে পরিবারের লোকের সঙ্গেই কথা বলছিলেন রিংকু। হঠাৎই কারও পড়ে যাওয়ার একটা আওয়াজ শুনতে পায় ছেলে। পিছনে ঘুরে সে দেখে, ফ্যান থেকে ছেঁড়া দড়ি ঝুলছে। মা মাটিতে পড়ে রয়েছে। কোনওমতে গলায় লাগানো দড়ির বাকি অংশটা খোলার চেষ্টা করে সে। ড্রয়ার থেকে কাঁচি বের করে সেটা কেটে দেয়। তার নজরে আসে, মায়ের মাথার পেছন দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। মাকে ডাকলে কোনও সাড়া দিচ্ছে না। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আশপাশের দরজায় কলিংবেল বাজাতে থাকে। প্রতিবেশীরা বেরিয়ে এসে তার কথা শুনে ঘরে ঢুকতেই দেখেন রক্তে ভেসে যাচ্ছেন রিংকু। মাকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় ফ্ল্যাটেরই একজনের গাড়িতে করে হাসপাতালে আসে সে। মা নেই, সেটা শোনার পরেও, ভালো করে চিকিৎসা করলে যদি বেঁচে যায়, সেটা বোঝানোর জন্য চেষ্টা করেছিল সে। হাসপাতালের এক স্বাস্থ্যকর্মী বলছিলেন, 'সত্যি বাচ্চাটা মাকে বাঁচাতে অনেক চেষ্টা করেছে। তাও দেরি হয়ে গিয়েছিল।'

বুধবার সকালেই গুয়াহাটি থেকে রিংকুর পরিবারের সদস্যরা হাজির হন। রিংকুর জামাইবাবু অভিজিৎ দে বলেন, 'মাঝেমধ্যে রিংকুর সঙ্গে ওঁর স্বামী সুদীপের ঝামেলা হত। মঙ্গলবার রাতেও আমরা পরিবারের সকলে মিলে ভিডিও কলে রিংকুকে বোঝাচ্ছিলাম। কথা বলার কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য ফোন আসে, রিংকু আর নেই। ও এমন সিদ্ধান্ত নেবে, ভাবতে পারিনি।'

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। তদন্তকারীদের তরফে জানানো হয়েছে, রিংকুর গলায় দাগ থাকার পাশাপাশি মাথার পেছনে আঘাত রয়েছে। আসলে কী কারণে রিংকুর মৃত্যু হল, সেটা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

ছবি : এআই

নয়া মরশুমের দিনক্ষণ জানাল টি বোর্ড

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৯ জানুয়ারি : প্রতীক্ষার অবসান। টি বোর্ড উত্তরবঙ্গে চায়ের নয়া মরশুম শুরুর দিনক্ষণ জানিয়ে দিল। আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ডুয়ার্স-তরাইয়ে ও ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে পাহাড়ের বাগানে কাঁচা পাতা তোলার কাজ শুরু হবে। ভালো মানের পাতা না মেলার কারণে বেশ কয়েক বছর ধরে টি বোর্ড শীতের শুখা মরশুমে উৎপাদন বন্ধ রাখার নির্দেশ দিচ্ছে। এবারের শীতে উৎপাদন বন্ধের সময় অনেকটা এগিয়ে ৩০ নভেম্বর করা হয়। ফলে কাঁচা পাতা থাকা সত্ত্বেও ডিসেম্বর মাসের উৎপাদন মার খাওয়ায় বাগানগুলি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। অবশেষে বুধবার চলতি বছরের উৎপাদন শুরুর দিনক্ষণের কথা জানিয়ে নির্দেশিকা জারির পর বাগানগুলি ফার্স্ট ফ্লাশের কাজকর্মের পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'এবার টি বোর্ডের উচিত মরশুমের প্রথমভাগের প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ফার্স্ট ফ্লাশের চায়ের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করা। পাশাপাশি রিপ্রসেসিংয়ের মাধ্যমে তৈরি চা যাতে বাজারে না আসে সেব্যাপারে কঠোর নজরদারি চালানো প্রয়োজন।'

এদিনের নির্দেশিকায় টি বোর্ডের তরফে দু'একটি ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। যেমন, যে সমস্ত বাগান প্রুনিং (চা গাছ ছাঁটাই) করেছে তাঁরা যদি মনে করে বেঁধে দেওয়া দিনের আগে উৎপাদন মিলবে তবে ধার্য দিনের আগে পাতা তোলার আবেদন করতে পারে। পাশাপাশি অর্থোডক্স, গ্রিন টি ও স্পেশাল টি (সাদা, গোলাপি, পার্পলের মতো বিশেষ ধরনের) তৈরি করতে ইচ্ছুক বাগানগুলিও এজন্য আবেদন করতে পারবে। ওই অনুমতি টি বোর্ডে কর্মরত সহনির্দেশক পদমর্যাদার আধিকারিকের কাছ থেকে নিতে হবে। সহনির্দেশক অনুমতি দেওয়ার আগে বাগান ঘুরে প্রুনিং, সেচ ব্যবস্থা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কেমন তা খতিয়ে দেখবেন। নতুন কুঁড়ির ঝাঁক (ফ্লাশিং) এসেছে কী না সেটা ভালোমতো দেখতে হবে। ডিবিআইটিএ-র সম্পাদক শুভাশিস মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'আরও আগে চালু করা উচিত ছিল। শ্রমিক সংগঠনগুলি সহ সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষের কাছে আবেদন, বাগানগুলির কর্মদিবস যাতে এবার কোনওভাবে নষ্ট না হয় সেবিষয়ে সবাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিক।'

শুখা মরশুমে। জলপাইগুড়ির একটি চা বাগানে কৃত্রিম উপায়ে জলসেচ। বুধবার। ছবি : অ্যানি মিত্র

সীমান্তে বসবে ৬ পিলার

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ২৯ জানুয়ারি : মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়িতে বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নিয়ে কয়েকদিন ধরে উত্তেজনা চলছে। এরই মধ্যে বুধবার বিএসএফের স্থানীয় হেমন্ত আউটপোস্ট এলাকার অধীনে থাকা তিস্তাপাড়ের সীমান্ত রেখা নির্ধারণে এল আইবিবিডি (ইন্দো-বাংলাদেশ বর্ডার ডিমার্কেশন)-এর সার্ভে দল। দলের নেতৃত্বে ছিলেন ক্ষুদিরাম দাস। সীমান্ত নির্ধারণে ছয়টি পিলার নির্মাণের কথা জানানো হয়েছে।

দিন দশেক আগেও ক্ষুদিরামের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সার্ভে দল এখানে এসেছিল। কিন্তু বাংলাদেশের কোনও প্রতিনিধি না আসায় খালি হাতে ফিরে যায় তারা। এরপর দিল্লি-ঢাকা আলোচনা হয়। তারপর এদিন সিপিডব্লিউডি (সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট)-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আইবিবিডি টিম হেমন্ত সীমা চৌকিতে এসে পৌঁছায়। সেখান থেকে বিএসএফ জওয়ানরা তাঁদের নিরাপত্তা দিয়ে সীমান্তের জিরো পয়েন্টে নিয়ে যান। অন্যদিকে, সাত সদস্যের 'সার্ভে টিম অফ বাংলাদেশ'-এর প্রতিনিধিদলও পৌঁছায় সেখানে।

হেমন্ত সীমান্তের অনেকটা এলাকা তিস্তা নদীর পাড় ও চর। এই পাড়ের কোথাও বেশ কয়েক বছর ধরে ভাঙন, আবার কোথাও পলি জমে সীমান্ত পিলার নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। এদিন মূলত সেখানকার সীমানা নির্ধারণ করা হয়। দুই দেশের প্রতিনিধিদলের সদস্যদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ বৈঠকে প্রাথমিকভাবে ছয়টি পিলার নির্মাণের জায়গা চিহ্নিত হয়। আগামীকাল থেকেই পিলার নির্মাণের কাজ শুরু হতে পারে বলে বিএসএফ সূত্রে জানানো হয়েছে।

যদিও এ নিয়ে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও মন্তব্য করেননি। বিএসএফের জলপাইগুড়ি সেক্টরের এক আধিকারিক বলেন, 'হেমন্ত সীমা চৌকির অন্তর্গত অনেকাংশে তিস্তা নদী। সেই নদীতে আগে তৈরি সীমান্ত পিলার নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। সীমান্তে উন্নতমানের পিলার নির্মাণ করা হবে। নতুন করে ছয়টি পিলার করার কথা রয়েছে। যা নিয়ে আজ বৈঠক হয়েছে। আগামীকাল থেকে সেই পিলার তৈরি শুরু হওয়ারও কথা রয়েছে।'

তবে, এই সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নেই। সীমান্ত পিলারের পাশাপাশি তিনবিঘা চুক্তি অনুযায়ী জিরো পয়েন্টে কাঁটাতারের বেড়া এবং বাংলাদেশে তিস্তায় যৌথভাবে বাঁধ নির্মাণের দাবি উঠছে। এপারের গ্রামবাসীর বক্তব্য, একেই নদীর প্রতিকূল সীমানা, তার ওপর বাংলাদেশের চাষিরা জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত ভুট্টা চাষ করে। সেই সুবাদে পাচার ও অনুপ্রবেশ ঘটে। তাই কাঁটাতারের বেড়া প্রয়োজন। পাশাপাশি, ভারতের সম্পূর্ণ এলাকায় তিস্তার বাঁধ রয়েছে। তবে মাঝখানে বাংলাদেশের দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতা ছিটমহল রয়েছে সেখানে বাঁধ নেই। বাংলাদেশ নিজ উদ্যোগে অস্থায়ী বাঁধ দিলেও তিস্তা সেই বাঁধ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তিস্তার জল বাড়লে বাংলাদেশের দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতা হয়ে ভারতের কুচলিবাড়ি গ্রামে জল ঢুকে বন্যা হয়। সে কারণে দুই দেশ মিলে বাঁধ তৈরি করুক। এমনটাই চান কুচলিবাড়ি সংগ্রাম কমিটির সম্পাদক উৎপল রায়।

মাদক সহ ধৃত

খড়িবাড়ি, ২৯ জানুয়ারি : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের অভিযানে ফের মাদক সহ গ্রেপ্তার এক তরুণ। বুধবার এসএসবির স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ অভিযান চালায় পানিট্যাঙ্কি কোয়ার্টার মোড়ে। সে সময়ই সন্দেহ হওয়ায় রামধনজোতের বাসিন্দা মুকেশ রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জেরার সঙ্গে তল্লাশি চালাতেই তার কাছ থেকে মেলে ১৯৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার। ধৃত এলাকায় মাদক বিক্রি ও চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত বলে এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিন রাতে অভিযুক্ত তরুণকে বাজেয়াপ্ত মাদক সহ খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেয় এসএসবি। গত কয়েকদিনে দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন এলাকায় বেশ কয়েকজন ধরা পড়ল মাদক পাচারের অভিযোগে।

আজ টিভিতে

দৃষ্টি হারিয়ে ফুলকি বক্সিং রিং-এ শালিনীর মুখোমুখি। **ফুলকি** রুদ্ধশ্বাস ২ দিন **সন্ধে ৭.৩০ জি বাংলা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ প্রতিকার, ১০.০০ মানসম্মান, দুপুর ১.০০ বন্ধন, বিকেল ৪.০০ মান মর্যাদা, সন্ধে ৭.৩০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ১০.৩০ গ্যাংস্টার, ১.০০ ঠান্মার বয়ফ্রেন্ড

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ সকাল সন্ধ্যা, বিকেল ৪.৫০ শুধু তোমার জন্য, সন্ধে ৭.৪৫ আনন্দ আশ্রম, রাত ১০.৩৫ লাভেরিয়া

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ পরিণাম, দুপুর ২.৩০ শতরূপা, বিকেল ৫.০০ মামা ভাগ্নে, রাত ৯.৩০ দোলন চাঁপা, ১২.০০ অটো নম্বর ৯৬৯৬

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ছোট বউ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শিল্পী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ রাজা বাদশা

জি সিনেমা : বেলা ১১.৩৯ কালী কা করিশ্মা, দুপুর ২.৩৪ খিলাড়ি, বিকেল ৫.১৮ খুঁখার, সন্ধে ৭.৫৫ খাকি, রাত ৯.৫৬ ক্র্যাক

সোনি ম্যাক্স : দুপুর ২.৪৫ ডর @ দ্য মল, বিকেল ৫.৪৫ পুলিশওয়ালা, রাত ৯.০০ ম্যায় হুঁ লাকি-দ্য রেসার

এমএক্সএন : দুপুর ২.৪০ ওয়াইল্ড কার্ড, বিকেল ৪.০৫ দ্য হিলস হ্যাভ আইজ-টু, ৫.৩০ বেয়ারলি লিথাল, সন্ধে ৭.০৫ ঘোস্ট বাস্টার্স, রাত ৯.০০ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস স্মিথ, ১০.৫৫ সিনিস্টার-টু

তেল ছাড়া চিকেন মাশরুম কারি তৈরি শেখাবেন **মধুছন্দা ভট্টাচার্য। রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

লায়ন্স অন দ্য মুভ বিকেল ৫.৩৪ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি**

ক্র্যাক রাত ৯.৫৬ জি সিনেমা

রমেডি নাউ : দুপুর ২.২৫ ফার্স্ট ডটার, বিকেল ৪.০৫ ফ্লাই মি টু দ্য মুন, ৫.৫৫ দ্য ওয়ে ওয়ে ব্যাক, সন্ধে ৭.৩০ ড্যাডি ডে ক্যাম্প, রাত ১০.৩০ দ্য থমাস ক্রাউন অ্যাফেয়ার

জোরাম রাত ৯.০০ **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি**

আজকের দিনটি

**শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১**

মেষ : সামান্যে সন্তুষ্ট না থাকলে সমস্যা হবে। অভিনয় ও সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পাবেন। বৃষ : মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। সন্তানকে বিদেশে পাঠানোর বাধা দূর হবে। মিথুন : সামান্য পেয়েই খুশি থাকুন। বেশি লাভের আশায় বিনিয়োগ করতে যাবেন না। কর্কট : কেউ আপনাকে অপমান করতে পারে। পেটের ব্যথায় দুর্ভোগ। সিংহ : প্রেমের সঙ্গীকে বুঝতে চেষ্টা করুন। অফিসে আজ কাজের চাপ বাড়বে। কন্যা : ব্যবসায়িক কাজের জন্য বিদেশে যেতে হতে পারে। মায়ের পরামর্শে সংসারের সমস্যা কাটবে। তুলা : বারবার যে কাজ করেও সফল হননি, আজ সেই কাজ শুরু করে দিন। সাফল্য আসবে। প্রেমে শুভ। বৃশ্চিক : দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। প্রেমের সমস্যা কাটবে। ধনু : ভাইয়ের ব্যবহারে দুঃখ পেতে পারেন। নতুন কোনও অফিসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। মকর : অংশীদারি ব্যবসায় লভ্যাংশ নিয়ে সামান্য বাকবিতণ্ডা হতে পারে। পিঠ ও কোমরের ব্যথা আজ ভোগাবে। কুম্ভ : কোনও দামি জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। প্রেমের সঙ্গীকে অবিশ্বাস করে সমস্যায়। মীন : কোনও সম্মান লাভ করবেন। ব্যবসায়িক কাজে বন্ধুর পরামর্শ উপকারে লাগবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৬ মাঘ ১৪৩১, ভাঃ ১০ মাঘ, ৩০ জানুয়ারি ২০২৫, ১৬ মাঘ, সংবৎ ১ মাঘ সুদি, ২৯ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৩, অঃ ৫।১৯। বৃহস্পতিবার, প্রতিপদ সন্ধ্যা ৫।৪১। শ্রবণানক্ষত্র দিবা ৮।৪৮। ব্যতীপাতযোগ রাত্রি ৮।৩৯। ববকরণ সন্ধ্যা ৫।৪১ গতে বালবকরণ শেষরাত্রি ৪।৫৫ গতে কৌলবকরণ। জন্মে-মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ৮।২৬ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, সন্ধ্যা ৫।৪১ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, সন্ধ্যা ৫।৪১ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ২।৩৫ গতে ৫।১৯ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৫১ গতে ১।২৯ মধ্যে। যাত্রা-নাই, রাত্রি ৮।৩৯ গতে যাত্রা মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- রাত্রি ৮।৩৯ গতে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মহাত্মা গান্ধির মৃত্যুদিবস (৩০ জানুয়ারি)। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৪৬ মধ্যে ও ১০।৪৩ গতে ১২।৫৬ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১।৮ গতে ৩।৪২ মধ্যে।

PMSHRI KENDRIYA VIDYALAYA AFS BAGDOGRA
PO. Bagdogra Air Port, Dt. Darjeeling, West Bengal, Pin--734421
E-Mail: kvafsbagdogra2020@gmail.com Website:https://bagdogra.kvs.ac.in

Walk-in-interview

Walk-in-interview for the session 2025-26 for part time contractual teachers for various posts for PMShri Kendriya Vidyalaya AFS Bagdogra is going to be conducted on 12th & 13th Feb 2025 in the Vidyalaya premises. The details related to various posts, eligibility criteria, date of interview/time & format for application are available in the announcement column of the school website: https://bagdogra.kvs.ac.in

The application must be filled separately for Balvatika Tr, PRTs, TGTs, PGTs & Misc. Posts. (Candidates must bring with them their valid indentity card on the day of interview for entering Air Force Station, Bagdogra in which the Vidyalaya is situated).

Principal

ARMY PUBLIC SCHOOL BAGRAKOTE
SELECTION OF TEACHERS & STAFF THROUGH LSB(Local Screening Board) 2025

1. Vacancies :
(a) TGT – Science, Math, Sanskrit, Computer
(b) PRT, Pre Primary
(c) Activity Teacher- Music, Physical Education.
(d) Librarian, Counselor, Accountant, Lab Assistant (Comp & Science).
(e) Group D- Peon, Ayah, Sweeper, Mali, Watchman, Bus Driver.

2. Qualification & Experience: **TGTs: Graduate with 50% marks or Post Graduate with minimum 55 % and B Ed** (with the subject in which employment is sought. Other qualifications as per CBSE Affiliation Bye Laws (Chapter IX). Preferably CSB , CTET/TET qualified. **PRT: Graduate** with 50%, 2 years Diploma in Elementary Education (D.El.Ed)/B El Ed. Other qualifications as per CBSE Affiliation Bye Laws (Chapter IX). B Ed qualified can also apply. Preferably CSB , CTET/TET qualified.

Pre-Primary: Graduate in any discipline through any recognized Board/University with minimum 50% marks, Graduate Diploma in Nursery Teacher Edn/Pre School-Education Early Childhood education pgme (D.E.C Ed) of two yrs duration or B Ed (Nursery) from NCTE recog institution, with Computer Knowledge.

Computer- B.Tech in Computer Science/B.Sc in Computer Science/ M.Sc in Computer Science /B.Sc with one year post graduate Diploma in Computer Science/ BCA/ MCA with B Ed.(Experienced candidates and having knowledge in AI & Robotics shall be preferred).

Librarian, Music, PET: as per CBSE Affiliation Bye Laws (Chapter IX).

Counselor: Graduate with Psychology Cert or Diploma in Counseling with min experience of 03 years as Wellness Teacher/Counselor. **Accountant**: Commerce graduate or 15 years service as a clerk in the Defence Services. Basic computer application course of Army/Diploma in Computer Application of not less than one year duration. Knowledge of double entry system of accounting, excel sheet and accounting software. Minimum 5 years experience as a Accounts clerk in the defence services / reputed organization.

Lab Assistant: (a) **Computer**-Knowledge in Computer Hardware & Software networking and maintenance of Website (b) **Science-** maintenance of science Lab.

Application form for interview is available on School Website (https://apsbagrakote.org & AWES Website (www.awesindia.com) The application form along with a DD in favour of Army Public School Bagrakote for Rs 250/- Payable at Oodlabari, with attested copies of qualification and experience certificate and recent colour PP photograph to be submitted on or before **15 Feb 2025** to APS Bagrakote. Incomplete Application forms will not be accepted. The date & time of interview will be intimated to the shortlisted candidates. **(For detailed requisite qualifications, candidates must visit School Website)**

Address: Army Public School Bagrakote, PO -Bagrakote Dist –Jalpaiguri, Pin-734501 Mob-8116150600/9475250682 Email: apsbagrakote@awesindia.edu.in Web : https://apsbagrakote.org

Principal, APS Bagrakote

স্তম্ভ ইত্যাদিতে ফাটলের মেরামতি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ৭৮-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৪-২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং. ১, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: বিজি-। সেকশনের ব্রিজগুলির জন্য ইপোক্সি ইত্যাদি দ্বারা জলের নীচে থাকা স্তম্ভ ইত্যাদিতে ফাটলের মেরামতি করা (ব্রিজ নং. ৪৪৮, ৪৫২, ৫১৩, ৫০২, ৪৭৭, ৪৯২, ৫২১, ৪৮৬, ৪৭৬, ৪৫৬, ৪৫২ আপ, ৪৪৮ আপ, ৪৯২ আপ, ৪৮৬ আপ, ৪৫৬ আপ-এর জন্য)। টেন্ডার মূল্য: ১,৯৩,৮০,৫৯৭.৮৫ টাকা। বায়নার অর্থ: ২,৪৬,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৮-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ১৮-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রেলওয়ে স্টাফ কোয়ার্টারসমূহে স্মার্ট প্রিপেইড কাম পোস্ট পেইড মিটারের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি/ইএল/৩০/২৪-২৫ তারিখ: ২৭-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. এপি/ইএল/৩০/২৪-২৫ কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের রেলওয়ে স্টাফ কোয়ার্টারসমূহে স্মার্ট প্রিপেইড কাম পোস্ট পেইড মিটারের ব্যবস্থা করা (ফেজ-II)। টেন্ডার রাশি: ২,৮৫,৮৪,৪৮৪.৫৬/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৯২,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২১-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ২১-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সহায়ক ডিইই/জি এণ্ড সিএইচজি./ আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কমান্ডান্টের কার্যালয় : ৭২ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ, পাঞ্জিপাড়া, উত্তর দিনাজপুর (প.ব.)

নং. ৭২ বিএন/প্রোভ/অকশন/২০২৫/৩৩২-৩৮

নিলাম নোটিশ

এই সদর দপ্তরের চার্জে থাকা অব্যবহার্য সরকারি স্টোর্সের সর্বজনীন নিলাম **১০.০২.২০২৫'এর ১১.০০ ঘটিকায় ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টার, ৭২ বিএন বিএসএফ, গ্রামঃ শান্তিনগর, পোঃ অঃ পাঞ্জিপাড়া, উত্তর দিনাজপুর (পশ্চিমবঙ্গ) পিন নং ৭৩৩২০৮**-এতে নিম্নবর্ণিত নিয়ম ও শর্তাবলিতে অফিসারদের বোর্ডের উপস্থিতিতে হবে:-

নিয়ম ও শর্তাবলি :-

১। সমস্ত অনুমোদিত/আগ্রহী দরদাতাগণ/পক্ষগণকে নিম্ন নির্ধারিত তারিখ এবং সময়ে নিলামে অংশগ্রহণ করার অনুরোধ করা হচ্ছে।
২। **১০.০২.২০২৫** তারিখে রাজ্যে বনধ/ধর্মঘট/ছুটির দিন ঘোষিত হলে নিলাম পরের দিন পরিচালিত হবে।
৩। নিলাম শুরু হওয়ার আগে প্রত্যেক দরদাতাকে কমান্ডান্ট ৭২ বিএনএফ-এতে স্টোর্সের নিলাম শুরু হওয়ার ন্যূনপক্ষে এক ঘন্টা আগে নাম রেজিস্টার করতে হবে এবং প্রত্যেক দরদাতাকে নিলাম শুরুর আগে বায়নার টাকা হিসেবে নগদ অগ্রিম টাঃ ১০,০০০ (দশ হাজার টাকা) মাত্র জমা করতে হবে যেটা নিলাম শেষ হওয়ার পর ফেরত/শামিল করা হবে।
৪। একবার দরদাতা অর্থাঙ্ক জমা করার পর উক্ত দরের নিয়ম কানুন সম্পূর্ণ হওয়ার পর ফেরত দেওয়া হবে।
৫। প্রযোজ্য অনুযায়ী বিক্রির অর্থাঙ্কের উপর লেভি/চার্জ করা হবে।
৬। বিভাগীয় নিয়ম কানুন অনুযায়ী নিলাম অনুষ্ঠিত হবে।
৭। কোনও দরদাতার সন্দেহ/জিজ্ঞাস্য বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে, বোর্ডের অফিসারগণ/কমান্ডান্ট, ৭২ বিএন বিএসএফ ঘটনাস্থলেই সিদ্ধান্ত নেবেন যা সংশ্লিষ্ট সকল/দরদাতা কর্তৃক মান্য করতে হবে।
৮। 'যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে' স্টোর্স নিলাম করা হবে।
৯। সকল দরদাতাকে পূর্ণ অর্থাঙ্ক তৎসহ ধার্য জিএসটি নিলাম শেষ হওয়ার পর জমা করতে হবে এবং নিজের ব্যবস্থাপনায় অবিলম্বে স্টোর্স নিয়ে যেতে হবে অন্যথায় সর্বোচ্চ দরদাতা/ক্রেতাকে চালু হারে জমির ভাড়া দিতে হবে। স্টোর্স স্থানান্তরণ/তুলে নেওয়ার জন্য ৭২ বিএন-বিএসএফ কোনও পরিবহণের ব্যবস্থা করবে না।
১০। সর্বোচ্চ দরদাতা যদি স্টোর্সের দাম জমা করতে ব্যর্থ হয় তার বায়নার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে।
১১। তাৎক্ষণিক ঘটনায় সমস্ত বিষয়ে কমান্ডান্ট ৭২ বিএন-বিএসএফের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।
১২। প্রত্যেক দরদাতার সঙ্গে আইডি প্রুফ, জিএসটি নম্বর আসল প্যান কার্ড, শেষে আয়কর রিটার্নের প্রমাণ, বাসস্থানের প্রমাণ দাখিল করতে হবে অন্যথায় তাদেরকে নিলামে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।
১৩। কমান্ডান্ট ৭২ বিএন-বিএসএফ কোনও কারণ না দর্শিয়ে যে কোনও দর গ্রহণ বা বর্জন করার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন।

ডিসি (কিউএম)
CBC 19112/11/0198/2425

লোন

পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউস-বিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার ও Car লোন করা হয়। শিলিগুড়ি। (M) 97751-37242. (C/114395)

বিক্রয়

New 2bhk flat for sale at Deshbandhupara, Siliguri. 8759187453. (C/114398)

গেট বাজার S.B.I. Bank-এর পাশে 110 বঃফুট দোকান বিক্রয় হবে। (M) 8944092699. (C/113397)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮১২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮১৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯০৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯০৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

Mal Municipality
P.O. Mal, Dist. Jalpaiguri
Memo No. MM/C/1994/Health/2024-25, Dated : 29/01/2025

Applications are invited from the eligible women candidates who must be a resident under Mal Municipality for filling up one vacant post of HHW (Honorary Health Worker) under Mal Municipality. Interested candidates can apply as per FORMAT within 21/02/2025. For Application Form & details visit the website of Mal Municipality (www.malmunicipality.com)/Office Notice board or Health Section.

(Utpal Bhaduri)
Vice-Chairman
Mal Municipality

E-TENDER NOTICE

Sealed online tender are invited for NIT No- 11/RIDF-XXX/APD/24-25 Dated : 30.01.2025. Construction of Additional Infrastructure of 6 no's of school under Alipurduar District. Last date & time of submission of Bid. 17.02.2025 Time 18.00 Hours. The details are available at website : **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
District Education Officer, SSM, Alipurduar

পিয়ার এবং অ্যাবুটমেন্টের শক্তির মূল্যায়ন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ডিসিবিএল/০১/২০২৫/ এমএলজি, তারিখ: ২৪-০১-২০২৫: নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, টেন্ডার নং. ঃ ডিসিবিএল০১২০২৫এমএলজি, কাজের নাম ঃ আরডিএসও স্ট্যান্ডার্ড ২৫টি লোডিং-২০০৮ স্ট্যান্ডার্ড পিএসসি স্ল্যাব -এর সাথে পিয়ার এবং অ্যাবুটমেন্টের শক্তির মূল্যায়ন। আনুমানিক টেন্ডার মূল্য: ৫,১৪,৭৩,৫১৫.৬০/- টাকা; বায়না মূল্য : ৪,০৭,৪০০/- টাকা; টেন্ডার নথি ১৭-০২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত গ্রহণ করা যাবে। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ১৭-০২-২০২৫ তারিখে ১৫:০৫ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখা যাব।

ডেপুটি সিই/ব্রিজ-লাইন, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডে কাজের জন্য লোক চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়ার সুব্যবস্থা ও অন্যান্য সুবিধা। M: 78639 77242. (C/114397)

শিলিগুড়ি হোটেল রেস্তোরাঁ ও বারে ওয়েটার চাই। ছেলে/মেয়ে। বেতন : 8500/12500, থাকা+খাওয়া ফ্রি। M : 6295506147. (B/S)

Ashalata Basu Vidyalaya, an English Medium High School urgently requires teacher in Physics (M.Sc., B.Ed. preferable). Walk-In-Interview will be held on 31.01.2025 (Time : 11.00 A.M. - 1.00 P.M.). Principal, Ashalata Basu Vidyalaya, Old Police Line, Jalpaiguri-735101, E-mail - ashalatabasuvidyalaya1@gmail.com (C/113695)

অ্যাফিডেভিট

I, Safikul Alam, S/o-Md Abdul Maleque residing at Vill-Baharabad, P.O.- Goalpara, P.S.- Chanchal, Dt- Malda (WB) do here by Solemnly affirm and declare at Executive magistrate, Chanchal Court that 'Md Abdul Maleque' & 'Abdul Malek' is the same and one identical person. (S/T)

গত 30/10/24 তারিখে শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, Beuty Alom, Matima Khatun থেকে Beuty Khatun নামে পরিচিত হলাম। উভয় একই ব্যক্তি। (C/114600)

NOTICE

It is hereby given that the legal heirs of GOPAL CHANDRA BISWAS namely SUCHITRA BISWAS, HARE KRISHNA BISWAS, KRISHNA BISWAS, PRAN KRISHNA BISWAS, ARUN BISWAS, BARUN BISWAS, KARUNA ROY and GITA MONDAL have contracted to sell their inherited below scheduled property to my client, any person including banks/financial institution claiming any interest on the said property by way of sale, mortgage, gift, possession, lease, lien, barghadar, jordang or otherwise, is hereby required to communicate the same to the undersigned at his office within 7 days from the date hereof, as otherwise the said sale will be completed without any reference or regard to any such purported claim or interest, which shall be deemed to have been waived to all intents and purposes.

Schedule

Land measuring 55 Decimal appertaining to L.R. Plot No. 490, L.R. Khatian No. 959, 958, 957, 964, 963, 962, 961, 960, Mouza Chakiavita, J.L. No. 17, P.S. New Jalpaiguri, District-Jalpaiguri.

Advocate Jugal Sanghai
Planet Mall, 1st Floor Room No.33, Sevoke Road, Siliguri-01
Phone: 9547171801

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বধূ জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরের শিকড়

মোগল আমলের সোনাখোদা মসজিদ

ইসলামপুর তথা জেলার প্রাচীনতম মসজিদগুলির মধ্যে অন্যতম সোনাখোদা মসজিদ। স্থানীয়দের মতে, এই মসজিদ প্রায় পাঁচশো বছর আগে মোগল আমলে তৈরি করা হয়েছিল। এখন এই মসজিদের কয়েকটি ভগ্ন দেওয়ালের অংশ ছাড়া আর কিছুই নজরে আসে না। বাম আমলে এই মসজিদটিকে হেরিটেজ হিসেবেও ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এত প্রাচীন এই মসজিদটির রক্ষণাবেক্ষণ এবং এর স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে সরকারিভাবে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। মসজিদের জায়গাটি শেষ যাদের দখলে ছিল সেই দম্পতির দেহ মসজিদের পাশেই কবরস্থ করে রাখা হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

সোনাখোদা মসজিদের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, মোগল সেনাপতি ইসলাম খাঁ অসম বিদ্রোহের সময় ইসলামপুরের ওপর দিয়ে গিয়েছিলেন। যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ফেরার পথে তিনি এক সৈনিককে এই এলাকার দায়িত্ব দিয়ে যান। সেই সৈনিকই পরবর্তীতে ইসলামপুরের সোনাখোদা এলাকায় এই মসজিদ নির্মাণ করেন। সত্তরোর্ধ্ব বয়সি সোনাখোদার বাসিন্দা মহম্মদ সেলিমুদ্দিন জানান, গোটা গ্রামে আগে এই মসজিদটি একমাত্র মসজিদ ছিল। গ্রামে কারও কোনও মসজিদ ছিল না। তিনি বলেন, 'ছোটবেলায় এই মসজিদের ছাদ, দেওয়াল সব দেখেছি। এখন সব ভেঙে গিয়েছে। দেওয়ালের কিছু কিছু অংশ ছাড়া কিছুই নেই। অনেক মানুষ এই মসজিদ দেখতে এখানে আসেন। প্রশাসনিক আধিকারিকরাও অনেকবার এসে ছবি তুলে নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এই প্রাচীন মসজিদটিকে সংরক্ষণ করতে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।'

বেড়া সারাইয়ে বিজিবি'র বাধা উপেক্ষা গ্রামবাসীর

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ২৯ জানুয়ারি : মেখলিগঞ্জ ব্লকের তিনবিঘা সংলগ্ন খোলা সীমান্তে অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ নিয়ে উত্তাল হয়েছিল সীমান্ত। তবে বাধা উপেক্ষা করেই গ্রামবাসীরা সেবার জিরো সীমান্তে ফসল বাঁচাতে কাঁটাতারের অস্থায়ী বেড়া বানিয়ে দেন। এবার সেই বেড়া মেরামত করতে গেলেও বাধা দিল বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিজিবি)। যদিও বিজিবি'র বাধাকে পাত্তাই দেননি ভারতীয়রা।

মঙ্গলবার এনিয়ে বিজিবি ও ভারতীয়দের মধ্যে একপ্রকার কথা কাটাকাটিও হয়। তখন গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়ান বিএসএফ জওয়ানরা। এরকম একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে বুধবার। যদিও তার সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, বিজিবির জওয়ানরা অস্থায়ী বেড়া দিতে মানা করছেন। তাতে কর্ণপাত না করেই গ্রামবাসীরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। গ্রামবাসীরা বিজিবি-কে জানিয়ে দেন, আপনাদের যা করার করে নিন। আমরা অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া সংস্কার করবই। তখন গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়ান বিএসএফ জওয়ানরাও।

সেই ভিডিওর সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য শেফালি রায়ের স্বামী অনুপ রায়। তিনি বলেন, 'মঙ্গলবার যতটা বাঁশ ছিল, সব লাগানো হয়েছে। পরবর্তীতে আবার লাগানো হবে। বিএসএফ জওয়ানরা আমাদের নিরাপত্তায় সর্বদা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।' স্থানীয়দের দাবি, তিনবিঘা করিডর চুক্তি অনুযায়ী শূন্য সীমানায় বেড়া দেওয়া যাবে। আর গ্রামবাসীরা হুমকি দিয়েছেন, বেড়া সংস্কারের কাজে যদি বাধা দেওয়া হয় তাহলে তাঁরা তিনবিঘা করিডর বন্ধ করে দেবেন।

স্থানীয় লালবাহাদুর বর্মন নামে এক কৃষকের কথায়, 'আমরা ফসল বাঁচাতে অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া সুরিক্ষিত করতে তার ওপরে বাঁশ বেঁধে দিচ্ছিলাম। বিজিবি বাধা দিলে তা উপেক্ষা করে কাজ করেছি।'

কয়েকদিন আগে এই এলাকায় বিজিবি ও বাংলাদেশিদের বাধা উপেক্ষা করে সীমান্তের শূন্য লাইনেই কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছিলেন ভারতীয় গ্রামের বাসিন্দারা। তারপর থেকেই সীমান্তে বিএসএফ কড়া নজরদারি চালাচ্ছে। তবুও বেশ কয়েকটি জায়গায় সেই কাঁটাতারের বেড়া কেটে পাচারের ঘটনা ঘটছে। স্থানীয় বাসিন্দা মানব রায় বলেন, 'কাঁটাতার কাটতে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের হাতে যন্ত্র থাকে। তবে ওই যন্ত্রে বাঁশ সহজে কাটতে পারবে না। তাই আমরা বাঁশ লাগিয়ে দিচ্ছি।'

বিএসএফের ৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের সিও ক্ষণীন্দ্র চৌধুরী জানান, বিএসএফ সর্বদা সীমান্তের বাসিন্দাদের সঙ্গে রয়েছে।

কুয়াশাঢাকা সকাল।। *বুধবার বালুরঘাটের ডাঙ্গা এলাকায় মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।*

স্মৃতিসৌধ তৈরির সূচনায় একজোট শাসক-বিরোধী

ঘিসিং 'ক্যারিশমায়' নতুন সুবাস পাহাড়ে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি : পাহাড় এবং সুবাস ঘিসিং, একসময় সমার্থক হয়ে উঠেছিল। তিন দশক ধরে তিনিই ছিলেন পাহাড়ের অবিসংবাদী নেতা। যদিও তাঁকেই প্রাণভয়ে ছাড়তে হয়েছিল পাহাড়। কিন্তু মৃত্যুর এক দশক পরেও যে তিনি প্রাসঙ্গিক হয়ে রয়েছেন, স্পষ্ট হল বুধবার। তাই তাঁর স্মৃতিসৌধের সূচনা অনুষ্ঠানে এদিন পাহাড়-সমতল মিশে গেল সম্মান জানাতে। যেখানে শুধু ছিল না কোনও রাজনীতি। সব দলই বাঁধা পড়ল এক সুতোয়। ব্যক্তিগত ক্যারিশমা না থাকলে এমনটা অসম্ভব, মানলেন সকলে।

শান্ত পাহাড়ে আগুন জ্বলেছিল আটের দশকে। পৃথক রাজ্য বা গোর্খাল্যান্ড দাবিকে সামনে রেখে বঙ্গ রাজনীতিতে উত্থান ঘটে সুবাস ঘিসিংয়ের। পাহাড়ে জন্ম নেয় গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (জিএনএলএফ)। আন্দোলন এমন পর্যায়ে যায় যে ১৯৮৮-তে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মধ্যে দিয়ে দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল (ডিজিএইচসি) গঠন করতে বাধ্য হয় কেন্দ্রের ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেস ও রাজ্যে থাকা বাম সরকার। ২০০৭ সালে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা বা বিমল গুরুংয়ের আত্মপ্রকাশের আগে পাহাড়ে ঘিসিং ছিলেন শেষ কথা। কিন্তু গুরুংয়ের চাপে ঘিসিংকে পাহাড় ছেড়ে শিলিগুড়িতে আশ্রয় নিতে হয়। ২০০৮-এ মোর্চার আন্দোলন যখন চরমে, সে সময় শিলিগুড়িতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঘিসিংয়ের স্ত্রী ধনমায়া মারা যান। মোর্চার বাধায় স্ত্রীর মরদেহ পাহাড়ে তুলতে পারেননি ঘিসিং। ২০১৫ সালে দিল্লিতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ঘিসিংও। যদিও তাঁর শেষকৃত্য হয় পাহাড়েই।

মিরিকের সৌরিণীর মঞ্জু চা বাগানে জন্ম ঘিসিংয়ের। সেই বাগানের পাশে মঞ্জু পার্কে বুধবার সস্ত্রীক ঘিসিংয়ের স্মৃতিসৌধ তৈরির কাজের সূচনা হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দল, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জিএনএলএফ সভাপতি তথা ঘিসিং-পুত্র মন আমন্ত্রণ জানান। সেই আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ের শাসক, ভারতীয় গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার (বিজিপিএম) সভাপতি অনীত থাপা, বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য, তৃণমূল কংগ্রেসের পার্বত্য শাখার সভানেত্রী শান্তা ছেত্রী, বিনয় তামাং সহ অনেকেই।

ঘিসিংয়ের সঙ্গে অশোকের সম্পর্ক কারও অজানা নয়। ঘিসিংয়ের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে আবেগপ্রবণ অশোক বললেন, 'সুবাস ঘিসিংয়ের সঙ্গে আমার প্রায় ৩০ বছরের সম্পর্ক। একসঙ্গে অনেক কাজ করেছি। ঘিসিং হলেন গোর্খা জাতির পিতা। পাহাড়-সমতলের মেলবন্ধনের প্রতীক।'

বিজিপিএম সভাপতি অনীতের বক্তব্য, 'জিটিএ-র তরফ থেকে আগে এই স্মৃতিসৌধ তৈরি করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু জিএনএলএফ তৈরি করবে বলেছিল। সেইমতো এদিন কাজ শুরু হল। এই স্মৃতিসৌধ হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।' বিনয়ের বক্তব্য, 'পাহাড়ের জন্য ঐতিহাসিক দিন। গোর্খা জাতির জন্য ঘিসিং প্রচুর কাজ করেছেন। উনি আমাদের কাছে নেলসন ম্যান্ডেলা।' ঘিসিং আজও কতটা প্রাসঙ্গিক তা এদিনের সমস্ত রাজনৈতিক ভেদাভেদ দূর হওয়া থেকেই স্পষ্ট। বাবা-মায়ের স্মৃতিসৌধ তৈরির অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে চোখে জল ছেলে মনের। দীর্ঘদিন বাদে পাহাড়-সমতলের সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের মেলবন্ধনে বাবার অবদানকে স্মরণ করেন তিনি। সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক, ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের নেতা অজয় এডওয়ার্ড, শিক্ষাবিদ মহেন্দ্র পি লামা, দাওয়া পাখরিন সহ প্রচুর বিশিষ্ট মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

সুবাস ঘিসিংয়ের স্মৃতিসৌধ তৈরির সূচনায় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। বুধবার।

পুলিশকর্মীদের উপর হামলায় মূল চক্রীর খোঁজে তল্লাশি

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৯ জানুয়ারি : দুই পুলিশকর্মীকে গুলি করে খুনের চেষ্টার ঘটনায় ধৃত আব্দুল হোসেনকে দফায় দফায় জেরা করছে সিআইডি। বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করার পর কতবার সে বিহারে গিয়েছিল, সেখানকার কোন কোন দুষ্কৃতীর সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে, তা নিয়ে তদন্ত করেছে পুলিশ।

পশ্চিম বাংলার মোস্ট ওয়ান্টেড তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন সোনার বিপনীতে ডাকাতির ঘটনায় মাস্টারমাইন্ড চন্দন সিংহের সঙ্গে কীভাবে সাজ্জাকের ফোনে কথা হয়েছে, তা নিয়েও তদন্ত শুরু করেছে সিআইডি। অভিযুক্ত চন্দন সিংহের বাড়ি হাজিপুর এলাকায়। শুধু ডাকাতি নয়, খুনের সুপারি সহ একাধিক অসামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত চন্দন। সে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ থেকে শুরু করে সিআইডির মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চন্দনের ফোনের সিম ভারতের হলেও কীভাবে সে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মায়ানমার, চিনের অপরাধীদের সঙ্গে যোগাযোগ করত, তা নিয়েও তদন্ত শুরু করেছে সিআইডি ও সাইবার ক্রাইম।

মালদার তৃণমূলের দাপুটে নেতা দুলাল সরকারের খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত চন্দন সিং ও তার সঙ্গী প্রায় দেড় কোটি টাকা নিয়ে বিহারের দুষ্কৃতীদের দিয়ে খুন করিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। মালদা ও উত্তর দিনাজপুরে যে কটি অসামাজিক কাণ্ড ঘটেছে তার মধ্যে অধিকাংশ ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বিহার যোগ ও তার মূল পান্ডা চন্দন সিং। কীভাবে, কখন আগ্নেয়াস্ত্র হাতে পেয়েছিল গ্যাংস্টার সাজ্জাক আলম? পাঞ্জিপাড়ায় পুলিশকে কীভাবে গুলি চালিয়ে, কোন পথে পালিয়েছিল সে ও তার সঙ্গীরা, এমনই সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে সিআইডি।

ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস বলেন, 'পাঞ্জিপাড়া থেকে বন্দি পালানো ও সাজ্জাকের এনকাউন্টারে মৃত্যু - দুটি পৃথক মামলা রুজু হয়েছে। পাঞ্জিপাড়ার ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে ইসলামপুর জেলা পুলিশ। সাজ্জাকের মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত সিআইডির হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে।' গোয়েন্দা সূত্রে খবর, দুটি ক্ষেত্রেই ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। গোয়েন্দা পুলিশের দাবি, এর সঙ্গে আরও অনেকেই জড়িত।

লোকালয়ে দেরিতে বন দপ্তর

ফালাকাটা, ২৯ জানুয়ারি : সোমবার রাতে ফালাকাটার রাইচেঙ্গা গ্রামে তিনটি বুনো হাতি ঢোকে। রাত বারোটা নাগাদ জলদাপাড়া সাউথ রেঞ্জের বনকর্মীরা সেই খবর পান। ঘটনাস্থলে পৌঁছোতে বনকর্মীরা সময় নেন ৪৫ মিনিট। অথচ রাইচেঙ্গা থেকে রেঞ্জ অফিসের দূরত্ব ৭ কিমির বেশি নয়। ওইদিন যতক্ষণে বনকর্মীরা রাইচেঙ্গায় পৌঁছান ততক্ষণে এলাকায় বস্তাভর্তি ধান, আলুখেত তছনছ করে দিয়েছে হাতির দল। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, এখন বন্যপ্রাণী গ্রামে ঢোকার খবর পাওয়ার পর বনকর্মীরা দেরিতে আসছেন। অথচ আগে খবর দেওয়ার ১৫ মিনিটের মধ্যেই তাঁরা চলে আসতেন।

বন দপ্তর এই অভিযোগ স্বীকার করেছে। জলদাপাড়া সাউথ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'লোকালয়ে বন্যপ্রাণী ঢোকার খবর পেলেই আমাদের কর্মীরা ছুটে যান। কিন্তু এখন মহাসড়কের কারণে যাতায়াতে অনেক বেশি সময় লাগছে। বেহাল রাস্তা দিয়ে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব এলাকায় পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়।'

রায়গঞ্জের স্কুলে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব

জখম শিক্ষিকা, গ্রেপ্তার এক

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৯ জানুয়ারি : স্কুলের মধ্যে দুষ্কৃতীদের নিয়ে ঢুকে শিক্ষিকাকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল এক মহিলার বিরুদ্ধে। গত ২৪ জানুয়ারির ওই ঘটনায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে এলাকায়। আর ওই কাণ্ডের জেরে খুনের চেষ্টার ঘটনায় বুধবার একজনকে রায়গঞ্জ শহর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, রায়গঞ্জ থানার বসিয়ান জুনিয়ার হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষিকা শোভনা হেমব্রমের কাছে কর্ণজোড়ার বোগ্রামের বাসিন্দা, পিঙ্কি দেবনাথ দাস এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন। পেশায় ইমিটেশন ও কসমেটিক্সের ব্যবসায়ী পিঙ্কির থেকে ওই শিক্ষিকার সম্প্রতি টাকা ফেরত চাওয়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের বচসা হয়। যার জেরে চারজন দুষ্কৃতী নিয়ে পিঙ্কি স্কুলের ভেতরে ঢুকে ওই সহকারী শিক্ষিকাকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। স্কুলের চেয়ার দিয়ে তাঁর ওপর হামলা চালানো হয়। আচমকা হামলায় গুরুতর জখম হন শিক্ষিকা শোভনা হেমব্রম।

স্কুলের অন্য সহকর্মীরা আহত আদিবাসী ওই শিক্ষিকাকে গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। হামলার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত পিঙ্কি দেবনাথ সহ চারজন অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে ভাটোল ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের হয়। আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অমিত বিশ্বাস নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বাকি অভিযুক্তরা পলাতক বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। জখম শিক্ষিকা শোভনা হেমব্রমের বক্তব্য, 'পিঙ্কি দেবনাথ আমার পূর্বপরিচিত, তিনি কসমেটিক্স ও ইমিটেশনের অলংকারের ব্যবসা করেন। ব্যবসার জন্য পিঙ্কিকে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ধার দিয়েছিলাম। পাওনা টাকা চাইতে গেলে সে আমাকে খুনের হুমকি দিয়েছিল। চলতি মাসের ২০ তারিখে বিষয়টি এলাকার প্রতিবেশীদের জানাই। আদিবাসী সংগঠনকেও জানানো হয়। এরপরেই আমার স্কুলে একদল দুষ্কৃতী নিয়ে গিয়ে মারধর করে।'

পুলিশসূত্রে জানানো হয়েছে, ধৃতের বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া থানার কানকি সংলগ্ন মতি হাড়িগ্রামে। রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করেছে পুলিশ।' রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

যা ঘটেছে

- শোভনা হেমব্রমের কাছে পিঙ্কি দেবনাথ দাস এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন
- পিঙ্কির থেকে ওই শিক্ষিকার টাকা ফেরত চাওয়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের বচসা হয়
- চারজন দুষ্কৃতী নিয়ে পিংকি স্কুলের ভেতরে ঢুকে ওই সহকারী শিক্ষিকাকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ

বারলার ব্যাট হাতে চা বলয়ে মনোজ

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৯ জানুয়ারি : এখনও অফিশিয়ালি বিজেপি ছাড়েননি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলা। যোগ দেননি তৃণমূলেও। তবে কার্যকলাপে ইতিমধ্যেই বারলা তৃণমূলিদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, 'আমি তোমাদেরই লোক'। আর অফিশিয়ালি না হলেও লোকসভা ভোটের পর থেকেই বিজেপিও কার্যত ঝেড়ে ফেলেছে বারলাকে। তবে তরাই-ডুয়ার্সের রাজনীতিতে টিকতে গেলে চা শ্রমিকদের হাতে রাখতে হবে, জানে বিজেপিও। তাই চা বলয়ের নেতা বারলার শূন্যস্থান পূরণে এবার ময়দানে নামলেন বিজেপির জেলা সভাপতি মনোজ টিগ্গা। চা শ্রমিকদের নানা দাবিদাওয়া নিয়ে বুধবার একটি বড় মিছিল করেন তিনি।

আলিপুরদুয়ার জেলার চা বলয় পদ্মের দীর্ঘদিনের শক্ত ঘাঁটি। এতদিন ধরে চা বাগানে সংগঠন গড়েছেন বারলা। লোকসভা ভোটের পর তাঁকে বিটিডব্লিউইউ থেকে ছাঁটা হয়। এবার বিটিডব্লিউইউ-কে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মনোজ। এদিন একগুচ্ছ দাবিতে মিছিল করে গিয়ে বীরপাড়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনারের অফিস ঘেরাও করে বিটিডব্লিউইউ। নেতৃত্বে মনোজ ছাড়াও ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রাজেশ বারলা, সহ সভাপতি কিশোর বিশ্বকর্মা, মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক কমিটির আহ্বায়ক নারায়ণ খোরা প্রমুখ।

মনোজ নিজেও সিংঘানিয়া চা বাগানের কর্মী ছিলেন। দু'বার মাদারিহাটের বিধায়ক হয়েছেন। ভোটের আগে চা বলয়ে তাঁর প্রচারের সুরই ছিল, 'আমি তোমাদেরই লোক।' এবার বারলাবিহীন বিটিডব্লিউইউয়ের ব্যাটও হাতে তুলে নিতে হল মনোজকে। সাংসদ হওয়ার পাশাপাশি তিনি দলের জেলা সভাপতিও। চা শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে মনোজের চাপ আরও বেড়েছে।

এদিন বন্ধ বাগান খোলা, চা শ্রমিকদের মজুরির টাকা সময়মতো দেওয়া, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা অ্যাকাউন্টে নির্দিষ্ট সময়ে জমা দেওয়া সহ বেশ কয়েকটি দাবিতে বীরপাড়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার অমিত দাসকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। দাবি করা হয়, পাট্টা নয়, চা শ্রমিকদের জমির মালিকানা দিতে হবে। মনোজ বলেন, 'চা শ্রমিকরা পরিযায়ী শ্রমিক হচ্ছেন। পাহাড় এবং সমতলে অনেক চা বাগান বন্ধ। অথচ মুখ্যমন্ত্রী কালচিনিতে বন্ধ বাগান নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি। শ্রম দপ্তর মালিকপক্ষের হয়ে কাজ করছে।'

এদিন হান্টাপাড়া, গ্যারগান্ডা, ধুমচিপাড়া, তুলসীপাড়া, বান্দাপানি, ঢেকলাপাড়া, ডিমডিমা, বীরপাড়া চা বাগানের শ্রমিকরা বিক্ষোভ-ঘেরাও কর্মসূচিতে অংশ নেন। সংগঠনের ব্লক কমিটির আহ্বায়ক নারায়ণ খোরা বলেন, 'মেরিকো টি কোম্পানির বেশ কয়েকটি চা বাগানের শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের টাকা বকেয়া। চলতি সপ্তাহেই টাকা মেটানোর দাবি জানানো হয়েছে।'

গত লোকসভা ভোটে জিতলেও আলিপুরদুয়ারে প্রায় পৌনে দু'লক্ষ ভোট কমেছে বিজেপির। চিন্তায় গেরুয়া শিবির। আগেভাগেই চা বলয় সরগরম করতে চাইছে বিজেপি।

কমিটি গঠনে ব্যর্থ বিজেপি

কোচবিহার, ২৯ জানুয়ারি : ঘাসফুল শিবিরে চরম কোন্দল চললেও তার ফায়দা তোলা তো দূরের কথা, বরং সাংগঠনিকভাবে পদ্ম শিবির আরও পিছিয়ে পড়ছে কোচবিহারে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টেনেটুনে কোনওভাবে তারা ৬০ শতাংশ বুথ কমিটি গঠন করতে পেরেছে। জেলায় ৪০ শতাংশ বুথে এখন কমিটিই গঠন করতে পারেনি বিজেপি। এখানেই শেষ নয়, দলীয় সূত্রে খবর, বেশ কিছু মণ্ডলে ৬০ শতাংশ বুথ কমিটি গঠন করতে না পারায় ফেব্রুয়ারির মধ্যে মণ্ডল কমিটিও গঠন করতে পারছে না গেরুয়া শিবির। জেলায় বিজেপির এমন দশার কথা জানাজানি হতেই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বিজেপির জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, 'সময় অল্পের কারণে বুথ কমিটি কিছুটা কম গঠন হয়েছে। তবে, আগামী দিনে আবার বুথ কমিটি গঠন হবে। আশা করছি তখন বাকি বুথগুলির অধিকাংশেই কমিটি গঠন হয়ে যাবে।'

পদ্ম শিবির সূত্রে খবর, জেলায় সাংগঠনিকভাবে বিজেপির ২২৯৮টি বুথ রয়েছে। এছাড়া ৪৩টি মণ্ডল রয়েছে। একেকটি মণ্ডলের অধীনে ৫০-৬০টি করে বুথ রয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দলের নিয়মানুযায়ী ৬ বছর পরপর এই বুথ কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এর আগে ২০১৯ সালে এই কমিটি গঠন হয়েছিল। গত ১৮ জানুয়ারি থেকে বুথ কমিটিগুলি গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত কমিটিগুলি গঠন করে তা জেলা নেতৃত্বের কাছে জমা দেওয়ার শেষ সময়সীমা ছিল। তাতে দেখা গিয়েছে, জেলায় বিজেপির সাংগঠনিকভাবে ২২৯৮টি বুথের মধ্যে ৬০ শতাংশের মতো কমিটি গঠন হয়েছে। অর্থাৎ প্রায় ২৩০০ বুথের মধ্যে ১৪০০ বুথে কমিটি গঠন করা সম্ভব হয়নি।

Sahitya Akademi
Ministry of Culture
Government of India

সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার ২০২৫

সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার ২০২৫-এর মনোনয়নের জন্য সাহিত্য অকাদেমি স্বীকৃত ২৪টি ভারতীয় ভাষার লেখক, প্রকাশক এবং তাঁদের শুভাকাঙ্খীদের বই জমা দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। যেসব বইয়ের প্রথম প্রকাশনার সাল ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২২ এবং ২০২৩ (১ জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ অবধি) শুধুমাত্র সেগুলিই বিবেচিত হবে। পুরস্কারের অর্থমূল্য ১,০০,০০০ টাকা এবং এর সাথে থাকে একটি ফলক। **২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫** এর আগেই প্রতিটি বইয়ের ১টি করে কপির সঙ্গে আবেদনপত্র জমা পড়া আবশ্যক। পুরস্কার সংক্রান্ত বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সাহিত্য অকাদেমির ওয়েবসাইট www.sahitya-akademi.gov.in-এ দেওয়া পুরস্কারের নিয়মাবলী।

স্বাক্ষর
(সচিব)
সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লী

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন মুম্বাই-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, মুম্বাই - এর একজন বাসিন্দা বসন্ত নারায়ণ পুজারি - কে 31.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 72L 33759 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "যেহেতু সবাই কোটিপতি হয় না, তাই এটা এমন কিছু যা আমি আমার জীবনে কখনও কল্পনাও করিনি। তবে, ডিয়ার লটারি আমাকে এবং অনেক সাধারণ মানুষকে কোটিপতিতে পরিণত করেছে এবং দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমরা কীভাবে আমাদের জীবনকে আরও উন্নত করবো। আমি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি এবং ডিয়ার লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

এন্ট্রি ফি মকুবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর রুজিতে টান

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি : পর্যটকদের সামনে মাদল বাজানোর সুযোগ আর নতুন করে আসবে কি না জানেন না। তাই মাদলটিকে কাপড়ে বেঁধে ঘরের মাচায় তুলে দিয়েছেন মুনিতা ওরাওঁ। এখন থেকে দিনমজুরির কাজই করবেন বলে মনস্থির করেছেন তিনি। পম্পি সেনের দুশ্চিন্তা আরও বেশি। পর্যটকদের থেকে জঙ্গলে এন্ট্রি ফি'র টাকা নেওয়ার সময় বন্যপ্রাণ বিভাগ তাঁর তৈরি হস্তশিল্প সামগ্রী পুশিং সেল করত। এখন হস্তশিল্প সামগ্রী নিয়ে বাইরে বিক্রি করতে গেলে কেউ নেবেন কি না ভেবে পাচ্ছেন না তিনি।

বন দপ্তরের তরফে জঙ্গলে এন্ট্রি ফি তুলে দেওয়ায় দার্জিলিং ওয়াইল্ডলাইফ ডিভিশন, জলদাপাড়া ও গরুমারা ওয়াইল্ডলাইফ ডিভিশন এমনকি বক্সা টাইগার রিজার্ভের পূর্ব ও পশ্চিম বিভাগের প্রায় ৫৬২টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা ও পুরুষ শিল্পীরা নিজেদের রোজগার নিয়ে ঘোরতর দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। সংসার চালানো, ছেলের পড়াশোনার জন্য অর্থের জোগাড় কী করে করবেন সেই চিন্তা এখন তাঁদের ঘিরে ধরেছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা জানালেন, তাঁদের তৈরি করা শিল্পসামগ্রী বন দপ্তর আগে থেকে মজুত করে রাখত। তারপর পর্যটকদের ২০০ টাকা করে এন্ট্রি ফি নেওয়ার সময় এক একটি শিল্পসামগ্রী ১০ ও ৩০ টাকায় পর্যটকদের কাছে পুশিং সেল করে দিত। এখন সেই রোজগার কমেছে। মূর্তি এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর রাম ওরাওঁ একজন লোকশিল্পী। পর্যটকরা এলে মাদল বাজিয়ে যে রোজগার হত তা থেকেই তিনি সংসার চালাতেন। তবে এখন এন্ট্রি ফি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কীভাবে রোজগার করবেন ভেবে পাচ্ছেন না রাম। বিকল্প রোজগারের চিন্তাভাবনা শুরু করে দিয়েছেন তিনি।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দার্জিলিং বন্যপ্রাণ বিভাগে ২৫টি, গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগে ১২টি, জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগে ১৯৩টি গোষ্ঠীর মধ্যে একটি পুরুষদের বাকিগুলি সবই মহিলাদের, বক্সা বাঘবনের পূর্ব বিভাগে ১০৩টির মধ্যে ৯৭টি মহিলা গোষ্ঠী এবং বক্সা বাঘবনের পশ্চিম বিভাগে মহিলাদের ২২৯টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। প্রায় পাঁচ হাজারের বেশি মহিলা ও পুরুষ সদস্যের উপার্জনের উপর তাঁদের পরিবারের সদস্যরা নির্ভরশীল।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বললেন, 'এন্ট্রি ফি মকুব করা হয়েছে। গ্রুপগুলির বিকল্প রোজগারের জন্য রাজ্য সরকারকে জানানো হয়েছে।'

ডুয়ার্সের মূর্তিতে মাদল বাজিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নাচ-গান পরিবেশন।

> পর্যটকদের এন্ট্রি ফি মকুব করা হয়েছে। গ্রুপগুলির বিকল্প রোজগারের জন্য রাজ্য সরকারকে জানানো হয়েছে।
>
> **- দ্বিজপ্রতিম সেন** ডিএফও গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ

ঢালাও প্রতিশ্রুতির ট্র্যাডিশন চলছে

রাস্তা? হবে। জল? মিলবে। আলো? লাগানো হবে। জনতার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে একের পর এক প্রশ্নে শুধুই আশ্বাসবাণী শুনিয়ে গেলেন প্রধান। উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিনিধি সৌরভ রায়ের সঙ্গে সেই কথোপকথন তুলে ধরা হল।

জনতার চার্জশিট

জনতা : ভেঙেছে বহুদিন হল, এখনও গঙ্গারাম হাটে যাওয়ার কালভার্ট নির্মাণ হল না কেন?

উত্তর : কালভার্টের জন্য মহকুমা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং এসজেডিএ-কে চিঠি পাঠানো হয়েছে। এছাড়া আলাদা রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে পাশ দিয়ে যাতায়াতের জন্য।

জনতা : কচুমণিজোতে প্রায় ২ কিলোমিটার রাস্তা আজও পাকা হল না। কারণ কী?

উত্তর : মহকুমা পরিষদের ইঞ্জিনিয়াররা সমীক্ষা করে গিয়েছেন। পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তাটি তৈরি হতে পারে।

জনতা : হাঁড়িভিটায় রাস্তাও তো পাকা হয়নি। সমস্যা মিটবে কবে?

উত্তর : পথশ্রী প্রকল্পে ৬ কিলোমিটার রাস্তার কাজ শুরু হবে।

জনতা : ফৌদিজোত থেকে লক্ষ্মণসিং হাট যাওয়ার পথের বেহাল অবস্থা নিয়ে কিছু বলুন।

উত্তর : পঞ্চায়েত সমিতির তরফে অর্ধেক রাস্তার কাজ হয়েছে। নতুন অর্থবর্ষে বাকিটাও হবে।

জনতা : খড়িবাড়ি যাওয়ার পথে ঘোষপুকুরে পেভার্স ব্লক বসেছে। সেই জায়গা দখলের পরও প্রশাসন নিষ্ক্রিয় কেন?

উত্তর : অভিযোগ পেয়েছি। ওই জায়গা দখলমুক্ত করতে পদক্ষেপ করা হবে।

জনতা : তাহলে আমবাড়ি হাইস্কুলে যাওয়ার রাস্তার হাল ফিরবে কবে?

উত্তর : মহকুমা পরিষদ থেকে কাজটি হয়েছিল। তাই মেরামতির জন্য সেখানে আবেদন জানিয়েছি।

জনতা : সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টে জঞ্জাল অপসারণ বন্ধ থাকার কারণ কী?

উত্তর : একটি সংস্থা এক মাস পর কাজ ছেড়ে চলে যায়। নতুন আরেকটি সংস্থার সঙ্গে কথা বলে ফের আর্বজনা সাফাই শুরু হবে।

জনতা : গয়াগঙ্গায় ঝুলন্ত সেতু অসমাপ্ত কেন?

উত্তর : শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের তরফে সেতুটি নির্মাণের কথা ছিল। বর্ষায় নদীতে জলস্তর বৃদ্ধির কারণে কাজ থমকে যায়। সমস্যা সমাধানে পুরোনো লোহার সেতু নতুন করে বানানো হবে।

জনতা : বিভিন্ন নদী থেকে বালি পাচারে মদত দেওয়ার অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে। এটা সত্যি?

উত্তর : এসব ভিত্তিহীন। কারও অভিযোগ থাকলে, সামনে এসে বলবেন।

জনতা : তেতলিগুড়িতে অবৈধভাবে ক্র্যাশার চলছে। সেখানে নথি ছাড়া পাথর, বেডমিশালি ঢুকছে। সেটাও কি মিথ্যে?

উত্তর : অবৈধভাবে কিছু চলছে না। একটি ক্র্যাশার রয়েছে, সেটার সব নথিপত্র আমি দেখে এসেছিলাম।

জনতা : পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য কতদিন অপেক্ষা করতে হবে আর?

উত্তর : ৩টি গ্রামে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ হচ্ছে। আরও কয়েকটি বড় প্রকল্পের কাজ চলছে। সেগুলো চালু হলে সমস্যা মিটে যাবে।

ঘোষপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত

জনরাজন কিনডো
প্রধান, ঘোষপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত

একনজরে

ফাঁসিদেওয়া ব্লক
মোট সংসদ : ২২টি
জনসংখ্যা : ৩১৬৯৫ (২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)
আয়তন : ৫৩.৭৫ বর্গকিলোমিটার

জনতা : সব এলাকায় সোলার লাইট পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই কেন?

উত্তর : প্রতিটি সংসদে ৪টে করে লাইট লাগানো হবে। ফেব্রুয়ারি থেকেই কাজ শুরু।

জনতা : চেঙ্গা শ্মশানঘাটে শেড নির্মাণ এবং শ্মশানগামী রাস্তা পাকা হচ্ছে না কেন?

উত্তর : রাস্তা, সোলার লাইট ও শেড করে দিতে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য আবেদন জানিয়েছেন। সে সব করে দেওয়া হবে।

চার বছর ধরে বিদ্যুৎহীন স্কুল

মহম্মদ হাসিম

খড়িবাড়ি, ২৯ জানুয়ারি : বিদ্যুৎ বিল বকেয়া, তাই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে দপ্তর। গত চার বছর ধরে এভাবেই চলছে খড়িবাড়ি ব্লকের বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারাবোকাসজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়। সূর্যের আলো ভরসা, মেঘলা দিনে সেই আলো কমে এলে ক্লাসে সমস্যা হয়। গরমে পাখা চলে না। তেষ্টা মেটায় টিউবওয়েলের জল।

এলাকার একমাত্র বাংলামাধ্যমের স্কুলটি স্থাপিত হয় ১৯৭৯ সালে। চা বাগান এবং জঙ্গলঘেঁষা গ্রামটিতে বসবাসকারী অধিকাংশই আদিবাসী, নেপালি জনজাতির মানুষ। টুকরিয়াঝাড় জঙ্গলের পাশে নকশালবাড়ি-ঘোষপুকুর রাজ্য সড়কের ধারে অবস্থিত ওই প্রতিষ্ঠানে শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা চার। পেছনে নকশালবাড়ি চা বাগান। ঢিল ছোড়া দূরত্বে হাতির করিডর। অন্ধকার নামলে এলাকা দিয়ে চলাফেরা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ, দাবি স্থানীয়দের। স্কুলের সামনের রাস্তাটি দুর্ঘটনাপ্রবণ বলে পরিচিত। স্কুলের এক শিক্ষিকার দাবি, করোনাকালে দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল স্কুল। সীমানা প্রাচীর না থাকার সুযোগে মিটার থেকে কেউ বা কারা বিদ্যুৎ চুরি করেছে তখন। ফলে স্কুলের বিদ্যুৎ বিল আসে ৪০ হাজার টাকা। সেই বিল মেটাতে না পারায় বিদ্যুৎ দপ্তর স্কুলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

প্রাচীরের অভাবে দিন-দিন ঝুঁকি বাড়ছে। চারপাশে বাঁশ দিয়ে ঘেরাও করা হয়েছিল। তবে গোরু, মোষের দৌরাত্ম্যে তা ভেঙে যায়। অভিযোগ, স্কুল প্রাঙ্গণে নেশার আসর বসে। শৌচাগার নিয়েও বিস্তর ক্ষোভ। হাজারো সমস্যায় জর্জরিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সব মহলে জানিয়েও সুরাহা মেলেনি, দাবি প্রধান শিক্ষক ভূপেন রায়ের। তাঁর ব্যাখ্যায়, 'এসআই-এর পরামর্শে বিডিওকে চিঠি লিখেছি। স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বৈঠকও হয়। পরে বিডিও পুরো বিষয় বিস্তারিতভাবে লিখে দিতে বলেন। সেইমতো একাধিকবার দিই। কথা বলেছি বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে। স্কুলের আউটলেট কানেকশন থেকে বিদ্যুৎ চুরির তদন্তের জন্য আবেদন জানিয়েছিলাম। যদিও কেউ চুরির বিষয়টি স্বীকার করেনি।'

আগে বিলের পরিমাণ চারশোর ধারেকাছে থাকত। লকডাউনের সময় কখনও ১২ হাজার, কখনও ৮ হাজার টাকা- এমন তিন-চারটে বিল এসেছে। সীমিত ফান্ড থেকে তা মেটানো সম্ভব হয়নি। প্রধান শিক্ষক বললেন, 'ওই সময় অন্যান্য স্কুলের বিদ্যুৎ বিলের রসিদ সংগ্রহ করে রিপোর্ট তৈরি করে এসআই আর বিডিওকে দিয়েছি, সেটা পরে সর্বশিক্ষা মিশনে পাঠানো হয়। মাস ছয়েক আগে এব্যাপারে খোঁজ নিয়েছিল সর্বশিক্ষা মিশন। কিন্তু শেষপর্যন্ত কাজ হয়নি। শীতকালে ক্লাসরুমগুলো অন্ধকারে ঢাকে, গরমে পড়ুয়ারা ভেতরে থাকতে চায় না। বেশিরভাগ দিন মাঠে চলে পঠনপাঠন।'

ওই স্কুলে চারটে ক্লাসরুম, একটি অফিসঘর এবং একটি স্টোররুম। ৩১ জন পড়ুয়ার জন্য শিক্ষক রয়েছেন দুজন। স্কুলের হাল নিয়ে বাতাসি সার্কেলের এসআই দিলীপ বর্মনের মন্তব্য, 'বিদ্যুৎ দপ্তরের খড়িবাড়ি সাব-ডিভিশন সাফ জানিয়েছে, বিল নিয়ে টেকনিকাল সমস্যা নেই। সেজন্য তারা বকেয়া বিলে ছাড় দিতে নারাজ। সমাধানের জন্য অনেকদিন আগে সর্বশিক্ষা মিশনে চিঠি পাঠিয়েছি। পরে ফের রিমাইন্ডার চিঠি পাঠাই। চেষ্টা চলছে। এছাড়া অন্যান্য সমস্যার সমাধানে জেলা শাসকের নির্দেশমতো আমরা কাজ করব।'

স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি তথা স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা ইলা খেরওয়ারের সঙ্গে এব্যাপারে কথা হচ্ছিল। জানালেন, এই সংসদে একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় এটাই। তারপর উচ্চশিক্ষার জন্য বুড়াগঞ্জে যেতে হয় পড়ুয়াদের। অধিকাংশ বাসিন্দা দিনমজুর। প্রতিষ্ঠানের বেহাল দশায় অভিভাবকরা চিন্তিত। শিক্ষকরা সমস্ত সমস্যা তাঁকে লিখিত আকারে জানিয়েছেন। তিনি ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন একাধিকবার। তাতেও অবশ্য লাভ হয়নি। ইলার মতে, সবার আগে বিদ্যুৎ বিল মেটালে অনেকটা স্বস্তি মিলবে।

খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি, তাই এপ্রসঙ্গে তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

বিদ্যুৎ নেই। স্কুলের বাইরে বেশিরভাগ সময় দেখা মেলে পড়ুয়াদের।

শোচনীয় অবস্থা

- করোনাকালে তিন-চারবার মিলিয়ে বিল আসে ৪০ হাজার টাকা
- সেই টাকা মেটাতে না পারায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে বিদ্যুৎ দপ্তর
- প্রাচীর নেই, গবাদি প্রাণীর বিচরণ ও নেশাগ্রস্তদের আসা-যাওয়া অবাধে
- শীতে ক্লাসরুমে সূর্যের আলো ঢোকে না, গরমে টেকা দায় ভেতরে
- বছরের অধিকাংশ দিন বাইরেই পঠনপাঠন চলে

টুকরো খবর

বিতর্কে অফিস

চোপড়া, ২৯ জানুয়ারি : ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজারে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। বিরোধীদের অভিযোগ, পূর্ত দপ্তরের জমিতে আগে যেখানে সুলভ শৌচালয় ছিল, সেই জমির একাংশে কার্যালয় বানিয়েছে শাসকদল।

কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিনের দাবি, 'এখানে পূর্ত দপ্তরের জমিতে সুলভ শৌচালয় ছিল। ওই জায়গার একটি অংশে শাসকদল দলীয় কার্যালয় বানিয়েছে।' যদিও চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা ফজলুল হকের ব্যাখ্যা, 'ভিত্তিহীন অভিযোগ। শৌচালয়টি বেহাল হয়ে যাওয়ায় পঞ্চায়েত সমিতির তরফে মেরামত করা হয়। পাশে দলীয় কার্যালয় তৈরি হয়েছে। শৌচালয়ের জমির সঙ্গে দলীয় কার্যালয়ের সম্পর্ক নেই।'

সার্কেল ক্রীড়া

চোপড়া, ২৯ জানুয়ারি : চোপড়া নর্থ ও চোপড়া সার্কেলের ৪০তম শীতকালীন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজিত হল বুধবার। চোপড়া ফুটবল মাঠে প্রতিযোগিতায় ব্লকের বিভিন্ন প্রাইমারি স্কুল ও শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের পড়ুয়ারা অংশ নেয়। ব্লক ক্রীড়া পরিচালনার কোঅর্ডিনেটর নজরুল ইসলাম জানান, দৌড়, হাইজাম্প, লংজাম্প সহ মোট ৩৪টি ইভেন্টে কয়েকশো পড়ুয়া অংশ নিয়েছিল। সার্কেল স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এদিন উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক হামিদুল রহমান, চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল, চোপড়া থানার আইসি সুরজ থাপা প্রমুখ।

জয়ী তৃণমূল

নকশালবাড়ি, ২৯ জানুয়ারি : নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নির্বাচনে তৃণমূলপন্থীরা জয়ী হল। বুধবার মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮টি সংসদের ১৩টি আসনে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ভোট হয়। নির্বাচন শেষে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। ১৩টি আসনের মধ্যে ১২টি আসনে তৃণমূল প্রার্থীরা জয়ী হন। আরেকটি আসনে বিরোধী প্রার্থী জয়ী হলেও পরে তিনি ঘাসফুল শিবিরে যোগ দেন। শাসকদলের কর্মীরা আনন্দে মেতে ওঠেন। মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষ বলেন, 'বিধানসভায় এই মহিলারা আমাদের হয়ে প্রচারে নামবেন।'

সম্মেলন

চোপড়া, ২৯ জানুয়ারি : ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজারে তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল কমিটির সম্মেলন হল বুধবার। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান, দলের ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ সহ ব্লক ও জেলা নেতৃত্ব। হামিদুল রহমান বিধানসভা নির্বাচনের জন্য এখন থেকেই কর্মী-সমর্থকদের মাঠে নামার বার্তা দেন। সম্মেলন শেষে পুনরায় অঞ্চল সভাপতি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন মহম্মদ রাজু।

রায়গঞ্জে সড়কের মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে গাছ। অথচ উন্নয়নের অজুহাতে বৃক্ষচ্ছেদন চলছেই। -দিবাকর সাহা।

মাদক কারবারিদের টার্গেট পড়ুয়ারা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি : শিলিগুড়িতে মাদকের কারবার নতুন নয়। তবে সময়ের সঙ্গে পন্থা বদলাচ্ছে এতে জড়িতরা। খদ্দের হিসেবে এখন মাদকের কারবারিরা টার্গেট করছে স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের। এতে একদিকে যেমন এই অবৈধ কারবার সহজেই শহরে জাল বিস্তার করছে, অন্যদিকে পুলিশের নজরও খানিকটা এড়ানো যাচ্ছে। সূত্রের খবর, চম্পাসারি, খালপাড়া, প্রধাননগর, মাটিগাড়ায় ড্রাগস পেডলারদের আনাগোনা বেড়েছে। তবে পুলিশ সক্রিয় রয়েছে। স্কুল, কলেজের পড়ুয়ারা যাতে মাদকের জালে জড়িয়ে না পড়ে সেজন্য থানাগুলোকে বিশেষ নজরদারির নির্দেশ দিয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। পেডলারদের পাকড়াও করতে অভিযান চলছে।

ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেছেন, 'আমরা নজরদারি চালাচ্ছি। নতুন প্রজন্ম যাতে মাদকের জালে জড়িয়ে না পড়ে, সেজন্য ইন্টেলিজেন্স ও সমস্ত থানা সক্রিয় রয়েছে।'

পুলিশ সূত্রে খবর, চম্পাসারি, খালপাড়া, প্রধাননগর, মাটিগাড়া এলাকার স্কুল, কলেজগুলোর সামনে ড্রাগস পেডলাররা সকাল সকাল বাইক অথবা স্কুটারে চেপে হাজির হয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে তারা পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাপ জমাচ্ছে। আলাপচারিতা বাড়তে থাকলে এক সময় দেওয়া হচ্ছে মাদকের টোপ। সূত্রের খবর, ৩০০ টাকায় এক পুরিয়া ব্রাউন সুগার আর ৪০-৫০ টাকা ফেললেই মেলে গাঁজা ভর্তি সিগারেট। এভাবে জাল বিছিয়ে পড়ুয়াদের মাদকের খদ্দের বানিয়ে ফেলছে পেডলাররা। আর মাদকের নেশায় আসক্ত হয়ে কিশোর-তরুণরা অনেক সময় নানা অপরাধে যুক্ত হয়ে পড়ছে। বিভিন্ন সময় ধরা পড়া মাদককারবারিদের জিজ্ঞাসাবাদে এসব তথ্য উঠেছে।

ছবি : এআই

খদ্দের বানিয়ে জাল বিস্তারের পন্থা

শহর ও সংলগ্ন এলাকায় মাদকের জাল বিছাতে কারবারিরা যেভাবে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের টার্গেট করছে, তাতে উদ্বিগ্ন পুলিশ। এসব রুখতে প্রতিটি থানার তরফে পদক্ষেপ করা হয়েছে। মাদকের রমরমা, এমন এলাকায় থাকা স্কুল, কলেজগুলোর সামনে সকাল সকাল পৌঁছে যাচ্ছে পুলিশের দল। পাশাপাশি দুপুরে যখন প্রতিষ্ঠানে ছুটি হচ্ছে, তখনও সাদা পোশাকের পুলিশকর্মীরা সেখানে যাচ্ছেন। সন্দেহভাজন কাউকে নজরে এলেই করা হচ্ছে জিজ্ঞাসাবাদ।

এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে স্কুল, কলেজ কর্তৃপক্ষ। বিবেকানন্দ হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মহীতোষ দাসের কথায়, 'উঠতি বয়সে যে কোনও ফাঁদে পড়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। সেসব হাতছানি উপেক্ষা করতে হবে। এক্ষেত্রে পুলিশ, প্রশাসনের পাশাপাশি আমাদেরও দায়িত্ব রয়েছে। সবাইকে একজোট হয়ে মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।'

সীমান্তে আটক বালিবোঝাই ১৬ ট্র্যাক্টর

খড়িবাড়ি, ২৯ জানুয়ারি : পুলিশ-প্রশাসনের নজর এড়াতে মেচি নদী থেকে বালি পাচারের ক্ষেত্রে সকালের সময়টা বেছে নিয়েছিল পাচারকারীরা। আর তা টের পেয়ে এসএসবি এবং পুলিশকে নিয়ে ভারত-নেপাল সীমান্তে বিশেষ অভিযান চালাল খড়িবাড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর। আর এমন অভিযানে বুধবার ভোরে আটক হল বালিবোঝাই ১৬টি ট্র্যাক্টর। ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক প্রতিমা সুব্বা বলেন, 'পাচারকারীরা যাতে টের না পায়, তার জন্য মঙ্গলবার রাতে সকলে মিলে অভিযানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। গোপনীয়তা রক্ষা করে বুধবার ভোরবেলা অভিযানটি চালানো হয়। রাজস্ব সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নথি না থাকায় গাড়িগুলিকে আটক করা হয়েছে। জরিমানার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।'

রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে বালি পাচার উত্তরবঙ্গে নতুন কোনও ঘটনা নয়। তেমনভাবেই নেপাল সীমান্তে থাকা মেচি নদী থেকে প্রত্যেকদিন বিহারে বালি পাচার ঘটছিল। ব্লক প্রশাসন জানতে পারে, নজর এড়াতে পাচারের সময় গভীর রাত থেকে সকাল ১০টা। প্রশাসনের নজর এড়াতে নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বালি ডাম্প করে রাখা হয় এবং সেখান থেকে গভীর রাতে তা পাচার করা হয় বিহারে বলেও প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানতে পারেন। যে কারণে ভোরবেলা অভিযানের সিদ্ধান্ত। ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আটক গাড়িগুলিতে ছিল না রাজস্ব সংক্রান্ত কোনও নথি। অর্থাৎ চালান না কেটেই বালি অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আটক ট্র্যাক্টরগুলিকে এদিন এসএসবি'র পানিট্যাঙ্কি ক্যাম্পে নিয়ে আসাও হয়। মেচি নদী থেকে কীভাবে বালি পাচার হচ্ছে, সেই সংক্রান্ত খবর একাধিকবার সামনে এনেছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। তার জেরেই এই প্রথম এসএসবি ও পুলিশকে নিয়ে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের এদিনের আচমকা অভিযান বলে মনে করা হচ্ছে। প্রতিমা সুব্বার হুঁশিয়ারি, 'অবৈধভাবে বালি পাচার কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। গাড়ির মালিকদের খোঁজ চলছে। এধরনের অভিযান লাগাতার চলবে।'

আমার আকাশ দেখা ঘুড়ি

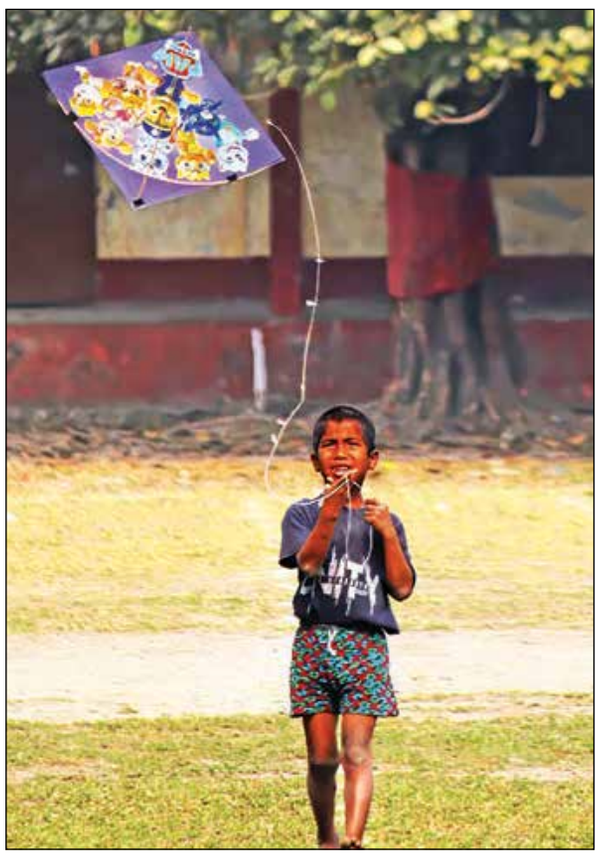

শীতের দুপুরে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে বালক। শিলিগুড়িতে বুধবার। ছবি : তপন দাস

দোকান বণ্টনে দুর্নীতি, অবস্থানে সিপিএম

শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি : বাংলাবাজারে দোকান বণ্টনে দুর্নীতি, এই অভিযোগ তুলে লাগাতার আন্দোলনের ডাক দিল সিপিএম। দলের ডাবগ্রাম-১ এরিয়া কমিটির নেতৃত্বে বুধবার দুপুর থেকে নির্মীয়মাণ দোকানগুলোর সামনে অবস্থানে বসা হয়। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত রোজ দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবস্থান চলবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে দল।

এদিন সিপিএমের ডাকে প্রায় একশোজন কর্মসূচিতে অংশ নেন। ওই এলাকা পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত। অভিযোগ, কয়েকমাস আগে ইস্টার্ন বাইপাসে রাস্তা সম্প্রসারণ করতে গিয়ে বেশ কয়েকটি দোকান উচ্ছেদ করা হয়।

পুরনিগমের প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দিলীপ সিং দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন। তাঁর বক্তব্য, 'যে সমস্ত গরিব মানুষকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাঁদেরকেই দোকানের জায়গা দিতে হবে। অথচ লক্ষ লক্ষ টাকার দুর্নীতি শুরু হয়েছে। বাইরের লোক এনে বসানো হচ্ছে।'

তাছাড়া রাস্তার পাশে পূর্ত দপ্তরের জায়গায় পুরনিগম কীভাবে নির্মাণের অনুমতি দিল, সেই প্রশ্নও তোলেন ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার। যদিও ওয়ার্ড কাউন্সিলার তৃণমূলের শোভা সুব্বার পালটা দাবি, জায়গাটি পূর্ত দপ্তরের নয়। পুরনিগমের অন্তর্ভুক্ত। প্রায় একই বক্তব্য ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের। তাঁর কথায়, 'ওটা পুরনিগমের আওতাধীন। রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য কিছু ব্যবসায়ীকে উচ্ছেদের মুখে পড়তে হয়। পুনর্বাসন দেওয়া হবে তাঁদের। পুরনিগমের বাস্তুকাররা ডিজাইন করে দিয়েছেন, সেইমতো ব্যবসায়ীরা নিজেদের মতো করে দোকান তৈরি করছেন। সবকিছুই নিয়ম মোতাবেক হবে।'

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, পুরনিগমের তরফে বাংলাবাজারে রাস্তার ধার থেকে দোকানদারদের সরানো হয়। সেসময় পুরনিগম জানায়, ওই অংশে সৌন্দর্যায়ন হবে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, ওই অংশে লাইন দিয়ে টিনের শেড লাগিয়ে দোকান তৈরি হচ্ছে। আট ফুট চওড়া ও দশ ফুট লম্বা ১৩৭টি দোকানের প্লট তৈরি করা হয়েছে। এখনও নির্মাণ চলছে সেখানে। সিপিএমের দাবি, প্রায় ৫০টি দোকান উচ্ছেদ হয়েছে। তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার পর বাকি জায়গায় গরিব মানুষের দোকানের ব্যবস্থা করতে হবে বিনামূল্যে।

স্কুল মাঠে জলপ্রকল্পে ফের বাধা তৃণমূল নেতার

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি : সরকারপোষিত স্কুলের মাঠের একপাশে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরকে পানীয় জলের প্রকল্প তৈরিতে ফের বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে।

ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন একতিয়াশাল তিলেশ্বরী অধিকারী উচ্চবিদ্যালয়ে মাঠের একপাশে জলের রিজার্ভার নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এদিকে, কাজটি করতে দেওয়া হবে না, এমন হুঁশিয়ারি দিয়ে বুধবার সেখানে বিক্ষোভ দেখান ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলার সত্যজিৎ অধিকারী ও তাঁর সঙ্গীরা।

এদিন সকালে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য মনীষা রায় কয়েকজন আধিকারিককে সঙ্গে নিয়ে মাঠ পরিদর্শনে আসেন। সেখানে তাঁদের বাধা দেন সত্যজিৎ। তারপর বাধ্য হয়ে ফিরে যান জেলা পরিষদের সদস্য। সরকারি কাজে তৃণমূল নেতা বাধা দেওয়ায় কানাঘুষো শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। ঘটনা প্রসঙ্গে শাসকদলের উত্তরবঙ্গের মুখপাত্র গৌতম দেব বলেন, 'কীভাবে কাজটি করানো যায়, তা কথা বলে দেখছি।'

গত বছরের ২১ নভেম্বর প্রস্তাবিত জায়গা পরিদর্শনে গিয়ে তৃণমূল নেতার বাধার মুখে পড়েছিলেন রাজগঞ্জের জয়েন্ট বিডিও, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকরা। এদিনও প্রায় একই ঘটনা ঘটে। সত্যজিতের কথায়, 'স্কুল তৈরির জন্য আমার দাদু বিদ্যালয়কে ৬ বিঘা জমি দান করেন। জমিদাতার উত্তরসূরি হিসেবে এই মাঠে জলপ্রকল্প হতে দেব না। এর জন্য প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটব। এখানে কলেজ হলে, সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। তাছাড়া একতিয়াশালে এটা ছাড়া আর অন্য কোনও খেলার মাঠ পাওয়া যাবে না।'

বাধার মুখে জেলা পরিষদের সদস্য মনীষা রায়। বুধবার একতিয়াশালে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, মাঠের এক বিঘা জমির ওপর রিজার্ভারের পাশাপাশি স্টাফ কোয়ার্টার তৈরির পরিকল্পনা হয়েছে। পঞ্চায়েত এলাকায় প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জল পাইপলাইনের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বড় প্রকল্পটি গৃহীত হয়। তিলেশ্বরী প্রাইমারি স্কুলের নামে মাঠটি রয়েছে। প্রকল্পের জন্য জলপাইগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের কাছ থেকে জেলা প্রশাসন নো অবজেকশন সার্টিফিকেট নিয়েছে। এব্যাপারে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন বলেন, 'এভাবে সরকারি কাজ আটকানো যায় না। সরকারি স্কুলের মাঠে সরকার নিজেদের প্রকল্পে কাজ করতেই পারে। কেউ জমি সরকারকে দান করে দেওয়ার পর সেখানে সরকারি প্রকল্পে তাঁর উত্তরসূরিদের বাধা দেওয়ার অধিকার থাকতে পারে না বলেই জানি। ওই মাঠেই পানীয় জলের প্রকল্প গড়ে উঠবে।'

যদিও বিতর্কিত তৃণমূল নেতার দাবি, 'জলের প্রকল্প হোক, সেটা আমরাও চাই। একতিয়াশালে অনেক ফাঁকা সরকারি জায়গা রয়েছে। সেখানে প্রকল্প হোক।' যদিও মনীষার ব্যাখ্যা, 'রিজার্ভার তৈরির জন্য অন্য জমি পাওয়া যাচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রীর জলপ্রকল্পের সুবিধা যাতে এলাকাবাসী পান, সেটা একজন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হিসেবে চাই। মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। দেখা যাক কী হয়।'

জট অব্যাহত

- গতবছর জায়গা পরিদর্শনে গেলে আধিকারিকদের বাধা দেন ওই নেতা
- বুধবার তাঁর বাধা পেয়ে ফিরে যান শাসকদলের জেলা পরিষদের সদস্য
- জমিটি সত্যজিতের দাদুর দান, তাই তিনি কাজ হতে দেবেন না বলে দাবি
- বদলে কলেজ হলে স্বাগত, প্রতিক্রিয়া নেতার
- জেলা সভাধিপতির সাফ বার্তা, জলপ্রকল্প গড়ে উঠবে ওই মাঠেই

লাগাম পরেনি কুম্ভমুখী ভিড়ে

পুণ্যতিথিতে ত্রিবেণি সংগমে স্নান করতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে ৩০ জনের মৃত্যুর খবর যেমন মিলেছে, তেমনি শতাধিক মানুষ গুরুতর আহতও হয়েছেন। নিখোঁজ হয়েছেন অনেকে। কিন্তু তা বলে কুম্ভমেলায় যাওয়ার চিন্তাভাবনা বাতিল করছেন না কেউই।

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি : বুধবারের মৌনী অমাবস্যায় পুণ্যস্নানে গিয়ে বিপত্তি। কুম্ভমেলায় গিয়ে আর খোঁজ মিলছে না শিলিগুড়ির পাঞ্জাবিপাড়ার বাসিন্দা সত্তরোর্ধ্ব দর্শনা দেবী বনসলের। মাঝরাত থেকে তার ছেলে রাজেশ খুঁজে বেড়ালেও বুধবার রাত ৮টা পর্যন্ত ওই মহিলার কোনও খোঁজ মেলেনি। বুধবারের মৌনী অমাবস্যার পুণ্যতিথিতে ত্রিবেণি সংগমে স্নান করতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে ৩০ জনের মৃত্যুর খবর যেমন মিলেছে, তেমনি শতাধিক মানুষ গুরুতর আহতও হয়েছেন। নিখোঁজ হয়েছেন অনেকে। কিন্তু তা বলে কুম্ভে যাওয়া বাতিল করছেন না কেউই।

শিলিগুড়ির বাসিন্দা দীনেশ পণ্ডিত। পুরনিগমের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বিধান মার্কেট এলাকার বাসিন্দা দীনেশ কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে গাড়ি নিয়ে প্রয়াগরাজে গিয়েছিলেন বুধবারের পুণ্যস্নানের জন্য। কিন্তু প্রচণ্ড ভিড়ে ধাক্কাধাক্কিতে প্রত্যেকেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যান। এরই মধ্যে ওই ধাক্কাধাক্কিতে অসুস্থ হয়ে পড়েন দীনেশ। একটা সময় জ্ঞানও হারিয়ে ফেলেন। কোনওভাবে তাঁকে স্বেচ্ছাসেবকরা উদ্ধার করে নিয়ে আসার পর বাকি বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়।

কুম্ভমেলায় যাওয়ার পথে বন্ধুদের সঙ্গে দীনেশ।

গত কয়েকদিন ধরে বিমানের ভাড়া আকাশছোঁয়া। ১৬ হাজার, ১৯ হাজার টাকার মতো ভাড়া লাগছে কলকাতা থেকে প্রয়াগরাজ পর্যন্ত যেতে। যাঁরা ট্রেনে প্রয়াগরাজে পৌঁছোবেন বলে মনে করছেন তাঁদের সমস্যা টিকিট পাওয়া নিয়ে। দিল্লি, বেনারস, প্রয়াগরাজ পর্যন্ত যাতায়াতকারী কোনও ট্রেনেই টিকিট মিলছে না। ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি থেকে বহু মানুষ গাড়ি ভাড়া করে প্রয়াগরাজে গিয়েছেন। অনেকে আবার ফিরেও এসেছেন। হাকিমপাড়ার বাসিন্দা আশি ছুঁইছুঁই অনিল সেনের অভিজ্ঞতা আবার ভীষণ ভালো। সোমবার স্নান করে মঙ্গলবারই তিনি বাড়ি ফিরেছেন। তাঁর কথায়, 'অনেকটা হাঁটতে হয়েছে ঠিকই। কিন্তু যা দেখলাম তা খুবই উন্নতমানের ব্যবস্থা। আমার অন্তত ভালো লেগেছে।'

শিলিগুড়ির বাসিন্দা অভিজ্ঞান পাল দুই বন্ধুর সঙ্গে কুম্ভমেলায় গিয়েছিলেন। ২৭ তারিখ তাঁরা স্নান করলেও প্রচুর ভিড় ঠেলে তাঁদের এগোতে হয়েছে। তাঁর কথায়, 'প্রচণ্ড ভিড়। কয়েক লক্ষ মানুষ। না দেখলে বোঝা যাবে না।' শিলিগুড়ির আরেক বাসিন্দা শুভাশিস সেনগুপ্তরা পরিবার নিয়ে গাড়ি ভাড়া করে কুম্ভের পথে রওনা দিয়েছেন। গাড়ি ভাড়া ৩০-৩৫ হাজার টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। প্রয়াগরাজে পৌঁছাতে সময় লেগে যাচ্ছে ১৬-১৮ ঘণ্টা। তবে এর মধ্যে অনেকে আবার ছোট বাস ভাড়া করেও প্রয়াগরাজে যাচ্ছেন। কারণ ফেব্রুয়ারি মাসে ৩, ১২ ও ২৬ তারিখ শাহি স্নানের ব্যাপারেও প্রচুর মানুষ উৎসাহী। যাঁরা একটু বেশি লোক একসঙ্গে যাচ্ছেন, তাঁরা ছোট বাস ভাড়া করে যাচ্ছেন। ভাড়া প্রায় ৭০-৭৫ হাজার টাকা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যতই সমস্যা থাকুক না কেন, এবারে কুম্ভমেলায় যাওয়া নিয়ে সিদ্ধান্ত বদল করছেন না কেউ।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ডাকছে আকাশ।। বীরপাড়ায় ছবিটি তুলেছেন গয়েরকাটার শুভজিৎ দাম।

ধান কেনা বন্ধ কৃষক বাজারে

ইসলামপুর, ২৯ জানুয়ারি : কয়েকদিন থেকেই বন্ধ রয়েছে ইসলামপুর কৃষক বাজারের সরকারি ধান ক্রয়কেন্দ্র। ফলে অনলাইনে তারিখ নেওয়ার পরও ধান বিক্রি করতে পারছেন না কৃষকরা। ধান বিক্রি করতে এসে বাধ্য হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে কৃষকদের। অনেকে আবার খরচ বাঁচাতে বাধ্য হয়ে ফড়েদের কাছে কম দামে ধান বিক্রি করছেন। সম্প্রতি এনিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন কৃষকরা। তাঁদের অভিযোগ, দালালরা আগেভাগে ধান বিক্রি করে দেওয়ার কারণে প্রকৃত কৃষকরা ধান বিক্রি করতে পারছেন না। পাশাপাশি বিষয়টি নিয়ে প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন তাঁরা।

রোহিমুদ্দিন নামে ধানতলার এক কৃষক বলেন, 'ধান না কিনলে বুকিং কেন করতে দেওয়া হল? দালালরা আগে নম্বর পেয়ে ধান বিক্রি করে দিয়েছে। আর কৃষকরা ধান বিক্রি করতে পারছে না। প্রয়োজনে আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে অভিযোগ জানাব।' অশোককুমার মোদক নামে আরেক কৃষকের কথায়, 'আমার ধান বিক্রির জন্য ৪ ফেব্রুয়ারি তারিখ দেওয়া হয়েছে। আমরা চাই নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী আমাদের ধান কেনা হোক।'

যদিও খাদ্য ও খাদ্য সরবরাহ দপ্তর সূত্রে খবর, প্রথম পর্যায়ে ইসলামপুর ধান ক্রয়কেন্দ্রে ধান কেনার জন্য যে লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছিল তা পূরণ হয়ে গিয়েছে। যার জন্য ২০ জানুয়ারি থেকে ধান কেনা বন্ধ রাখা হয়েছে। দপ্তরের ইসলামপুর মহকুমা আধিকারিক মুশির আহমেদ বলেন, ইসলামপুর ধান ক্রয়কেন্দ্রে মোট ৮ হাজার মেট্রিক টন ধান কেনার টার্গেট দেওয়া হয়েছিল। যা পূরণ হয়ে গিয়েছে। পরবর্তীতে ফের টার্গেট পেলে ধান কেনা হবে।

প্রশ্ন উঠেছে, ২০ জানুয়ারির পর যে কৃষকদের ধান বিক্রির জন্য তারিখ দেওয়া হয়েছিল ধান ক্রয়কেন্দ্র বন্ধের বিষয়টি তাঁদের ফোন করে কেন জানানো হয়নি? তাছাড়া টাকা খরচ করে দূরদূরান্ত থেকে ধান নিয়ে এসে ফিরে যেতে হলে কৃষকরা যে সমস্যায় পড়বেন সেই বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তর কেন ভাবেনি?

নিয়ম অনুযায়ী, ধান বিক্রির জন্য প্রথমে অনলাইনে বুকিং করতে হয়। এরপর কৃষকদের নির্দিষ্ট তারিখ দেওয়া হয়। সেই নির্ধারিত তারিখে কৃষকরা ধান ক্রয়কেন্দ্রে ধান নিয়ে আসেন। ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত কৃষকদের তারিখও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ধান ক্রয়কেন্দ্র বন্ধের বিষয়ে তাঁরা কিছুই জানেন না।

স্কুলে বিক্ষোভ অভিভাবকদের

ছাত্রীকে শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে এলেন শিক্ষক

চোপড়া, ২৯ জানুয়ারি : অভিযুক্ত শিক্ষকের দাবি তিনি নির্দোষ। যাঁকে কেন্দ্র করে বিস্তর অভিযোগ, সেই তরুণীও দাবি করছেন তাঁর সঙ্গে ওই শিক্ষকের কোনও যোগ নেই। কিন্তু প্রাক্তন ছাত্রী ওই তরুণীকে তাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে এসেছেন এক শিক্ষক, এমন অভিযোগকে কেন্দ্র করে বুধবার উত্তেজনা ছড়াল সোনাপুরহাট মহাত্মা গান্ধি হাইস্কুলে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে তা সামাল দিতে দফায় দফায় বৈঠক করতে হয় স্কুল কর্তৃপক্ষকে।

প্রাক্তন ছাত্রীকে তাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে এসেছেন স্কুলের এক শিক্ষক, এমন অভিযোগকে সামনে রেখে বুধবার স্কুলে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবক এবং গ্রামবাসীরা। ওই শিক্ষককে স্কুলেও ঢুকতে দেওয়া হয়নি। পাশাপাশি, ওই শিক্ষককে বহিষ্কারের দাবিতে স্কুল কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি দেন অভিভাবকদের একাংশ। অভিভাবকদের পাশাপাশি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশকে স্কুল চত্বরে দেখা যায়। স্থানীয় তৃণমূল নেতা মহম্মদ হেদায়েতুল্লাহ বলেন, 'মেয়েটির পরিবার থেকে স্কুলে আগেই অভিযোগ করা হয়েছে। ঘটনার কথা চাউর হওয়ায় অভিভাবকরাও উত্তেজিত হয়ে

> ষড়যন্ত্র করে মিথ্যা অভিযোগ আমার ওপর চাপানোর চেষ্টা চলছে। এদিন আমাকে স্কুলে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। এমনকি হেনস্তাও করা হয়েছে।
>
> **অভিযুক্ত শিক্ষক**

উঠেছেন।' এমন পরিস্থিতিতে স্কুল পরিচালন কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন প্রধান শিক্ষক ধ্রুব তেওয়ারি। যা স্বীকার করে নিয়ে তিনি বলেন, 'গত ১৭ জানুয়ারি এক অভিভাবক লিখিতভাবে জানান তাঁর মেয়ের মালদায় বিয়ে হয়। স্কুলের এক শিক্ষক তাঁর মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছেন। এ ব্যাপারে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির বৈঠকের মাধ্যমে ওই শিক্ষকের কাছে অভিযোগ প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হয়। তিনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। তবে স্কুল থেকে অভিযোগ ছোট করে দেখা হচ্ছে না।' পরিচালন কমিটির সভাপতি এলাকায় ফিরলে ফের তাঁর সঙ্গে আলোচনা হবে বলে প্রধান শিক্ষক জানান।

তবে অভিযুক্ত শিক্ষকের দাবি, 'ষড়যন্ত্র করে মিথ্যা অভিযোগ আমার ওপর চাপানোর চেষ্টা চলছে। এদিন আমাকে স্কুলে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। এমনকি হেনস্তাও করা হয়েছে। বিষয়টি পুলিশের নজরে আনা হয়েছে।'

যে প্রাক্তন ছাত্রীকে কেন্দ্র করে এমন অভিযোগ, তিনি বলছেন, 'এ ধরনের অভিযোগ ঠিক নয়। পরিবারের তরফে গত ১০ ডিসেম্বর আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়া হয়। স্বেচ্ছায় শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে এখানে ভাড়াবাড়ি নিয়ে থাকছি। পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই। ওই শিক্ষকের কোনওরকম ভূমিকা নেই। তাঁর বিরুদ্ধে গুজব ছড়ানো হচ্ছে।'

জমি দখল করে নির্মাণ

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ জানুয়ারি : ফেরার মহম্মদ সইদুলের বিরুদ্ধে এবার জমি দখল করে নির্মাণের অভিযোগ উঠল। এনিয়ে বুধবার রাতে ফাঁসিদেওয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পানিট্যাঙ্কির গৌরসিংজোতের বেবি বর্মন এবং চটহাট নিতবাজারের বাসিন্দা মিনারা খাতুন নামে দুই মহিলা ওই অভিযোগ তুলেছেন। তাঁদের দাবি, চটহাট বাঁশগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য বাঁশগাঁও মৌজায় থাকা যে জমিতে সইদুল নির্মাণকাজ করছিল সেটি তাঁদের।

জাল নোট সহ ধৃত এক

ইসলামপুর, ২৯ জানুয়ারি : বুধবার জাল নোট সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম নুর হুদা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ইসলামপুর থানার কালুবস্তি এলাকার এক বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। সেই সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছিল অভিযুক্ত নুর। তাকে আটক করে তল্লাশি চালাতেই তার কাছ থেকে জাল নোট উদ্ধার হয়।

এরপর পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। মোট ১১৩টি ৫০০ টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ইসলামপুর থানার আইসি হীরক বিশ্বাস বলেন, 'জাল নোট সহ একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে তোলা হবে।'

অস্ত্র উদ্ধারে স্পেশাল ড্রাইভ

একের পর এক শুটআউটে উদ্বেগ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গে সম্প্রতি একের পর এক শুটআউটের ঘটনায় উদ্বিগ্ন রাজ্য পুলিশের শীর্ষকর্তারা। এই পরিস্থিতিতে ভবানী ভবনের তরফে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উত্তরবঙ্গের সকল থানা সহ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের কাছে একটি বিশেষ নির্দেশিকা এসে পৌঁছায়। সেই নির্দেশিকায় দুষ্কৃতীদের কাছে থাকা আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের জন্য অবিলম্বে স্পেশাল ড্রাইভের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। তাছাড়া শিলিগুড়ি চিকেন নেক হওয়ায় মেট্রোপলিটান পুলিশকে বাড়তি সর্তকতা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে থানাগুলিকে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর নির্দেশিকা পৌঁছাতেই আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে স্পেশাল ড্রাইভ শুরু করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার রাত থেকেই অভিযান শুরু করে এখনও পর্যন্ত দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও কয়েক রাউন্ড কার্তুজ সহ বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

এর মধ্যে প্রধাননগর থানার পুলিশের খাতায় 'দাগি অপরাধী' হিসেবে পরিচিত ঢাকনিকাটা এলাকার বাসিন্দা খোকন মাহাতো একটি আগ্নেয়াস্ত্র, এক রাউন্ড কার্তুজ সহ গ্রেপ্তার হয়েছে। অন্যদিকে, অভিযান চালিয়ে ভক্তিনগর থানার পুলিশ তারাচাঁদ মাঠ এলাকা থেকে তিনজন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের মধ্যে মহম্মদ মুজাফরের কাছ থেকে

তৎপরতা

- মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের কাছে একটি বিশেষ নির্দেশিকা এসে পৌঁছায়
- সেখানে দুষ্কৃতীদের কাছে থাকা আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে স্পেশাল ড্রাইভের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে
- শিলিগুড়ি চিকেন নেক হওয়ায় মেট্রোপলিটান পুলিশকে বাড়তি সর্তকতা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে
- মঙ্গলবার রাত থেকেই অভিযান শুরু করে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ

আগ্নেয়াস্ত্র সহ একটি কার্তুজ উদ্ধার হয়। মুজাফর কিশনগঞ্জের বাসিন্দা হলেও কয়েকমাস ধরে সে লিম্বুবস্তিতে থাকত। আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের জন্য সে বিহার থেকে এসে শিলিগুড়িতে ঘাঁটি গেড়েছিল বলে অনুমান পুলিশের। ধৃত বাকি দুজনের নাম দীপক পাসোয়ান ও সন্দীপ দেয়ালি। সন্দীপের বাড়ি ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গানগরে। দীপক বিহারের খাগাড়িয়ার বাসিন্দা হলেও কয়েকবছর ধরে প্রধাননগর থানা এলাকার শ্রীলঙ্কা বস্তিতে বসবাস করছে।

ওপরমহলের নির্দেশমতো স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) ও ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টকেও (ডিডি) এব্যাপারে আরও সক্রিয় থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে রাজনৈতিক ও বিশেষ পরিচিত মানুষদের সুরক্ষার বিষয়টিও নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'আমরা স্পেশাল ড্রাইভ চালাচ্ছি। থানা সহ বিভিন্ন বিভাগ সতর্ক ও সক্রিয়তার সঙ্গে কাজ করছে।'

গত এক মাসে উত্তরবঙ্গে একাধিক শুটআউটের ঘটনা ঘটে। এমনকি দুষ্কৃতীদের গুলি থেকে বাদ যাননি পুলিশকর্মীরাও। যা নিয়ে কড়া বার্তা দিতে শোনা গিয়েছে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকে। তার পরেই পাঞ্জিপাড়ায় পুলিশের ওপর গুলি চালানোর ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সাজ্জাক আলমকে এনকাউন্টার করে পুলিশ। তবে এরপরেও মালদায় গত মঙ্গলবার শুটআউটের ঘটনা অস্বস্তিতে ফেলেছে পুলিশ প্রশাসনকে। এই পরিস্থিতিতে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার ও দুষ্কৃতীদের ধরতে অলআউট অভিযানে নামার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশকে।

মা আসছেন

ঠাকুর দেখতে হাজির দুই খুদে। বুধবার ইসলামপুর দুর্গানগর কলোনিতে রাজু দাসের ক্যামেরায়।

সেতু না হলে ভোট 'বয়কট'

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২৯ জানুয়ারি : স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামপুর ব্লকের ডাঙ্গাপাড়ায় দলঞ্চা নদী পারাপারে একমাত্র ভরসা বাঁশের সাঁকো। এলাকার কয়েক হাজার মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়েই রোজদিন এই সাঁকো দিয়ে যাতায়াত করেন। এলাকাবাসীর কথায়, ভোটের আগে একাধিকবার পাকা সেতু তৈরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা পূরণ হয়নি। বুধবার ওই এলাকার মানুষের এই সমস্যা স্বচক্ষে দেখতে ডাঙ্গাপাড়ায় এসেছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। এলাকা পরিদর্শনের পর মন্ত্রী সেতু তৈরির আশ্বাস দিলেও, আশ্বস্ত হতে পারছেন না স্থানীয় মানুষজন।

মন্ত্রীর এদিনের পরিদর্শনের পর স্থানীয়রা কেউ বলছেন, ভোট আসছে বলেই ফের হয়তো ললিপপ দেখানো হচ্ছে। তাছাড়া যাঁরা সেতুর এপ্রোচ রোড তৈরির জন্য জমি দিয়েছেন তাঁরা বলছেন, চলতি বছরের মধ্যে সেতুর কাজ শুরু না হলে তাঁরা জমি ফেরত চাইবেন। কারণ এইসব পরিদর্শন এবং প্রতিশ্রুতির ওপর তাঁদের আর কোনও ভরসা নেই। যদিও গ্রামবাসীদের সামনেই চলতি বছরের এপ্রিল অথবা মে মাসের মধ্যে সেতুর কাজ শুরু করার আশ্বাস দিয়েছেন উদয়ন। তাছাড়া ডাঙ্গাপাড়ায় পাকা সেতুর পাশাপাশি ইসলামপুর শহরের নেতাজি সুভাষ মঞ্চ (পাবলিক হল) তৈরিরও আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী।

পরিদর্শনের পর মন্ত্রী বলেন, 'আগে কী হয়েছে না হয়েছে আমি জানি না। তবে এবার আমাদের যা পরিকল্পনা রয়েছে তাতে এপ্রিল-মে মাসে কাজটি শুরু করতে পারব বলে মনে করছি।'

যদিও মন্ত্রী ফিরে যাওয়ার পর সাইফুদ্দিন নামে এক বাসিন্দা বললেন, 'মন্ত্রীর আশ্বাসের পরও কোনও ভরসা পাচ্ছি না।' আরেক বাসিন্দা জাহিদুল ইসলামের কথায়, 'সামনেই বিধানসভা ভোট। তার আগে ফের হয়তো শুধু পরিদর্শন করে ললিপপ দেওয়া হচ্ছে। তবে এবার কাজ না হলে আমরা ভোট বয়কট করব।'

এলাকাবাসীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, বর্ষার সময় নদীর জল বাড়লে পারাপারের বাঁশের সাঁকোটিও ভেঙে যায়। সেইসময় তাঁদের কখনও প্রায় ১৫ কিলোমিটার ঘুরে মাটিকুন্ডা হয়ে, আবার কখনও ৩০ কিলোমিটার ঘুরে দাড়িভিট হয়ে ইসলামপুরে যাতায়াত করতে হয়। যেখানে এই সেতু দিয়ে যাতায়াত করলে মাত্র ৮ কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে সহজেই তাঁরা ইসলামপুরে পৌঁছে যেতে পারেন। একই সমস্যার কারণে বর্ষাকালে বাচ্চাদের স্কুল যাওয়াও বন্ধ হয়ে যায় বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

এলাকার এই সমস্যা দূর করতে সেতু তৈরিতে অ্যাপ্রোচ রোডের জন্য এক একর জমি সরকারকে দিয়েছিলেন কয়েকজন। এবার তাঁরাও জানিয়েছেন, অবিলম্বে সেতু তৈরি না হলে তাঁরা জমি ফেরত নেবেন।

ঝুঁকি নিয়ে দলঞ্চা নদী পারাপার করছেন এলাকাবাসী।

নজর দেয়নি গ্রাম পঞ্চায়েত

চাঁদা তুলে রাস্তা সংস্কার গ্রামবাসীর

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি : দীর্ঘদিন ধরে শ্মশানে যাওয়ার রাস্তা বেহাল। জনপ্রতিনিধি থেকে প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। অবশেষে বাসিন্দাদের দেওয়া চাঁদায় সংস্কার হল রাস্তা। জনপ্রতিনিধিদের বাইরে রেখে বুধবার মৌনী অমাবস্যায় রাস্তা উদ্বোধন করলেন বাসিন্দারাই। রাস্তা তৈরিতে চাঁদার পরিমাণ প্রায় দুই লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে রাস্তা তৈরি হলেও ফুলবাড়ি বাজার এলাকার বাসিন্দা রবি রায়কে কৃতিত্ব দিচ্ছেন বাসিন্দারা। তবে রবি বলছেন, 'দুই-আড়াই বছর থেকে রাস্তাটা বেহাল অবস্থায় রয়েছে। নেতা ও প্রশাসনের লোকেদের বারবার জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। স্থানীয়দের কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম। সকলের চাঁদাতেই রাস্তার সংস্কার হয়েছে।'

নিজেদের উদ্যোগে তৈরি রাস্তার উদ্বোধন অনুষ্ঠানটিও নিজেদের মতো করে সাজিয়েছিলেন ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের জুগিভিটার বাসিন্দারা। কাপড়ের গেট তৈরি, ফুল দিয়ে সাজানো, বাদ যায়নি কিছুই। রীতিমতো ফিতে কেটে রাস্তার উদ্বোধন করা হয়। শ্মশান চত্বরে থাকা মা কালীর মন্দিরে পুজোও দেন স্থানীয়রা। কিন্তু হঠাৎ রবি কেন উদ্যোগ নিলেন? স্থানীয়দের বক্তব্য, দেড় দশক আগে তৈরি হওয়া শ্মশানটি প্রথম থেকেই দেখভাল করেন রবি। পাশাপাশি দেহ সৎকারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন পেশায় গাড়ির চালক রবি। অবশ্য এজন্য সরকারের থেকে কোনও ভাতা পান না। মাসখানেক আগে রবির এক আত্মীয়ের মৃত্যু হলে এখানে দাহ করতে নিয়ে আসা হয়। সেই সময়ই উপস্থিত জনতার কাছে রাস্তাটির জন্য অর্থ সাহায্য চান রবি। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে স্থানীয় বিজয় আগরওয়াল, সেন্টু পাল, শুকু বাড়ইয়ের মতো অনেকেই সাহায্য করেন। বিজয় বলেন, 'এখানে দেহ সৎকারের পাশাপাশি ছটপুজোতেও অনেকে অংশগ্রহণ করে থাকেন। দীর্ঘদিন থেকে বাসিন্দারা অসুবিধায় পড়ছিলেন। সরকারি সাহায্যে আলো ও বসার জায়গার ব্যবস্থা করা গেলে ভালো।'

ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের জুগিভিটায় শ্মশানের রাস্তার উদ্বোধন।

> দুই-আড়াই বছর থেকে রাস্তাটা বেহাল অবস্থায় রয়েছে। নেতা ও প্রশাসনের লোকেদের বারবার জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। স্থানীয়দের কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম। সকলের চাঁদাতেই রাস্তার সংস্কার হয়েছে।
>
> **রবি রায়**
> *গ্রামবাসী*

তবে রাস্তা তৈরি এবং উদ্বোধন সম্পর্কে তাঁর কিছু জানা নেই বলে দাবি স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মুকুল মহম্মদের। তিনি বলেন, 'রাস্তাটি সংস্কার করার দাবি জানিয়েছিল অনেকে, কিন্তু জমিজট সহ বিভিন্ন সমস্যা থাকায় করা যায়নি। রাস্তার উদ্বোধন সম্পর্কে কিছু জানা নেই।' উদ্বোধনের বিষয়টি তাঁর জানা আছে স্বীকার করে নিয়ে প্রধান রফিকুল ইসলাম বলছেন, 'রাস্তা সংস্কারের বিষয়ে কেউ লিখিতভাবে জানায়নি। কয়েকদিন আগে একজন মৌখিকভাবে জানিয়েছিলেন। সেই মতো প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল।'

স্মারকলিপি

বাগডোগরা, ২৯ জানুয়ারি : মাটিগাড়া ব্লকে জমির অবৈধ কারবার নিয়ে সরব হল সিপিএমের মাটিগাড়া এরিয়া কমিটি। বিষয়টি নিয়ে দলের তরফে বুধবার শিবমন্দির এলাকায় একটি প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। পরে মাটিগাড়ার বিএলএলআরওকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

দলের এরিয়া কমিটির সম্পাদক অসিত নন্দী বলেন, 'পাথরঘাটার পাঁচকেলগুড়ি মৌজায় দীর্ঘদিন ধরে ২০-২২টি পরিবার বসবাস করছে। তাদের বৈধ পাট্টা রয়েছে। অথচ এক ব্যক্তি সেখানে গিয়ে তাদের উচ্ছেদের হুমকি দিচ্ছে। বিএলএলআরও দপ্তর থেকে সেখানে গিয়ে জমির সার্ভে করে বিষয়টির সুরাহা দাবি করা হয়েছে।' সিপিএমের তরফে এও অভিযোগ করা হয়, বিশেষভাবে সক্ষম এক মহিলার বহু পুরানো জমির পাট্টা থাকলেও, তাঁর নাম কেটে অন্যের নামে পাট্টা করা হয়েছে। আঠারোখাইয়ের শিসাবাড়িতে ৬৬ বিঘা সরকারি জমি রয়েছে। সেখানেও বেশ কিছুটা জমি বেদখল হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে সেখানে কত জমি রয়েছে তার সার্ভে করে চিহ্নিত করার দাবি জানায় সিপিএম।

পরিদর্শন

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ জানুয়ারি : ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় ডিভাইডার কেটে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। সেই খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। বুধবার স্থানীয় ধামনাগছ এবং গুয়াবাড়ি সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করেন জাতীয় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা সংস্থা, এমভিআইয়ের আধিকারিক, ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস, ট্রাফিক ইনস্পেকটর (গ্রামীণ) পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় সহ অন্যরা। বিষয়টি নিয়ে ফাঁসিদেওয়ার বিডিওর বক্তব্য, 'জাতীয় সড়ক অবৈধভাবে কেটে দেওয়ার খবর পেয়েই এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে।' তবে ডিভাইডার কবে থেকে সংস্কার করা হবে সে বিষয়ে কেউ কোনও মন্তব্য করেননি।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৫১ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৬ মাঘ ১৪৩১

মর্মান্তিক মহাকুম্ভ

কলঙ্ক এড়াতে পারল না প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভমেলা। মৌনী অমাবস্যায় অমৃতস্নান করতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১০ জন পুণ্যার্থীর। আহত হয়েছেন আরও অনেকে। যেমন ভিড় সেখানে ছিল, তাতে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ত্রিবেণি সংগমে মৌনী অমাবস্যায় শাহি স্নানে বিপুল সংখ্যায় তীর্থযাত্রী আসা স্বাভাবিক। যা মেলার আয়োজক এবং প্রশাসনের অজানা ছিল না। তারপরও ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার দায় যোগী সরকার এড়াতে পারে না।

দুর্ঘটনার নেপথ্যে প্রশাসন ও মেলার আয়োজকদের চূড়ান্ত গাফিলতি এবং কর্তব্যে অবহেলা স্পষ্ট। কিছুদিন আগে মেলা প্রাঙ্গণে আগুন লেগে গিয়েছিল। সে যাত্রায় পুলিশ, দমকল এবং উদ্ধারকারী দল আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছিল। তারপরও যে সেই ভুল থেকে প্রশাসন এবং মেলার আয়োজকরা শিক্ষা নেয়নি, সেটা এতগুলি মানুষের পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ দুঃখপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু এতে কোনও সন্দেহ নেই যে হুড়োহুড়ির জেরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর দায় তাঁর প্রশাসনেরই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই দুর্ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে ফোন করে পরিস্থিতির খোঁজ নিচ্ছেন। যোগী দাবি করেছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কিন্তু যাঁরা এই দুর্ঘটনার বলি হলেন, তাঁদের পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে এই দাবি নিতান্তই ঠুনকো।

যোগী জানিয়েছেন, মহাকুম্ভে বর্তমানে ৮ থেকে ৯ কোটি পুণ্যার্থী রয়েছেন। মৌনী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে প্রায় ৬ কোটি তীর্থযাত্রী এসেছেন। এমন বিপুল জনসমাগমে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় মহাকুম্ভের নিরাপত্তা সংক্রান্ত যাবতীয় দাবি বেআব্রু হয়ে গেল। বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছে, মহাকুম্ভে ভিভিআইপিদের অতিরিক্ত খাতিরযত্ন করতে গিয়ে সাধারণ পুণ্যার্থীদের সুরক্ষাকে শিকেয় তুলে দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি মহাকুম্ভে স্নান করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। যোগী ও তাঁর রাজ্যের অন্য মন্ত্রীদের মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু প্রচার যত, তত সুরক্ষার বন্দোবস্ত ছিল না বলে উত্তরপ্রদেশ সরকারের দিকে ব্যর্থতার আঙুল তুলেছে বিরোধীরা। রাহুল গান্ধি বলেছেন, ভিআইপি সংস্কৃতিতে লাগাম টেনে সরকারের উচিত, সাধারণ পুণ্যার্থীদের জন্য আরও উন্নত বন্দোবস্ত করা।

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ ধরনের বিপুল জনসমাগমে যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন হয়, সেটা রাজ্য সরকার গঙ্গাসাগরমেলায় দেখিয়েছে বলে দাবি করেন। যোগী সরকার যে অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেয়নি, সেই কথাটি তিনি ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব আরও চাঁছাছোলা ভাষায় বলেছেন, যাঁরা মহাকুম্ভে বিশ্বমানের আয়োজন করেছেন বলে প্রচার করছিলেন, তাঁদের উচিত অবিলম্বে পদত্যাগ করা।

প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে যোগী আদিত্যনাথ, সকলেই ইতিহাসে নিজেদের নাম খোদাই করে মরিয়া বলে প্রচারের অলিখিত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। কখনও করোনা টিকাকরণের সার্টিফিকেটে প্রধানমন্ত্রীর ছবি বসানো হয়, কখনও মহাকুম্ভমেলার আয়োজন ঘিরে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর ঢাক পেটানো হয়। কিন্তু এই সমস্ত প্রচারের গুঁতোয় সাধারণ মানুষের প্রাণ যে ওষ্ঠাগত, সেটা আবার প্রমাণ হল।

এখন আবার মহাকুম্ভের দুর্ঘটনা নিতান্ত মামুলি ব্যাপার বলে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে। মৃত্যুর সংখ্যা ও ভয়াবহতা নিয়ে অদ্ভুতরকম ধোঁয়াশা রাখা হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, বিরোধী শাসিত কোনও রাজ্যে এ ধরনের ঘটনা ঘটত, তাহলে কি নীরবতা একইরকম থাকত? না পদ্ম ব্রিগেডের আইটি সেল গল্পের গোরু গাছে তুলত?

মহাকুম্ভের মতো পবিত্র স্থানে কোটি কোটি পুণ্যার্থীর ভিড় সামলানোর মতো পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা যে যোগী সরকারের নেই, সেটা কিছু প্রাণের বিনিময়ে মানুষ টের পেল। এরপরও যোগী সরকার শিক্ষা না নিলে ধরে নিতে হবে মানুষের জীবনের দাম তাদের কাছে নেই।

অমৃতধারা

তাঁকে নবরূপে দেখতে পারলে তবে তো ভক্তেরা ভালোবাসতে পারবে। পূর্ণ ও অংশ, - যেমন অগ্নি ও তার স্ফুলিঙ্গ। অবতার ভক্তের জন্য, জ্ঞানীর জন্য নয়। ঈশ্বর অনন্ত হউন, আর যত বড়ই হউন, তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সারবস্তু মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে। প্রেম, ভক্তি শেখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন। অবতারকে দেখা যা, ঈশ্বরকে দেখাও তাই। যদি গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে কেউ বলে- গঙ্গা দর্শন স্পর্শন করে এলাম, তা হলেই হলো। সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ছুঁতে হয় না। সরল না হলে চট করে ঈশ্বরে বিশ্বাস হয় না।

–শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

'মহান আমেরিকা'ই সমস্যা ট্রাম্পের

ডোনাল্ড ট্রাম্প 'প্রথমে আমেরিকা' নীতি নিয়ে চললে কি দুনিয়াকে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব? তা কতটা মানবে বাকি বিশ্ব?

অতনু বিশ্বাস

এই অক্টোবরে আমেরিকার প্রধানতম ডিকশনারি মেরিয়ম-ওয়েবস্টার একটি নতুন শব্দ ঢুকিয়েছে তাদের অভিধানে। MAGA, 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন'-এর শব্দগুলির আদ্যক্ষর নিয়ে সংক্ষেপিত রূপ। আমেরিকাকে পুনরায় মহান করবার এই ঘোষিত নীতি নিয়ে নির্বাচনে প্রচার করেছেন ট্রাম্প, আপাতদৃষ্টিতে প্রেসিডেন্ট হয়েও এই লক্ষ্যেই ছুটছেন তিনি। এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পই আমেরিকার মাগা-স্টার, এবং মেগাস্টার। অবশ্যই তাঁর নিজস্ব স্টাইলে। তাই ট্রাম্পের অভিধানে 'গ্রেটনেস' বা 'মহত্ব' বস্তুটা ঠিক কীরকম সেটা একটা আকর্ষণীয় চর্চার বিষয় নিশ্চয়ই।

বাস্তবে কোনও দেশ দুনিয়ার নেতৃত্ব অর্জন করতে পারে যদি তার অর্থনীতি হয় দুনিয়ার মধ্যে বৃহত্তম বা তার কাছাকাছি, মিলিটারি হয় সবচাইতে শক্তিশালী বা যথেষ্ট শক্তিশালী, আর আধুনিকতম প্রযুক্তিতে সে দেশ অনেকখানি এগিয়ে থাকে অন্যদের পিছনে ফেলে। কিন্তু তাতে শ্রেষ্ঠ হওয়া গেলেও সেটাই সবটুকু নয়। নেতা হতে সঙ্গে অন্য কিছু লাগে। এসবের বাইরে বিশ্বনেতাকে নিজেদের তাৎক্ষণিক স্বার্থ পাশে সরিয়ে রেখে দুনিয়ার দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থের কথাও ভাবতে হয় বৈকি। ১৯৪৫-এর পর থেকে আমেরিকার কাজকর্ম কিন্তু অনেকটাই এই নেতৃত্ব দেওয়ার উপযোগী ছাঁচে পড়েছে। ন্যাটো-কে সমর্থন জোগানো, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক স্থাপনা, অন্যদের অর্থসাহায্য ইত্যাদি। উদাহরণ অনেক। এসবই কিন্তু একটু একটু করে আমেরিকাকে করে তুলেছে দুনিয়ার এক অপরিহার্য দেশ।

ঐতিহাসিকভাবেই আমেরিকার বিভিন্ন রিপাবলিকান প্রশাসন কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন সংস্থার জন্য বরাদ্দ টাকা ছাঁটার চেষ্টা করেছে। যেমন, শান্তি-রক্ষক বাহিনী, মানবাধিকার বা উদ্বাস্তু-সংক্রান্ত সংস্থার অনুদান। এসবের ওপরে ট্রাম্প তো আবার দুঁদে ব্যবসায়ী। এবং বোধকরি তাঁর প্রথম ও প্রধানতম পরিচয় তিনি ব্যবসায়ী। তাই অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়গুলি তিনি কিঞ্চিৎ ভালোই বোঝেন। এই যে 'প্রথমে আমেরিকা' নীতি, সেনিয়ে তাঁর প্রথম দফার শাসনকালেও বিস্তর তোড়জোড় দেখিয়েছেন ট্রাম্প। আর সে পথেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর সহযোগিতার স্পিরিট ধাক্কা খেয়েছে বারবার। ওভাল অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্রাম্পের পূর্বসূরিরা দীর্ঘদিন ধরে যেসব আন্তর্জাতিক চুক্তি আর প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করেছেন, প্রথম দফার শাসনকালে তার অনেক কিছুতে হয় টাকার জোগান বন্ধ করেছেন বা সরে গিয়েছেন ট্রাম্প। দ্বিতীয় দফার প্রেসিডেন্সিতে সেই তোড়জোড়টা যেন আরও বেশি। তাঁর কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ, আত্মবিশ্বাস যেন অনেক বেশি। তাঁর পদক্ষেপগুলি যেন দ্রুত, স্পষ্ট, চাঁচাছোলা। এতটাই যে, আমেরিকার সহযোগী দেশগুলিও বোধকরি ভরসা করতে পারছে না ট্রাম্পকে। তারা বোধহয় নতুন সহযোগী খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

যেমন, কানাডাকে আমেরিকার অংশ করতে চাইছেন ট্রাম্প। ডেনমার্কের মতো সহযোগী দেশ যারা ন্যাটো-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, তাদেরও হুমকি দিচ্ছেন গ্রিনল্যান্ড কেনার জন্য। এমনিতে ন্যাটোর বিস্তর ক্ষতি করছেন ট্রাম্প, বারবার প্রশ্ন তুলছেন সদস্য দেশরা যদি তাদের টাকাপয়সা না মেটায় তাহলে আমেরিকার পক্ষে তাদের পাশে দাঁড়ানো উচিত কি না সে নিয়ে।

বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানিকৃত দ্রব্যসামগ্রীর ওপর চড়া হারে শুল্ক চাপাচ্ছেন ট্রাম্প। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে শুল্ক-সংক্রান্ত চুক্তিটুক্তির বড় একটা ধার ধারছেন না তিনি। অবশ্য এইসব চুক্তিকে কবেই বা দাম দিয়েছেন তিনি! এসবের ফলে অবশ্য আমেরিকার সরকারি কোষাগারে আয়ের পরিমাণ বাড়বে, সঙ্গে বিস্তৃত হবে 'মেক ইন আমেরিকা' গোছের একটা বিষয়। কিন্তু সেইসঙ্গে বিভিন্ন দেশের রপ্তানিতে টান পড়বে, তাদের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে প্রবলভাবে। আসলে অর্থনীতিই ট্রাম্পের মূল চালিকাশক্তি, নিঃসন্দেহে। সেটাই তাঁর অস্ত্র। আত্মরক্ষার অস্ত্র, আক্রমণের অস্ত্র। তিনি স্লোগান তুলেছেন, 'ড্রিল, বেবি, ড্রিল'। আমেরিকার মাটির নীচে সঞ্চিত প্রচুর পরিমাণে তেল তুলে এনে নিজেদের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে মরিয়া তিনি। তাতে পরিবেশের কী হবে সে চিন্তা তাঁর নেই। পরিবেশ রক্ষার জন্য জীবাশ্ম-জ্বালানির ব্যবহারে লাগাম পরানোর যে প্রচেষ্টা চলেছে দুনিয়াজুড়ে এ একেবারে তার বিপরীত পথ, যা দুনিয়ার নেতৃত্ব দিতে আগ্রহী দেশের পক্ষে বোধকরি ঠিক মানানসই নয়।

এবারে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়ে প্রথম দিনই একগুচ্ছ সাংঘাতিক সাংঘাতিক 'এগজিকিউটিভ অর্ডার'-এ সই করেছেন ট্রাম্প। তার মধ্যে একটায় আমেরিকার বিদেশি সাহায্য সাময়িকভাবে থামিয়ে রাখা হয়েছে ৯০ দিনের জন্য। এই সময়কালে ট্রাম্প প্রশাসন পর্যালোচনা করে দেখবে যে, এগুলো ট্রাম্পের নীতির উদ্দেশ্যের সঙ্গে মানানসই কি না। এই সহায়তার টাকা খরচ করা হয় পৃথিবীর ২০৪টি দেশ এবং অঞ্চলে গণতন্ত্র রক্ষা, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয় এবং দুর্যোগ প্রতিরোধে। আসলে ট্রাম্প ক্যাবিনেটের সেক্রেটারি অফ স্টেট মার্কো রুবিও যেমন বলেছেন, ট্রাম্প প্রশাসন যেসব নীতি নেবে, যে সমস্ত প্রোগ্রামে টাকা খরচ করবে, দেখা হবে তার প্রতিটা ডলার আমেরিকাকে আরও নিরাপদ, আরও শক্তিশালী, আরও সম্পদশালী করে তুলছে কি না।

কিন্তু 'প্রথমে আমেরিকা' নীতি নিয়ে চললে কি দুনিয়াকে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব? সেই নেতৃত্ব কতটা মানবে বাকি দুনিয়া। ট্রাম্পের 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন' স্লোগানের মধ্যে স্পষ্টতই সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলার সুর নেই। রয়েছে বিচ্ছিন্নভাবে প্রথম হয়ে ওঠার অভীপ্সা। বাণিজ্যিক অভিব্যক্তিতে ভরা। এর জাতীয়তাবাদী সুর ধরে ফেলে বাকি দুনিয়া।

ট্রাম্পের শাসনের প্রথম দফায় প্যারিস পরিবেশ চুক্তি থেকে বের হয়ে গিয়েছিল আমেরিকা। জো বাইডেন আমেরিকাকে ফিরিয়ে এনেছিলেন বৈশ্বিক এই পরিবেশ রক্ষা-সংক্রান্ত চুক্তিতে। দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হয়ে প্রথম দিনই ট্রাম্প আবার বেরিয়ে গেলেন প্যারিস চুক্তি থেকে। দুনিয়ার ক্রমবর্ধমান উষ্ণায়নের প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত আমেরিকার পক্ষে আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী হতে পারে বৈকি, কিন্তু দুনিয়ার নেতৃত্ব দেওয়ার উপযোগী কাজ নয়। এবং শূন্যস্থান তো শূন্য থাকে না, তা ভরাট হয়ে যায় কোনও না কোনওভাবে। চিন যেমন এগিয়ে এসেছে পরিবেশ নিয়ে নেতৃত্ব দিতে।

ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বা 'হু' থেকেও নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে আমেরিকা। এক অতিমারির পরে, এবং বিভিন্ন ধরনের মহামারির হাতছানির মধ্যেও। ট্রাম্পের অভিষেকের দিনকয়েক আগে 'সায়েন্স' ম্যাগাজিনের এক আর্টিকলে পর্যালোচনা করা হয়েছে, ট্রাম্প আমেরিকাকে 'হু' থেকে সরিয়ে নিলে দুনিয়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আমেরিকার স্থান ঠিক কোথায় দাঁড়াবে। আর্টিকলটি লিখছে যে, পৃথিবীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থায়, ভ্যাকসিন নিয়ন্ত্রণে, তামাকজাত দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণে আমেরিকার প্রভাব কমবে। 'হু'-র ক্ষেত্রে ট্রাম্পের অভিযোগ, চিন তার দখল নিচ্ছে। কিন্তু অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করছেন, সেক্ষেত্রে আমেরিকার এই সরে যাওয়াটা 'হু'-তে চিনের দখলদারিকে সিলমোহর দেবে মাত্র।

আসলে নেতৃত্ব অর্জন করাটা সহজ নয় একেবারেই। আমেরিকার ক্ষেত্রে দুনিয়ার নেতৃত্বস্থানীয় হয়ে ওঠার বিষয়টা এসেছিল বহুদিন ধরে তাদের নেতাদের কঠিন প্রচেষ্টার ফলে। নেতৃত্ব হারানোটা কিন্তু অতটা কঠিন বিষয় নয়। সেটা হতে পারে দ্রুত। সহযোগিতার পরিবর্তে অন্যান্য দেশকে খাটো করার মানসিকতা, তাদের সমস্যায় ফেলার কার্যকলাপ, এবং তাৎক্ষণিক লক্ষ্যের দিকে- বিশেষ করে অর্থনৈতিক বিষয়ে নজর দেওয়ার ফলশ্রুতিতে অতি দ্রুত হতে পারে বৈশ্বিক নেতৃত্ব থেকে পতন। সাত দশকেরও বেশি ধরে আমেরিকা নিঃসন্দেহে সমর্থন করেছে নিয়মভিত্তিক অনুশাসনকে, কিছুটা হলেও তারা কাজ করেছে দুনিয়ার পুলিশবাহিনী এবং নৈতিক সুরক্ষাবাহিনী হিসাবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে পরিস্থিতি পালটাচ্ছে মাগা-স্টার ট্রাম্পের আমলে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'প্রথমে আমেরিকা' নীতি এবং তাঁর বেনিয়া প্রকাশভঙ্গির ফলে, আমেরিকা হারাবে নেতা হিসেবে অন্য দেশগুলির কাছ থেকে পাওনা শ্রদ্ধাটুকুও। ট্রাম্পের আমেরিকা যে মহত্বর দিকে ছুটে চলেছে, তার অবশ্যম্ভাবী ফল একটাই। আমেরিকার কাছে ট্রাম্পের এটাই অন্যতম লেগ্যাসি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে।

(লেখক কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক)

আজ

১৯৪৮

মহাত্মা গান্ধির জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯৩০

ফুটবলার বদ্রু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

সৌন্দর্যের জন্য নেটপাড়ার আকর্ষণ কুম্ভমেলার শ্যামলা মোনালিসা। একসময়ে অনু আগরওয়াল, কাজল, বিপাশা বসু, রানি মুখোপাধ্যায় এমনকি দীপিকা পাড়ুকোনকে মানুষ যেমন ভালোবেসেছে, তেমন কি এই প্রজন্ম হচ্ছে? মোনালিসাকে বড্ড হেনস্তা করা হচ্ছে।

- কঙ্গনা রানাউত

ভাইরাল/১

এক চিনা সংস্থা কর্মীদের বোনাস বাবদ ৭০ কোটি টাকা টেবিলে ছড়িয়ে রাখে। প্রস্তাব দেয় ১৫ মিনিটের মধ্যে যে যত টাকা গুনতে পারবেন সেটা তাঁর। তড়িঘড়ি টাকা গোনার ভিডিও ভাইরাল। একজন ১২ লক্ষ টাকা গুনতে পেরেছেন।

ভাইরাল/২

মহাকুম্ভে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল ৯২ বছরের মায়ের। সেই ইচ্ছে পূরণ করতে মাকে হাতে টানা গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ছেলে। উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরের ভিডিওটি দেখে মুগ্ধ নেটিজেনরা।

জনমন
জনমত

চালকদের হেনস্তা করার সুযোগ ছাড়ে না পুলিশ

২২ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'পুলিশ তোমার নথি কই' শীর্ষক খবর পড়ে অবাক হলাম। যদিও এই ধরনের খবর আগেও দেখেছি। বারবার এমনটা কেন হবে এবং ভুলের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা কেন নেওয়া হবে না?

এমনিতে আজকাল এক নতুন কায়দা হয়েছে। তথাকথিত দোষী চালককে কিছু না বলে সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপ মারফত ফাইনের নোটিশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যেখানে পনেরো দিনের মধ্যে অনলাইনে টাকা জমা দেওয়ার কথা বলা থাকে। অভিজ্ঞতায় দেখেছি, যারা মোবাইলে তেমন সড়োগড়ো নয়, তাদের পক্ষে অনলাইনে টাকা জমা দেওয়া বেশ কঠিন হয়ে যায়। আবার এমনও হয়েছে, নো পার্কিং বোর্ড না লাগানো সত্ত্বেও কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে ফাইনের নোটিশ পাঠিয়ে দেয়।

অনেক ক্ষেত্রে গাড়িচালকের হয়তো ভুল থাকে এবং সেক্ষেত্রে ফাইন অযৌক্তিক নয়। কিন্তু তাই বলে সামান্য ভুলে কোনও বোধ বিবেচনা থাকবে না? পার্কিং জোন না লেখা থাকলে ফাইন কেন হবে?

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, দয়া করে একটু নজরদারি বাড়ান যাতে পুলিশের হাতে গাড়িচালকদের অযথা হয়রান হতে না হয়। সেইসঙ্গে পুলিশের কোনও গাড়ির কাগজপত্র না থাকলে সেই বিষয়টিও যেন দেখা হয় এবং যে দায়ী তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

সজলকুমার গুহ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

ফালাকাটার বিপদ

ফালাকাটা আজ ডুয়ার্সের অন্যতম একটি ব্যস্ত জনপদ। শহরের বুক চিরে তৈরি হওয়া পিচের রাস্তাটি দিয়ে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী ছাড়াও নিত্যযাত্রীদের ভিড় লেগেই থাকে। এহেন রাস্তাটি পাশের শহর ধূপগুড়ির মতো চওড়া হলেও, ওয়ানওয়ে করে তৈরি না হওয়াতে যানবাহনের তীব্র গতিবেগের দরুণ রাস্তা পার করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বড় রাস্তার দু'পাশের সার্ভিস রোডে টোটোর যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করার মতো যথেষ্ট সংখ্যায় ট্রাফিক পুলিশের ব্যবস্থা না থাকায় পথচারীদের নিরাপদে হাঁটার সুযোগ নেই। সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের অফিস এবং এলআইসি অফিসের সামনের রাস্তায় পারাপার করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি শহরের একটি নামী স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক রাস্তা পার হতে গিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার হন। এছাড়া ছোটখাটো দুর্ঘটনা তো লেগেই আছে। অবিলম্বে উপযুক্ত সংখ্যক ট্রাফিক লাইট, ট্রাফিক গার্ড, ট্রাফিক মোড়ে জেব্রা ক্রসিংয়ের ব্যবস্থা করে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কম করার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাই।

সত্যজিৎ চক্রবর্তী, বিবেকানন্দপাড়া, ধূপগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সুখের সন্ধানে হারিয়ে যাওয়ার অসুখ

অধিকাংশ ক্ষেত্রে যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুক। ইদানীং অনেকে অচেনা কারও সঙ্গে পালিয়ে যায় পরিবার ছেড়ে।

প্রাণগোপাল সাহা

প্রতিটি শহরে দু'চারজন ভবঘুরে দেখা যায়। এঁরা কোথা থেকে আসেন? কোথায় থাকেন? আবার কিছুদিন পর কোথায় চলে যান, এই নিয়ে ভাবার অবকাশ ব্যস্ততার শহরবাসীর থাকে না। অধিকাংশ ভবঘুরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে আপন মনে ঘুরে বেড়ান। মাঝেমধ্যে কিছু সহৃদয় ব্যক্তির উদ্যোগে কেউ কেউ আপন ঘর ফিরে পেলেও অধিকাংশ ভবঘুরে উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরে বেড়ান দিনের পর দিন।

না, এঁরা কোনও সুখের সন্ধানে ঘর ছাড়েননি। দু'একজনের ভিন্ন কারণ থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু যাঁরা সুখের আশায় কিংবা আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য ঘর ছাড়েন বা পরিবারের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে ঘর ছাড়েন, আদৌ কি তাঁরা আধ্যাত্মিক সাধনায় সফল হন, কিংবা দুঃখ-কষ্ট লাঘব করে সুখের সন্ধান পান? মাঝেমধ্যেই দেখা যায়, কম বয়সি ছেলেমেয়ে কোনও অলীক কল্পনায় ঘর ছেড়ে বিপদের সম্মুখীন হয়ে শেষে নিজের ঘরেই ফিরতে বাধ্য হয়। আবার পরকীয়ায় জড়িয়ে নিজের ছেলেমেয়ে ফেলে রেখে মা বা বাবা সদ্য চেনা লোকের সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুক। কয়েক বছরের মধ্যে আমার দেখা এমন বেশ কয়েকজন অন্য সুখের সন্ধানে ঘর ছেড়েছেন। এঁদের অধিকাংশই সামাজিকভাবে বিবাহ করেননি। অনেকের সন্তান রয়েছে। তাদের ফেলেই চলে যান বাবা-মা।

উইলিয়াম হেডস বলেছিলেন, 'পরিপূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে কুঁড়ে ঘরে থাকাও ভালো, অতৃপ্তি নিয়ে অট্টালিকায় থাকায় কোনও সার্থকতা নেই।' সমরেশ বসু বলেছেন, 'মানুষের মনের সবচেয়ে বড় শত্রু সংশয়, অবিশ্বাস, আর সন্দেহ।'

দাম্পত্য জীবনে বিশ্বাস যদি একবার ভেঙে যায়, সন্দেহ নামক রোগ একবার মনের মধ্যে বাসা বাঁধে, চাওয়া-পাওয়া যদি ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়, সুখের সংসার নিমেষে ধ্বংস হয়ে যায়।

ক'দিন আগে এক সাহিত্য আসরে প্রেমের ভিন্ন রূপের বর্ণনা করছিলেন একজন সাহিত্যিক। এক ব্যক্তি মদ্যপ অবস্থায় চেলা কাঠ দিয়ে তাঁর স্ত্রীকে মারছিলেন। পরক্ষণেই তিনি দেখেন, স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে হাসিমুখে বাজারে যাচ্ছেন। সাহিত্যিক পরে একদিন মহিলাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনার স্বামী অমন করে মারার পরেও দেখলাম, দুজনে হাসিমুখে বাজারে গেলেন। আপনার অভিমান হয় না? উত্তর এসেছিল, 'হয় বাবু, রাগ হয়, অভিমান হয়। কিন্তু কী করব বলেন? কোথায় যাব? নেশা করলে একটু-আধটু মারধর করে, নেশা কেটে গেলে ওর মতো ভালোমানুষ আর হয় না। গরিবের সংসারে অভাব অনটন লেগেই আছে, এভাবেই আমরা বেঁচে আছি।'

আমরা তো দেখি, গ্রামবাংলার মানুষ কতটা অভাব অনটনের মধ্যেও সংসারকে ভালোবেসে, ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে হাজার কষ্টের মধ্যেও ঘর ছাড়ার কথা ভাবতে পারেন না। পরকীয়া কী, তাঁরা হয়তো সেটা জানেনই না।

তার মধ্যেও কিছু মানুষ ঘর ছাড়েন। কেউ আধ্যাত্মিক সাধনা করতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, কেউ উচ্চ লালসায় মত্ত হয়ে, কেউ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ঘর ছাড়েন। শেষ পরিণতি কখনও সুখের হয়, কখনও হয় না, তা ঘর ছাড়া কিছু মানুষকে দেখে বোঝা যায়।

(লেখক সাহিত্যিক। গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৫২

পাশাপাশি : ১। লজ্জা, ব্রীড়া ৩। জন্মগত, স্বভাবের সঙ্গে যুক্ত, পরিবর্তন অথবা সংশোধন ৪। ঘণ্টার ভেতরের ঝোলা অংশ, ঘুন্টি, আলজিভ ৫। মেঘে আচ্ছন্ন ও সেই কারণে অন্ধকার ৭। তাঁতবোনার যন্ত্র, মাকু ১০। কখনও, কোনও সময়ে, কদাপি ১২। বেশি পরিমাণে ক্ষরিত হওয়ার ভাবসূচক ১৪। বলিহার, শাবাশ, চমৎকার ১৫। বিষ্ণু ও শিব, একই মূর্তির একদিকে হরি অন্যদিকে হর ১৬। কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ।

উপর-নীচ : ১। শত যজ্ঞ করেছেন যিনি, ইন্দ্র ২। মনুর সন্তান-সন্ততি ৩। লাশ রাখার ঘর ৬। ঘোড়া ৮। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পদ ৯। রাজসভা,বিচারসভা ১১। বাজে বা অসার জিনিস ১৩। বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র।

সমাধান ■ ৪০৫১

পাশাপাশি : ২। বাড়াবাড়ি ৫। জিরাত ৬। বালগোপাল ৮। গদা ৯। দম ১১। মানিকজোড় ১৩। সড়ক ১৪। সড়গড়।

উপর-নীচ : ১। বাজিকর ২। বাত ৩। বাতুল ৪। সজল ৬। বাদা ৭। গোলাম ৮। গমক ৯। দড় ১০। শশিকর ১১। মাধব ১২। জোগাড় ১৩। সড়। ১৪। সড়গড়।

বিন্দুবিসর্গ

অধিগ্রহণ নয়

মুড়িগঙ্গায় প্রস্তাবিত গঙ্গাসাগর সেতুর জন্য কোনও জমি অধিগ্রহণ করবে না রাজ্য সরকার। সেতুর জন্য প্রয়োজনীয় ১৩ একর জমি কিনে নেওয়া হবে।

গাড়িতে পিষ্ট

তাড়াহুড়ো করে ট্রেন ধরতে গিয়ে হুগলির চন্দননগরে গাড়িতে পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। ঘাতক গাড়িটিকে আটক করেছে পুলিশ।

হুমকি

বন্দুক দেখিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে ব্যারাকপুর ও মধ্যমগ্রাম এলাকার প্রসিদ্ধ বিরিয়ানি দোকানের মালিক অনির্বাণ দাসকে গ্রেপ্তার করল মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ।

ধৃত ৭

অ্যান্টিক জিনিসপত্র কেনাকাটা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রতারণা চলছিল বাঁকুড়ায়। এই নিয়ে থানায় অভিযোগ জমা পড়ে। কলকাতা থেকে সাতজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

বাজেটে ডিএ বৃদ্ধির জল্পনা

জনহিতকর প্রকল্পে বেশি নজর মুখ্যমন্ত্রীর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : আসন্ন রাজ্য বাজেটে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা (ডিএ) বৃদ্ধির ঘোষণা হচ্ছেই। এই নিয়ে নবান্নে অর্থ দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা অঙ্ক কষাও শুরু করে দিয়েছেন। কত শতাংশ ভাতা বৃদ্ধি করা হবে, তা অবশ্য চূড়ান্ত করবেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহলের খবর, ডিএ বাড়ানোর কথা অনেকদিন ধরেই ভাবছেন মুখ্যমন্ত্রী। কর্মচারীদের দিক থেকে ক্রমাগত চাপ বাড়ছে, সেই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টেও এই ব্যাপারে দীর্ঘদিন ধরে একটা মামলা চলছে। সুতরাং এবার আর ডিএ কমপক্ষে কয়েক শতাংশ না বাড়িয়ে উপায় নেই রাজ্য সরকারের। তাছাড়া সামনেই ২০২৬-এ বিধানসভার ভোট। রাজ্যের ওই ভোটে সরকারি কর্মচারীদের একটা বড় ভূমিকা থাকেই। এসব বিবেচনা করেই সরকারি কর্মচারীদের মন পেতে মুখ্যমন্ত্রী বাজেটে তাঁদের ডিএ বাড়ানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে বুধবার নিশ্চিত খবর নবান্ন প্রশাসনের শীর্ষ মহলের। জানা গিয়েছে, দুই থেকে চার শতাংশ বা পাঁচ থেকে ছয় শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি হতে পারে ভেবেই নানা অঙ্কের ছক কষা শুরু হয়েছে নবান্নের অর্থ দপ্তরে।

এমনিতেই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ-র ফারাক উল্লেখজনকভাবে বেড়ে গিয়েছে। সেটাকে হাতিয়ার করেই রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সংগঠনগুলি লাগাতারভাবে ডিএ বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছে। আন্দোলনও চলছে বহুদিন যাবৎ। এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা ৫৩ শতাংশ হারে ডিএ পাচ্ছেন। সেই জায়গায় রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা হাতে

পাচ্ছেন মাত্র ১৪ শতাংশ। এনিয়ে প্রবল ক্ষোভও রয়েছে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের। উদ্ভূত এই পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দিতেও ডিএ বৃদ্ধি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে পদক্ষেপ করতেই হবে এবারের বাজেটে। নবান্নে অর্থ থেকে শুরু করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের অধিকাংশেরই এই ধারণা বলে জানা গিয়েছে।

২০২৬-এ বিধানসভা ভোট। সেটা মাথায় রেখেই ২০২৫ অর্থাৎ চলতি বছরকে ভোট প্রস্তুতির বছর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দল তৃণমূল ও প্রশাসনকে সেভাবেই ঢেলে সাজাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বাভাবিক কারণেই ভোটের আগে সরকারের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী কল্পতরু হবেনই, এটা নিশ্চিত। জনপ্রিয় সামাজিক প্রকল্প 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পে উপভোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি ও টাকার পরিমাণও বাড়াবেন তিনি। একইভাবে বাজেটে 'কন্যাশ্রী', 'স্বাস্থ্যশ্রী', 'কৃষকভাতা' সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির কথাও মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মতো বাড়বে। ১০ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় রাজ্য বাজেট অধিবেশন শুরু হবে। অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ১২ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বাজেট পেশ করবেন। বাজেটে জনপ্রিয় পদক্ষেপ ঘোষণার পাশাপাশি রাজ্য কর্মচারীদের ডিএ বৃদ্ধির বিষয়টিও বিশেষভাবে ভেবে রেখেছেন তিনি।

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় সূত্রের খবর, কেন্দ্রের বাজেট দেখে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শেষ মুহূর্তে রাজ্য বাজেটে সামান্য কিছু হলেও পরিবর্তন করবেন। ১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় বাজেট সংসদে পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। কেন্দ্রের বাজেটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝে নিয়ে খতিয়ে দেখে রাজ্য বাজেটে হঠাৎ কিছু পরিবর্তন আনতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।

আগ্রহীদের একাধিক ছাড়ের সুযোগ

পরিবেশবান্ধব শিল্পে জোর দিতে দুই নীতি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : পরিবেশবান্ধব শিল্প গঠনে এবার বিশেষ নজর দিচ্ছে নবান্ন। ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি নিউটাউনে বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে এবারের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন বা বিজিবিএস বসবে। সেখানেই পরিবেশবান্ধব শিল্প গঠনে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করতে সরকার দুটি নীতি ঘোষণা করতে চলেছে। এই নীতি গ্রহণ করলে বিনিয়োগকারীদের জন্য একাধিক ছাড়ের ঘোষণাও করা হতে পারে। মূলত অচিরাচরিত শক্তি উৎপাদন এবং কার্বন নির্গমন কমানোর লক্ষ্যেই এই নীতি দুটি নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কয়েক প্রস্থ আলোচনা করেছেন। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয়েছে, সরকার এই নতুন দুটি নীতির ঘোষণা বাণিজ্য সম্মেলন থেকে করবে।

সরকার যে দুটি নীতি নিতে চলেছে, তা হল, 'গ্রিন হাইড্রোজেন পলিসি'। এই নীতি অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করবে এবং পরিবেশবান্ধব জ্বালানি উৎপাদনে সহায়তা করবে। দ্বিতীয় নীতিটি হল, 'নিউ অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ম্যানুফ্যাকচারিং প্রোমোশন পলিসি।' এর মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব শক্তি উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ানোর চেষ্টা করা হবে। এই দুটি নীতিতে বিনিয়োগকারীরা আগ্রহী হলে তাঁদের একগুচ্ছ ছাড় দেওয়ার ভাবনাও রয়েছে রাজ্য সরকারের। নবান্ন সূত্রে খবর, এই দুটি নীতিতে আগ্রহীদের পরিবেশবান্ধব শিল্প গড়ে তোলার জন্য জমির চরিত্র বদলের ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি ও বিদ্যুৎ খরচের ওপর ছাড় দেবে রাজ্য সরকার। কার্বন নির্গমনের মাত্রা কমিয়ে পরিবেশ রক্ষায় সহায়তা করবে এমন শিল্পকেই বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাইছে রাজ্য সরকার।

পরিকল্পনা

- একটি নীতি গ্রিন হাইড্রোজেন পলিসি
- এই নীতি অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করবে
- আরেকটি নীতি, নিউ অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ম্যানুফ্যাকচারিং প্রোমোশন পলিসি
- এর মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব শক্তি উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ানোর চেষ্টা করা হবে

ইতিমধ্যেই বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন নিয়ে একাধিকবার বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকেও এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীদের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রতিটি দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের যাতে কোনও অভাব না হয়, সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। একইসঙ্গে এবারের সম্মেলনে ২২টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন বলে আশা করছেন নবান্নের কর্তারা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক। গত বছর ডিসেম্বরেই নিউটাউনে ইনফোসিসের প্রথম ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের উদ্বোধন হয়েছে। এবারের সম্মেলনে ইনফোসিস তাদের দ্বিতীয় ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের ঘোষণা করতে পারে। এছাড়াও আইটিসি দার্জিলিং, শিলিগুড়ি সহ রাজ্যের ৬ জায়গায় তাদের হোটেল ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারে। আইটিসি ইনফোটেক এই রাজ্যে প্রথম আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স বা এআই হাব তৈরির কথা ঘোষণা করতে পারে। তাজপুর সমুদ্রবন্দর নিয়ে গত বছর সম্মেলনে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল আদানি গোষ্ঠী। কিন্তু এখনও সেই প্রকল্প এগোয়নি। নতুন করে তাজপুর সমুদ্রবন্দর তৈরির জন্য গ্লোবাল টেন্ডার করার কথাও ঘোষণা হতে পারে। এবারের সম্মেলনে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে আম্বানি গোষ্ঠীর প্রধান মুকেশ আম্বানির। ফলে রিলায়েন্স যে এরাজ্যে নতুন করে বিনিয়োগের ঘোষণা করতে পারে, তা আশা করছেন নবান্নের কর্তারা।

গিল্ডকে সমর্থন তসলিমার

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : দূর থেকে দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস করা কঠিন। কাকে দেখছি? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঘুরে বেড়াচ্ছেন বইমেলা চত্বরে!

৪৮তম কলকাতা বইমেলা উদ্বোধনের পর থেকেই ঢল নেমেছে বইপ্রেমীদের। বড় থেকে ছোট বিভিন্ন প্রকাশনী বইয়ের সম্ভার নিয়ে হাজির প্রতিবারের মতো। সেইসব স্টল ঘুরে বেড়ানোর সময়ই দেখা মিলল তাঁর।

সেই কালো রঙের জেব্বা। একমুখ দাড়ি। শান্ত, উদাসী চোখে মেলায় ধীরে পদচারণা করছেন। তাঁকে দেখে আমার মতো অবাক অন্য বইপ্রেমীরাও। বিস্ময়ভরা চোখে তাঁর কাছে এসে অনেককেই দেখা গেল করমর্দন করতে, সেলফি তুলতে। হুবহু কবিঠাকুরের মতো দেখতে এই ভদ্রলোকের আসল নাম সোমনাথ ভদ্র।

কলকাতার হেদুয়ায় থাকেন প্রাক্তন এই বিএসএনএল কর্মী। মৃদুভাষী সোমনাথবাবু ২০২০ সালে কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নিয়েছেন। সময় পেলেই ছবি আঁকেন। আর শখের অভিনয় করেন। সেই সূত্রে বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চেহারায় সাযুজ্য থাকায় বহু ক্ষেত্রে বিড়ম্বনায় পড়তে হয় তাঁকে। এক্ষেত্রে তাঁর স্পষ্ট কথা, গুরুদেবের মতো খানিকটা দেখতে হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর কোনও হাত নেই। তবে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের এক মহারাজ তাঁকে দাড়ি কাটতে বারণ করায় তিনি দাড়ি কাটেন না। তাঁকে দেখতে ক্রমেই ভিড় বাড়তে থাকে বইমেলা চত্বরে।

এই বিস্ময় কাটতে না কাটতে ফের চোখ কচলাতে হল। সামনে দাঁড়িয়ে দুই ভাই। একজন অপরজনের যেন কার্বন কপি। এ যেন উত্তমকুমারের 'ভ্রান্তিবিলাস' ছায়াছবির দৃশ্য। একজনের নাম ভিকি কৌর, অপরজনের নাম রিক কৌর। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র দু'জনেই। তবে তাঁদের বড় পরিচয়, দু'জনেই জাতীয়স্তরের শুটার। একমুখ হাসি নিয়ে ভিকি বলেন, রিকের থেকে তিনি ২ মিনিটের বড়। তাঁদের

৪৮তম কলকাতা বইমেলার দুই মুহূর্ত। বুধবার পিটিআই ও আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

দেখেও ভিড় জমান উৎসাহীরা। অনেকেই সেলফি তোলেন তাঁদের সঙ্গে। বাবা একজন বড় ব্যবসায়ী। বইমেলার পরিকাঠামো নির্মাণের দায়িত্বে আছেন তাঁরা। তবে তাঁদের আক্ষেপ, বইমেলায় শুটিংয়ের ওপর ভালো কোনও বই পাওয়া যায় না। বইমেলায় রোজই আসবেন তাঁরা।

এদিকে, এবারে কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন না থাকা প্রসঙ্গে তসলিমা নাসরিন বললেন, 'আমি উদারতায় বিশ্বাসী। পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ তার মেলায় এতকাল ঢুকতে না দিলেও পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশকে ঢুকতে তো দিয়েছেই, রীতিমতো জামাই আদরে রেখেছে। পশ্চিমবঙ্গের নিঃস্বার্থ ভূমিকা প্রশংসার দাবিদার। কিন্তু এত উদারতা দেখেও উদারতা শেখেনি বাংলাদেশ। কিছু লোক আছে, অন্যের বাড়িতে বছরের পর বছর নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়ায়, কিন্তু অন্যকে কখনও নিজের বাড়িতে নেমন্তন্ন করে না। এমন বন্ধু কিন্তু থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো। আগে উদারতা শিখুক, সমতা শিখুক, তারপর না হয় হাতে হাত রাখা যাবে।'

ওএমআর শিট সংরক্ষণের ভাবনা

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : নিয়োগ দুর্নীতির ঘটনায় চরম বিপাকে রয়েছে রাজ্য সরকার। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এই ঘটনায় প্রায় তিন বছর জেলবন্দি। এই পরিস্থিতিতে দুর্নীতি এড়াতে নিয়োগ পরীক্ষার ওএমআর শিট অন্তত ১০ বছর সংরক্ষণ করার বিধি প্রস্তুত করতে চলেছে রাজ্য সরকার। নিয়োগ দুর্নীতির নয়া বিধিতে ওএমআর শিট সংরক্ষণের নিয়ম হিসেবে দু-বছর করার প্রস্তাব দেয় স্কুল সার্ভিস কমিশন। কিন্তু কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে মানতে চায়নি রাজ্য সরকার। দুই বছরের বদলে ১০ বছর সংরক্ষিত রাখার পক্ষপাতী রাজ্য সরকার। স্কুল শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিধি নিয়েও একই মত রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দপ্তরের। একইসঙ্গে নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ নিয়োগের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম চাইছে রাজ্য সরকার। নিয়োগ বিতর্কে ওএমআর শিট সংরক্ষণের সময়সীমা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দপ্তর এই নিয়ম করতে চায়। স্কুল শিক্ষা দপ্তর ও স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাঠানো হবে। মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন পাওয়া গেলেই তা ঘোষণা করবে স্কুল শিক্ষা দপ্তর। এর আগে শিক্ষক নিয়োগ মামলায় ওএমআর শিটে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। তার জন্য রাজ্য সরকারকে আদালতে তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছে। আগামীদিনে নিয়োগ দুর্নীতিতে যাতে কোনও অভিযোগ না ওঠে, সেদিকে সতর্ক রাজ্য।

জামিন

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : ভূপতিনগর বিস্ফোরণ কাণ্ডে অভিযুক্ত বলাইচরণ মাইতি ও মানবকুমার পড়ুয়ার শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ উভয়ের ৫০ হাজার টাকা করে ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন মঞ্জুর করেছে। তবে বেশ কিছু শর্ত দেওয়া হয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, রাজারহাট-নিউটাউন থানা এলাকার বাইরে যেতে পারবেন না তাঁরা। তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। সপ্তাহে দু'দিন নিম্ন আদালতের বেঞ্চ ক্লার্কের কাছে হাজিরা দিতে হবে।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

জ্যোতিপ্রিয়র জামিনের খবরে ভেঙে পড়েন পার্থ

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : জেল হেপাজতে থাকাকালীন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের জামিনের বিষয়টি শুনেছিলেন তিনি। তারপরই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সেই থেকেই ধীরে ধীরে তাঁর অসুস্থতা বাড়তে থাকে বলে জানা গিয়েছে। বর্তমানে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল হলেও সংকটমুক্ত নয়। মঙ্গলবার রাতেই তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে বাইপাস সংলগ্ন বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এদিকে বুধবারও অসুস্থতার কারণে ব্যাংকশাল আদালতে হাজিরা দেননি সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। তাই এদিনও সিবিআই তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে পারেনি।

একসময় পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তৃণমূলের প্রথম সারির নেতার তালিকায় ছিলেন। জানা গিয়েছে, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের জামিনের কথা শুনেই তাঁকে অভিনন্দন জানাতে যান পার্থ। তারপরেই কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। পার্থকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন জ্যোতিপ্রিয়। কিন্তু তবুও থামানো যায়নি পার্থকে। শেষে জেল আধিকারিকরা এগিয়ে এসে পার্থর কান্না থামান। তারপর থেকেই খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। শারীরিক পরিস্থিতি জটিল হতে দেখেই তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

বুধবার অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে আদালতে হাজিরা দেননি সুজয়কৃষ্ণ। এদিন তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের কথা ছিল সিবিআইয়ের। কিন্তু তিনি সশরীরে হাজিরা না দেওয়ায় সেই প্রক্রিয়া পিছিয়ে যায়। ভার্চুয়ালি হাজিরা দিলেও তাতে লাভ হত না। প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের তরফে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে আদালতে। রিপোর্টে জানানো হয়, সুজয়কৃষ্ণ জেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে হাজিরা দিতে পারবেন না। ফলে কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের প্রক্রিয়া পিছিয়ে গেল।

কুম্ভে যাচ্ছেন সুকান্ত

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : প্রয়াগরাজের কুম্ভমেলায় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা নিয়ে মোদি, যোগীকে দায়ী করেছে তৃণমূল। শাসকদলের সমালোচনার জবাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'কোথায় রবীন্দ্রনাথ আর কোথায় রামছাগল! কুম্ভে প্রতিদিন এক কোটি মানুষ স্নান করেছেন। আর গোটা সাগরমেলায় সাকুল্যে এক কোটি মানুষও আসেননি। এবার সাগরমেলা তো পুলিশের মেলা হয়েছে।' বুধবার বইমেলায় দলের পাক্ষিক মুখপত্র ভারতীয় জনবার্তার উদ্বোধনে গিয়ে একথা বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, 'সব ব্যবস্থা যথোপযুক্তই ছিল। কিন্তু সব ব্যবস্থার তো একটা সীমা থাকে। এবার সেটাও অতিক্রম করে গিয়েছে। দুর্ঘটনার পর যোগী নিজে ঘটনার তদারকি করছেন। দ্রুততার সঙ্গে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়েছে।' তবে ৮ ফেব্রুয়ারি সুকান্ত কুম্ভে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'বিশেষ বিশেষ যোগের দিনে ভিভিআইপিদের যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই আমি ওই বিশেষ দিন এড়িয়ে ৮ তারিখে কুম্ভে যাব।' অন্যদিকে, দিল্লি গিয়ে অমিত শা'র সঙ্গে দেখা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এক্স হ্যান্ডেলে শা'র সঙ্গে বৈঠকের ছবি পোস্ট করেছেন শুভেন্দু। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে শা'কে বিস্তারিত জানিয়েছেন তিনি।

পদক্ষেপ

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : বুধবার ভোরে মহাকুম্ভে ত্রিবেণি সংগমে শাহি স্নানের সময় ব্যারিকেড ভেঙে পদপিষ্ট হয়ে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সেখানে বাংলার কেউ আটকে পড়েছেন কি না, খোঁজ নিতে উত্তরপ্রদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে নবান্ন। নবান্নের পক্ষ থেকে দিল্লির অফিস অফ রেসিডেন্ট কমিশনারকে এই ব্যাপারে যোগাযোগ রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখানে বাংলার কেউ আটকে পড়লে তাঁকে দ্রুত রাজ্যে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করাতে চায় রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

দোষারোপ

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : মঙ্গলবার মহাকুম্ভে শাহি স্নানের সময় পদপিষ্ট হয়ে পুণ্যার্থীদের মৃত্যুর ঘটনায় যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশ সরকারকে দায়ী করলেন পঞ্চায়েতি মহানির্মাণ আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী পরমাত্মানন্দজি। তাঁর অভিযোগ, কুম্ভ নিয়ে ঢালাও প্রচার করলেও পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে যোগী সরকার যে যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়নি, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

সন্দেশখালি গণধর্ষণে সিট গঠনের নির্দেশ

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : সন্দেশখালি গণধর্ষণ কাণ্ডে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের হোমিসাইড শাখার অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সিট গঠনের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নির্যাতিতা। বুধবার এই মামলায় বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষ সিট বা বিশেষ তদন্তকারী দল গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। আইপিএস রাহুল মিশ্র, বসিরহাট পুলিশ জেলার বাদুরিয়ার এসডিপিও এই তদন্তকারী দলে থাকবেন। এই দুই পুলিশ আধিকারিক তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে ইনস্পেকটর ও সাব ইনস্পেকটর পদমর্যাদার আধিকারিকদের সিটের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নির্বাচিত করবেন। এক মাস অন্তর বসিরহাট এসিজেএম আদালতে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেবে সিট। বিচারপতি জানান, এই ঘটনায় তদন্তে ত্রুটি রয়েছে। তাই যে সমস্ত নমুনা সংগ্রহের প্রয়োজন রয়েছে, তার জন্য ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থলে যাবেন।

মেডিকেলে হুমকি সংস্কৃতি

কর্তৃপক্ষের প্রতি অসন্তুষ্ট বিচারপতি

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে হুমকি সংস্কৃতির অভিযোগে কলেজ কর্তৃপক্ষ কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল তা জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের তাঁদের বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কি না, তাঁদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল কি না, অ্যান্টি র‍্যাগিং স্কোয়াড সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে কলকাতা হাইকোর্ট। তাই হাসপাতালে কোনও দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে আদালতে এসে কলেজ কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ সম্পর্কে জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত সাসপেনশনের নোটিশে অন্তবর্তী স্থগিতাদেশও বজায় থাকবে।

এদিন কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে আইনজীবী সুমন সেনগুপ্ত আদালতে জানান এমসিআই বা মেডিকেল কাউন্সিলের গাইডলাইন অনুযায়ী তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তবে অভিযুক্ত ডাক্তারদের বক্তব্য শোনা হয়েছিল কি না বা কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তাঁর কাছে নেই। রেসিডেন্ট ডক্টরস ফোরামের তরফে আইনজীবী কল্লোল বসু আদালতে দাবি করেন, তাঁদের তরফে অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়। কিন্তু এই মামলায় তাঁদের পক্ষ হিসাবে সংযুক্ত করা হয়নি। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, এই সংগঠনের তরফে যেহেতু সমস্ত অভিযোগ আনা হয়েছে, তাই তাদের মামলায় সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে কলেজ কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি। তাদের তরফে পেশ করা রিপোর্ট দেখে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, অসম্পূর্ণ তথ্য সংবলিত রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে।

এখনই নয় রেজাল্ট

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : রাজ্য ফার্মাসি কাউন্সিলের নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। এই পরিস্থিতিতে এখনই ফলাফল ঘোষণা করা যাবে না বলে নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত নির্বাচন হয়।

এখন ব্যালট পেপার স্ক্রুটিনির কাজ চলছে। ৪ ফেব্রুয়ারি ফলাফল প্রকাশের দিন। আবেদনকারীর অভিযোগ, মোট ২৮ জন প্রার্থী রয়েছেন। শাসকদলের ৬ জন সদস্য রয়েছেন। তাঁদের হয়ে কাউন্সিলের সদস্য, রিটার্নিং অফিসার পক্ষপাতিত্ব করছেন। ফলে এই নির্বাচনের নিরপেক্ষতা বজায় নেই।

তারপরই বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানিয়ে দেন, আবেদনকারীর অভিযোগ নিষ্পত্তি না করা পর্যন্ত ফলাফল ঘোষণা যাবে না। আবেদনকারীর অভিযোগ অস্বীকার করেন কাউন্সিল ও রেজিস্ট্রারের তরফের আইনজীবী। কাউন্সিল ও রেজিস্ট্রারের পক্ষের আইনজীবীর দাবি, রেজিস্ট্রারের একমাত্র অধিকার রয়েছে নির্বাচন করার। তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ মিথ্যা।

কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল। বুধবার দক্ষিণ কলকাতার ইএম বাইপাসে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

খুদেকে আশীর্বাদ পোপ ফ্রান্সিসের। বুধবার ভ্যাটিকান সিটিতে।

অসাংবিধানিক বলে তোপ বিরোধীদের

জেপিসিতে গৃহীত ওয়াকফ খসড়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি : বিরোধীদের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও ওয়াকফ সংশোধনী বিল এবং তার খসড়া রিপোর্ট গ্রহণ করল যৌথ সংসদীয় কমিটি বা জেপিসি। সংশোধিত বিলটি ১৫-১১ ভোটে অনুমোদিত হয় এবং কমিটির সভাপতি জগদম্বিকা পাল তা গ্রহণ করেন। খসড়াটিতে সরকারের তরফে ১৪টি সংশোধনী প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে।

বিরোধীরা অবশ্য বিলটিকে 'অসাংবিধানিক' বলে তোপ দেগেছেন। বিলটির তীব্র সমালোচনা করে তাঁরা বলেছেন, 'এটি সংবিধানবিরোধী এবং সরকারের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ওয়াকফ বোর্ডকে দুর্বল করে দেবে।' জগদম্বিকা পাল অবশ্য দাবি করেছেন, কমিটির অনুমোদিত একাধিক সংশোধনী বিরোধীদের প্রশ্নের সমাধান করেছে। এই বিল কার্যকর হলে ওয়াকফ বোর্ডের স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে। তিনি বলেছেন, 'আজ আমরা রিপোর্ট এবং সংশোধিত বিল গ্রহণ করেছি। এতে একটি ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে ওয়াকফের সুবিধা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, দরিদ্র, নারী ও অনাথদের জন্য ব্যবহার করা উচিত। ৩০ জানুয়ারি আমরা এই রিপোর্ট স্পিকারের কাছে পেশ করব। তারপর লোকসভার স্পিকার এবং সংসদ নিম্নকক্ষ ঠিক করবে যে ওই রিপোর্ট নিয়ে কীভাবে এগিয়ে যাওয়া হবে।' সেক্ষেত্রে সংসদের আসন্ন বাজেট অধিবেশনে

> সংসদীয় রীতিনীতি পুরোপুরি লঙ্ঘন করেছেন জেপিসি চেয়ারম্যান। বিরোধীদের অধিকার পুরোপুরি লঙ্ঘিত হয়েছে। বুড়ো আঙুল দেখানো হয়েছে সংবিধানের ১৪ ধারাকে।
>
> **কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

ওয়াকফ সংশোধনী বিলটি পেশ করার সম্ভাবনা ষোলো আনা। ঘটনা হল, জেপিসির বিরোধী সদস্যরা মোট ৪৪টি সংশোধনী এনেছিলেন। প্রত্যেকটিই খারিজ হয়ে গিয়েছে।

তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কমিটির সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর বলে তোপ দেগেছেন। তাঁর অভিযোগ, 'সংসদীয় রীতিনীতি পুরোপুরি লঙ্ঘন করেছেন জেপিসি চেয়ারম্যান। বিরোধীদের অধিকার পুরোপুরি লঙ্ঘিত হয়েছে। বুড়ো আঙুল দেখানো হয়েছে সংবিধানের ১৪ ধারাকে।' অপরদিকে এআইমিম সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি ওয়াকফে সরকারের হস্তক্ষেপ নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এদিন ডিসেন্ট নোট জমা দেওয়ার জন্য সাংসদদের বিকাল চারটে পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছিল। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও রিপোর্টের বিরুদ্ধে একটি ডিসেন্ট নোট জমা দিয়েছেন।

জেপিসির অন্যতম সদস্য তথা শিবসেনা (ইউবিটি) সাংসদ অরবিন্দ সাওয়ান্ত জানান, 'আমি আমার ডিসেন্ট নোট জমা দিয়েছি। কারণ একটি ভ্রান্ত ধারণা ছড়ানো হচ্ছে। ন্যায়বিচার নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিলটি তৈরি করা হয়েছে। সংবিধানকেও বুড়ো আঙুল দেখানো হয়েছে।' অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পসমন্দা মুসলিম, নারী ও অনাথদের নতুনভাবে ওয়াকফের সুবিধাভোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাজেট অধিবেশনের আগে সর্বদল বৈঠকে তৃণমূল

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি : শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। তার আগে বৃহস্পতিবার সর্বদল বৈঠক ডাকল সংসদ বিষয়ক মন্ত্রক। সূত্রের খবর, এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবে তৃণমূল কংগ্রেস। গত শীতকালীন এবং বাদল অধিবেশনে সর্বদলীয় বৈঠকে যোগ দেয়নি তৃণমূল। তবে এবার লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে।

বাজেট অধিবেশনে তৃণমূল সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার কথা তুলে ধরবে বলে দলীয় সূত্রের দাবি। পাশাপাশি গুরুত্ব পাবে পশ্চিমবঙ্গের বকেয়া অর্থের বিষয়টি। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব এবং মণিপুরের অশান্তি নিয়েও সরব হবেন তৃণমূল সাংসদরা।

তৃণমূল কংগ্রেস স্পষ্ট করেছে সংসদে তারা কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও কক্ষ সমন্বয় করবে না। শীতকালীন অধিবেশনে কংগ্রেস একতরফা ভাবে আদানি ও জেপিসি ইস্যুতে অবস্থান নিয়েছিল। পরে তৃণমূলকে বৈঠকে ডাকলেও সিদ্ধান্তে তাদের মতামত নেওয়া হয়নি। এই কথা মাথায় রেখেই এবার কংগ্রেসের ডাকা বৈঠকে থাকছে না তৃণমূল। তবে সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছে তারা। কুম্ভ মেলার দুর্ঘটনা নিয়ে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারকে নিশানা করতে চলেছে সমাজবাদী পার্টি। তৃণমূল তাদের পাশে দাঁড়াবে। এছাড়া আম আদমি পার্টির (আপ) সঙ্গেও সম্পর্ক দৃঢ় করেছে তৃণমূল।

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের আগে আপ ও কংগ্রেস একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে অথচ তৃণমূল আপের হয়ে প্রচার চালাচ্ছে। এই বাস্তবতায় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের ডাকা বৈঠকে যাওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে তৃণমূল।

দলীয় সূত্রের অভিযোগ, ২০২৩ সালের জুন থেকে অক্টোবরের মধ্যে আসনরফার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছিল, কিন্তু কংগ্রেস গুরুত্ব দেয়নি। পাটনা বৈঠকে প্রথমবার তৃণমূল এই দাবি তুললেও পরে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে অজুহাত হিসেবে দেখিয়ে কংগ্রেস বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছে। আসন্ন বাজেট অধিবেশনে বিরোধী দলগুলি রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকরের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারে বলে সূত্রের খবর। সেই সঙ্গে, আগের অধিবেশনের বকেয়া ইস্যুগুলি আবারও উত্থাপন করা হতে পারে।

তৃণমূলের রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, 'আমাদের নিজস্ব ইস্যু রয়েছে। আমরা সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলি সংসদে তুলে ধরতে চাই।'

যমুনায় বিষ মোদির রোষে কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি : যমুনার জল নিয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে কার্যত সনাতন বিরোধী বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আপ সুপ্রিমো অভিযোগ করেছিলেন, হরিয়ানার বিজেপি সরকার যমুনায় বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। বুধবার তার জবাবে কর্তারনগরের এক জনসভা থেকে মোদি বলেন, 'দিল্লিতে আমরা যারা বাস করি, তারা সকলেই হরিয়ানা থেকে পাঠানো যমুনার জল পান করি। মোদিকে মারার জন্য হরিয়ানা যমুনার জলে বিষ মেশাবে এমনটা কেউ কীভাবে ভাবতে পারেন? এটা শুধু হরিয়ানার নয়, ভারতীয়দের অপমান। আমাদের মূল্যবোধের অপমান। আমাদের চরিত্রের অপমান।'

> মোদিকে মারার জন্য হরিয়ানা যমুনার জলে বিষ মেশাবে, এমনটা কেউ কীভাবে ভাবতে পারেন? এটা শুধু হরিয়ানার নয়, ভারতীয়দের অপমান। আমাদের মূল্যবোধের অপমান। আমাদের চরিত্রের অপমান।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

মোদি বলেন, 'দিল্লির একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হরিয়ানার মানুষের বিরুদ্ধে আজেবাজে অভিযোগ করেছেন। হারের ভয়ে আপদা ভীত। হরিয়ানার মানুষজন কি দিল্লির থেকে আলাদা? হরিয়ানাবাসীদের আত্মীয়স্বজন কি দিল্লিতে থাকেন না? নিজেদের পরিবারের মানুষজন যে জল পান করেন, সেই জলে কি হরিয়ানার মানুষ বিষ মেশাতে পারেন? আমি নিশ্চিত যাঁরা এমন জঘন্য মানসিকতা নিয়ে চলছেন, তাঁদের দিল্লির মানুষ উচিত শিক্ষা দেবেন।' যমুনার দূষণ নিয়ে এর আগে আপকে নিশানা করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও।

যদিও লাগাতার আক্রমণের মুখে যমুনা নিয়ে নিজেদের অবস্থানে অনড় রয়েছেন কেজরিওয়াল। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, 'দিল্লিতে যমুনার জলে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ ৭ আরপিএম, যা বিষের সমতুল্য। হরিয়ানার বিজেপি সরকার যমুনার জলকে দূষিত করছে। দিল্লির বাসিন্দাদের জীবন বিপন্ন করে তুলছে।' অমিত শা, রাহুল গান্ধিদের সংবাদমাধ্যমের সামনে যমুনার দূষিত জল খেয়ে দেখানোর চ্যালেঞ্জও ছুড়েছেন কেজরি। কুখ্যাত প্রতারক চার্লস শোভরাজের সঙ্গে কেজরিওয়ালের তুলনা করেন মোদি বলেন, 'আপনারা চার্লস শোভরাজের কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন। সে মানুষকে এমনভাবে বোকা বানাত যে মানুষ বুঝতে পারত না। এই ধরনের লোকজনের থেকে সাবধানে থাকুন।' আপ ও কংগ্রেসের মধ্যে অলিখিত জোট রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন মোদি।

এদিকে বুধবার দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে হরিয়ানার সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটানোর অভিযোগ তুলে সোনেপতের একটি আদালতে মামলা রুজু করেছে হরিয়ানা সরকার। অন্যদিকে কেজরি যে ভুল তা প্রমাণ করতে বুধবার দিল্লি-হরিয়ানা সীমানায় যমুনার জল হাতে নিয়ে পান করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনি। তাঁর খোঁচা, 'আপদার মিথ্যাচার ধরা পড়ে গিয়েছে।' যমুনার দূষণ নিয়ে এর আগে আপকে নিশানা করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও।

রাজ্যভিত্তিক কোটা বাতিল, ভর্তি শুধুমাত্র মেধার ভিত্তিতে

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি : রাজ্যভিত্তিক আবাসিক (ডোমিসাইল) কোটার ভিত্তিতে স্নাতকোত্তর ডাক্তারি পাঠ্যক্রমে (পিজি) ভর্তির নিয়মকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার বিচারপতি হৃষীকেশ রায়, বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া এবং বিচারপতি এসভিএন ভাট্টির বেঞ্চ বলেছে, 'স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে প্রাদেশিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা স্পষ্টতই সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিপন্থী।'

সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, স্নাতকোত্তর ডাক্তারি পাঠ্যক্রমে ভর্তির ক্ষেত্রে মেধাই একমাত্র মানদণ্ড হওয়া উচিত। আদালতের কথায়, 'পিজি ডাক্তারি কোর্সে রাজ্যভিত্তিক আবাসিক কোটা সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করে। আমরা সবাই ভারতের নাগরিক। এখানে প্রাদেশিক বা রাজ্যভিত্তিক নাগরিকত্বের ধারণা নেই।' তবে আদালত আরও বলেছে, 'ভারতের যে কোনও নাগরিক তাঁর পছন্দের স্থানে বসবাস ও পেশা গ্রহণের অধিকার রাখেন। একইভাবে দেশের যে কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার অধিকারও সংবিধান স্বীকৃত।'

প্রত্যেক রাজ্যের নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী আবাসিক কোটার জন্য সাধারণত প্রার্থীদের সেই রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণ দিতে হয়। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, কিছু ক্ষেত্রে স্নাতক পর্যায়ের পাঠ্যক্রম (এমবিবিএস কোর্স)-এ রাজ্যভিত্তিক কোটার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। তবে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এটি করলে তা সংবিধান লঙ্ঘনের সমান হবে।

নির্যাতিতার মা-বাবার দাবি খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি : আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতা চিকিৎসকের পরিবারকে সিবিআই তদন্ত নিয়ে দায়ের করা আবেদনটি প্রত্যাহারের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চে মামলার শুনানি হয়। সেখানে নির্যাতিতার মা-বাবার হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী করুণা নন্দী। তাঁর দাবি, আরজি করের মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় নিম্ন আদালতে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয় রায় ছাড়াও একাধিক ব্যক্তি জড়িত। তাঁদের মধ্যে প্রভাবশালীরাও রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে সিবিআই তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তদন্ত ঠিক পথে চলছে না বলেও অভিযোগ করেন নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী।

তিনি জানান, একই আবেদনপত্র তাঁরা শিয়ালদা আদালতে সঞ্জয় রায়ের সাজা ঘোষণার আগেই কলকাতা হাইকোর্টে দাখিল করেছেন। এরপরেই প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না তাঁর পর্যবেক্ষণে জানান, নির্যাতিতার মা-বাবা যেসব বিষয় আবেদনপত্রে উল্লেখ করেছেন সেগুলি বিতর্কিত। তাঁদের দাবির পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি থাকবে। এর ফলে সুবিধা পেতে পারেন সঞ্জয় রায়। তাই নির্যাতিতার পরিবারকে নতুন করে আবেদন জানাতে হবে।

অভিযুক্ত পক্ষের সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি সিবিআইয়ের আইনজীবী তুষার মেহতাও। তিনি জানান, নির্যাতিতার মা-বাবার জমা করা আবেদনপত্রে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছে তার সবকটির উত্তর তদন্তকারী সংস্থার কাছে রয়েছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তা প্রকাশ্যে চলে এলে সঞ্জয় রায়ের সুবিধা হবে। দু-পক্ষের সওয়াল-জবাবের প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন, কলকাতা হাইকোর্টে যে আবেদন দায়ের হয়েছে সেই একই আবেদনের ভিত্তিতেই কেন সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হবে? হাইকোর্ট নাকি সুপ্রিম কোর্ট, কোথায় তাঁরা শুনানি চাইছেন নির্যাতিতার মা-বাবার কাছে সে বিষয়ে জানতে চান প্রধান বিচারপতি। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে তাঁদের সময় দেওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, নির্যাতিতার পরিবারের উচিত এই আবেদনপত্রটি প্রত্যাহার করে নতুন করে আবেদন জমা দেওয়া।

বৃদ্ধির হার কমবে, পূর্বাভাস মুডিজের

মুম্বই, ২৯ জানুয়ারি : ২০২৫ ক্যালেন্ডার বছরে বৃদ্ধির হার কমে ৬.৪ শতাংশ হতে পারে। এমনই পূর্বাভাস দিল বহুজাতিক রেটিং সংস্থা মুডিজ।

বৃদ্ধির হার কমার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুডিজের রিপোর্টে বলা হয়েছে, চড়া মূল্যবৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ চাহিদা হ্রাস, কর্পোরেট সংস্থা এবং সরকারের ওপর ঋণের বোঝা বৃদ্ধি এবং ডলারের তুলনায় টাকার দামে পতন ইত্যাদি কারণেই বৃদ্ধির হার শ্লথ হবে। মুডিজের এক অর্থনীতিবিদ অদিতি রহমান জানিয়েছেন, এবারের বাজেটে দেশের অভ্যন্তরে চাহিদা বৃদ্ধি বিশেষত বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে জোর দিতে হবে। একইসঙ্গে বাজেট ঘাটতি ৪.৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪.৫ শতাংশ করারও লক্ষ্যমাত্রা নিতে হবে। সবমিলিয়ে ভারতের অর্থনীতি চলতি বছরে নানা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে বলেই মনে করছেন তিনি। সম্প্রতি চলতি অর্থবর্ষে বৃদ্ধির হার ৬.৬ শতাংশ হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক। আগে তাদের পূর্বাভাস ছিল ৭.২ শতাংশের।

সৌদিতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৯ ভারতীয়

রিয়াধ, ২৯ জানুয়ারি : সৌদি আরবের জিজানে বুধবার বাস-ট্রেলারের ধাক্কায় দুর্ঘটনায় ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৯ জন ভারতীয়। একজন ভারতীয়কে চিহ্নিত করা গিয়েছে। তাঁর নাম কপেলি রমেশ। ৩২ বছরের ওই তরুণ তেলেঙ্গানার জগতিয়াল জেলার মেটপল্লিতে। আহত ১১ জনের মধ্যে দু'জন তেলেঙ্গানার বাসিন্দা। বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, জেদ্দার ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেছেন। দূতাবাস কর্তৃপক্ষ মৃতদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পূর্ণ সহযোগিতার বার্তা দিয়েছেন। দুর্ঘটনা নিয়ে খবর জানার জন্য কনসুলেটের পক্ষ থেকে হেল্পলাইন নম্বরও চালু করা হয়েছে। ভারতীয় কনসুলেট জানিয়েছে, মৃতদের পরিবারকে সবরকমের সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

খালিদের মুক্তির দাবিতে গণস্বাক্ষর

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি : ১৬০০ দিন হতে চলল দিল্লির তিহার জেলে বিনা বিচারে বন্দি রয়েছেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-গবেষক উমর খালিদ। ২০২০ সালে দিল্লি দাঙ্গা মামলায় খালিদ সহ মোট ১৮ জনকে ইউএপিএ আইনের বিভিন্ন জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর নিম্ন আদালত থেকে শীর্ষ আদালতে বহুবার জামিনের আবেদন জানানো হলেও মুক্তি মেলেনি খালিদ ও অন্য অন্তত ১২ জনের। জেলবন্দি খালিদ ও অন্যান্যদের মুক্তির দাবিতে এবার সরব হলেন সাহিত্যিক অমিতাভ ঘোষ, ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার, রামচন্দ্র গুহ, ইরফান হাবিব, সুমিত সরকার, তনিকা সরকার, অভিনেতা নাসিরউদ্দিন শাহ, অধ্যাপক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, জন হ্যারিস সহ দেশ-বিদেশের বিশিষ্টজনেরা। দাবি সনদে স্বাক্ষর করেছেন ১৬০ জন বিশিষ্ট মানুষ।

৩০ জানুয়ারি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির ৭৭তম হত্যাদিবস উপলক্ষ্যে খালিদদের মুক্তি চেয়ে এই দাবি সনদটি বিবৃতির আকারে প্রকাশিত হতে চলেছে। বিবৃতিতে যা লেখা হয়েছে, তার সারমর্ম, 'যে বক্তৃতার জন্য খালিদকে ইউএপিএ আইনে অভিযুক্ত করা হয়েছে, তাতে তিনি গান্ধির অহিংসা নীতির জয়গান গেয়েছিলেন। তারপরও তাঁকে এবং নাগরিকপঞ্জি আইনের বিরোধীদের বিনা বিচারে দিনের পর দিন জেলে বন্দি রাখা মানবতার অমর্যাদা ছাড়া কিছু নয়।'

৩০ জানুয়ারি খালিদ ও অন্যান্যদের জামিন মামলা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল দিল্লি হাইকোর্ট। আদালতের মতে, ২০২০ সালের দিল্লি দাঙ্গা মামলায় অভিযুক্ত উমর খালিদ, শরজিল ইমাম ও অন্যান্যদের জামিনের শুনানি 'অনন্তকাল ধরে' চলতে পারে না।

উত্তরপ্রদেশে রিলে মগ্ন ডাক্তার, মৃত্যু রোগীর

লখনউ, ২৯ জানুয়ারি : ডাক্তার হাসপাতালে মোবাইলে মগ্ন। তিনি মজেছেন সোশ্যাল মিডিয়ার রিলে। তাঁর থেকে কয়েক হাত দূরে ছটফট করছেন এক মহিলা। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত। চিকিৎসকের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। এর জেরেই বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হল বছর ষাটের ওই মহিলার।

মায়ের চিকিৎসার জন্য আকুল ছেলে চিকিৎসককে বলতে গিয়ে সাহায্যের পরিবর্তে চড় খেলেন। উত্তরপ্রদেশের মৈনপুরীর মহারাজা তেজ সিং জেলা হাসপাতালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার। পুরো ঘটনার ছবি রয়েছে সিসিটিভির সাত মিনিটের ফুটেজে। চিকিৎসকের গাফিলতিকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।

মৃতার নাম প্রবেশ কুমারী। হঠাৎ বুকে ব্যথা নিয়ে ছেলে গুরশরণকে নিয়ে হাসপাতালে আসেন। সেই সময় ডিউটিতে ছিলেন চিকিৎসক আদর্শ সেঙ্গার। তিনি গুরশরণের অসুস্থ মায়ের চিকিৎসা না করে মোবাইলে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে রিল দেখছিলেন। তাঁকে রোগীকে দেখার জন্য বার বার বলা হয়। কিন্তু সেঙ্গার তা ধর্তব্যের মধ্যে নেননি।

শেষের দিন আরও কাছে, ৮৯ সেকেন্ড দূরে 'মহাপ্রলয়'

শিকাগো, ২৯ জানুয়ারি : টিক টিক টিক। ডুমস ডে ক্লকের কাঁটা আরও কাছে চলে এল পৃথিবীর। বিনাশঘড়ি বলছে, মহাপ্রলয় থেকে আর মাত্র ৮৯ সেকেন্ড দূরে দাঁড়িয়ে মানবসভ্যতা। এতদিন ঘড়ির কাঁটা ছিল ৯০ সেকেন্ড দূরে।

সম্প্রতি ডুমস ডে ক্লকের কাঁটা আগের বছরের চেয়ে এক সেকেন্ড কমিয়ে ৮৯-এর ঘরে রেখেছেন বুলেটিন অব দ্য অ্যাটমিক সায়েন্টিস্টস-এর বিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে, পৃথিবীর অন্তিমদশা ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে। বর্তমানে যে নানাবিধ বিপদের মধ্যে রয়েছে মানবসমাজ, সেব্যাপারে অবিলম্বে কোনও পদক্ষেপ করা না

হলে ধ্বংস হওয়া কেবল কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। ডুমস ডে ঘড়ির কাঁটা ৮৯ সেকেন্ডে থাকার অর্থ, পৃথিবী একটা বড় বিপদে পড়ার খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। কোল্ড ওয়ারের সময় প্রথম এই ঘড়িটি পারমাণবিক বিপদের প্রতীক হিসেবে তৈরি হয়েছিল।

ডুমস ডে ক্লক

বুলেটিনের সায়েন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড্যানিয়েল হোলজ বলেছেন, 'চলতি বছরের সিদ্ধান্তের পিছনে পারমাণবিক ঝুঁকি, জলবায়ু পরিবর্তন, জীববিজ্ঞানের বিকৃতি এবং কৃত্রিম মেধার মতো উদীয়মান প্রযুক্তির অপব্যবহার ইত্যাদি কাজ করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অগ্রগতি এখন যুদ্ধের ময়দানেও নজরে পড়ছে এবং বিশেষভাবে উদ্বেগের বিষয় হল পারমাণবিক অস্ত্রের সঙ্গে এআই-এর ব্যবহার।'

ডুমস ডে ক্লক আদতে একটি প্রতীকী ঘড়ি, যা পৃথিবী ও মানবজাতির মহাধ্বংসের সম্ভাবনা কতটা কাছাকাছি তা দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৭ সালে প্রথম এই ঘড়ি তৈরি করেছিলেন জে রবার্ট ওপেনহাইমার, আলবার্ট আইনস্টাইন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। সারা বিশ্বে পরমাণু অস্ত্রের বাড়বাড়ন্ত, জলবায়ু পরিবর্তন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার এবং অন্যান্য পরিবেশগত বিপদগুলির সমন্বয় পৃথিবীকে ঠিক গত গভীর খাদের কিনারায় নিয়ে ফেলছে, সে সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিতেই তাঁরা তৈরি করেছিলেন এই ঘড়ি। এই ঘড়ির সময় যত কাছে চলে আসে, ততই মানবজাতির ধ্বংসের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আগের বছর ডুমস ডে ক্লকের কাঁটা ছিল ৯০ সেকেন্ড দূরে। এখন তা আরও এক ঘর এগিয়ে ৮৯ সেকেন্ডে এসে দাঁড়িয়েছে। এর অর্থ, গত এক বছরে আরও ঘনীভূত হয়েছে বিশ্ব সংকট।

আজব দুনিয়া

ম্যারাথনে যন্ত্রমানব

মানুষ বনাম যন্ত্রমানব। এবার খেলার মাঠে। বিশ্বে প্রথমবার মানুষ ও যন্ত্রমানবদের নিয়ে হাফ ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। চিনের ডাক্সিং জেলায় আয়োজিত ২১ কিলোমিটারের এই দৌড়ে ১২ হাজার মানুষ অংশ নেবেন। তাঁদের সঙ্গে দৌড়বে ২০টি যন্ত্রমানব। কে জেতে সেটাই এখন দেখার।

অবাক শান্তিরক্ষক

৫ দিন কেটে গিয়েছে। অথচ শহরে কোনও বড় গোলমালের খবর নেই। ব্যাপারটা কী? সমাজবিরোধী, গোলমাল পাকানোর লোকজন সব কোথায় গেল? গত শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত নিউ ইয়র্কে কোনও অশান্তি না হওয়ায় শান্তি রক্ষাকারী সংস্থা এনওয়াইপিডির আধিকারিকরা তো অবাক।

মৃত্যু ও জীবন যখন হাঁটে হাত ধরাধরি করে *মহাকুম্ভে মহা বিপর্যয়ের দিন প্রিয়জনকে হারিয়ে কান্না মানুষের। আত্মীয়কে হারিয়ে ফোনে খোঁজ চালাচ্ছেন তরুণ। তবু তার মাঝেই চলছে এগিয়ে যাওয়ার পালা। বুধবার প্রয়াগরাজে।*

কুম্ভে ভিআইপি সংস্কৃতিতে প্রশ্ন রাহুলের ■ মৌনী অমাবস্যায় মানুষের কান্নায় মুখর প্রয়াগরাজ

গঙ্গাসাগরের সঙ্গে তুলনা মমতার

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি : মহাকুম্ভে মৌনী অমাবস্যায় অমৃত স্নান করতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে অন্তত পক্ষে ১৫ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় বিরোধী নিশানায় উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকার। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, সপা সভাপতি অখিলেশ যাদবরা তীব্র বিষোদ্গার করেছেন বিজেপি এবং যোগী আদিত্যনাথের সরকারকে। তৃণমূলনেত্রী এই ইস্যুতে নিহতদের প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি মহাকুম্ভের সঙ্গে গঙ্গাসাগর মেলার তুলনা টেনেছেন। এই ধরনের ধর্মীয় সমাবেশের যে বিশাল আয়োজন এবং পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন তা আদৌ মহাকুম্ভের মেলায় ছিল কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মমতা। তিনি বলেন, 'মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটেছে শুনে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। এই ঘটনায় অন্তত ১৫টি নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। যে সমস্ত পুণ্যার্থী প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। তবে গঙ্গাসাগর মেলা থেকে আমি যে শিক্ষা পেয়েছি সেটা হল যেখানে বিপুল জনসমাগম হয় সেই সমস্ত স্থানে সর্বোচ্চ পর্যায়ের পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।' প্রতিবছর মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর মেলা বসে। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগরে আসেন। মমতার ক্ষোভ, কুম্ভমেলার ধাঁচে গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলার তকমা দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। কুম্ভমেলার জন্য আর্থিক বরাদ্দ জুটলেও গঙ্গাসাগর মেলায় তা দেওয়া হয় না বলে অভিযোগও করেন তৃণমূলনেত্রী।

পদপিষ্টের ঘটনায় যোগী প্রশাসনের বিরুদ্ধে ভিআইপি সংস্কৃতিতে লাগাম টানার বার্তা দিয়েছেন রাহুল গান্ধি। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি একটি পোস্টে অভিযোগ করেছেন, সাধারণ পুণ্যার্থীদের বদলে ভিআইপিদের যাতায়াতের দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার জন্যই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় রাহুল লিখেছেন, 'মহাকুম্ভে এখনও বেশ কিছুটা সময় বাকি রয়েছে। বেশ কয়েকটি মহাস্নান হওয়ার কথাও রয়েছে। আজকের মতো দুঃখজনক ঘটনা আর যাতে না ঘটে তার জন্য ব্যবস্থাপনা সংশোধন করা উচিত সরকারের। ভিআইপি সংস্কৃতিতে লাগাম টেনে সাধারণ পুণ্যার্থীদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য আরও উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।' তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'অর্ধসমাপ্ত ব্যবস্থাপনা, ভিআইপিদের আনাগোনা, আত্মপ্রচারে অতিরিক্ত মনোনিবেশ এবং দায়িত্বে অবহেলার জন্যই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। কোটি কোটি টাকা ঢালার পরও এই ধরনের ঘটনা ঘটা নিন্দনীয়।' পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় যোগী আদিত্যনাথের সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন সপা সভাপতি অখিলেশ যাদবও। উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'বিশ্বমানের ব্যবস্থাপনা বলে প্রচার চালানো হয়েছিল। কোথায় গেল সেসব? এবার সকলের সামনে প্রকৃত সত্যিটা চলে এসেছে। যাঁরা মিথ্যা দাবি করেছিলেন, মিথ্যা প্রচার চালিয়েছিলেন তাঁদের সকলকেই এই মৃত্যুর দায় নিতে হবে। তাঁদের অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত।' অখিলেশের দাবি, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মহাকুম্ভে আসা সাধুসন্ত ও পুণ্যার্থীদের আস্থা ফেরাতে রাজ্য সরকারের উচিত, অবিলম্বে সেনার হাতে মেলাপ্রাঙ্গণের দায়িত্বভার তুলে দেওয়া। সিপিএম, শিবসেনা (ইউবিটি) এই ঘটনায় রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেছে।

ভিড়ে ভাঙল ব্যারিকেড, পড়ে গেলেন অনেকে

প্রয়াগরাজ, ২৯ জানুয়ারি : মহাকুম্ভের ঘাটজুড়ে পড়ে রয়েছে ছেঁড়া স্যান্ডেল, ছিন্নবস্ত্র ও ব্যক্তিগত সামগ্রী। পুলিশ লাউডস্পিকারে নির্দেশ দিচ্ছে, কিন্তু বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা কঠিন হয়ে পড়ে। পদপিষ্ট হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরও অনেক পরিবার খুঁজে বেড়াচ্ছেন প্রিয়জনদের।

কেউ বোন, কেউ পুত্র, কেউ বাবা, কেউ মা, কেউ আবার বন্ধুকে হারিয়ে ফেলেছেন। হাসপাতালে হাসপাতালে পরিজনদের খুঁজছেন অনেকেই। কেউ আবার মর্গের বাইরে অসহায় অবস্থায় অপেক্ষা করছেন। বুধবার প্রয়াগরাজে এমনই দৃশ্য। মহাকুম্ভমেলার বাইরে এক পরিবার অসহায় হয়ে বসেছিল। তাদের আর্তি, ফিরে আসুক ছোট্ট ছেলেটা।

মঙ্গলবার মহাকুম্ভ মেলায় 'মৌনী অমাবস্যা' উপলক্ষ্যে 'অমৃত স্নান' করতে আসা লাখো ভক্তের ঢল নেমেছিল। কিন্তু সেই পবিত্র মুহূর্ত রূপ নেয় এক হৃদয়বিদারক ট্র্যাজেডিতে। অতিরিক্ত ভিড়ের চাপে ভেঙে পড়ে ব্যারিকেড। পদপিষ্ট হয়ে বহু হতাহতের ঘটনা ঘটে। বহুজন নিখোঁজ হন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, কমপক্ষে ১০-১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে পদপিষ্ট হয়ে। জখম শতাধিক। যদিও সরকারিভাবে হতাহত বা নিখোঁজের কথা স্বীকার করা হয়নি।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত বিনয়কুমার যাদবের অভিযোগ, নিরাপত্তাবাহিনীর কোনও যথাযথ ব্যবস্থাই ছিল না। ফলে স্নান শেষে মানুষজন নিরাপদে বের হতে পারেননি। তাঁর কথায়, 'আমরা ঘাটের দিকে যাচ্ছিলাম, অনেকেই ফিরে আসছিলেন। হঠাৎ প্রচণ্ড ভিড় হয়ে যায়। বের হওয়ার কোনও জায়গা ছিল না। সবাই ধাক্কাধাক্কি করে পড়ে যাচ্ছিল। কোনও পুলিশ ছিল না।'

প্রত্যক্ষদর্শী পুণ্যার্থীদের বক্তব্য, মঙ্গলবার রাত ১০টা থেকেই পুণ্যার্থীরা দলে দলে এগোতে শুরু করেন সংগমের দিকে। রাত ১২টা পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই ছিল, কিন্তু তারপর থেকে ভিড়ের ছবিটা ক্রমশ বদলাতে শুরু করে। রাত ২টোয় পরিস্থিতি পুরো বদলে যায়। প্রশাসন চেয়েছিল, পুণ্যার্থীরা আসুন, স্নান সেরে আবার ফিরে যান। কিন্তু স্নানের পরেও বহু পুণ্যার্থী সংগমস্থলের আশপাশেই ছিলেন। অনেকে আবার প্লাস্টিক পেতে শুয়ে পড়েছিলেন মাটিতে।

সুলতানপুরের বাসিন্দা পুণ্যার্থী বাসুদেব শর্মা বললেন, 'আমরা স্নান সেরে ফিরছিলাম, তখন হঠাৎই বিশাল ভিড়ের চাপে আমার এক আত্মীয় মাটিতে পড়ে যান। সবাই তাঁকে পিষে চলে যায়, একটা মানুষ পড়ে গিয়েছেন, সেদিকে কারও ভ্রূক্ষেপই ছিল না।' শাহিস্নান করতে আসা আর এক পুণ্যার্থী রামপ্রসাদ যাদব জানান, 'ভিড়ের চাপে আমি শ্বাস নিতে পারছিলাম না। মুহূর্তের মধ্যে ভিড়ের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে যাই। আমি কোনওমতে বেঁচে গিয়েছি। কিন্তু আমার ৬৫ বছরের মা গুরুতর আহত। এখন আমাদের কাছে ফোন নেই, টাকা নেই, কীভাবে বাড়ি ফিরব জানি না।'

মঙ্গলবার মেলায় এসে হারিয়ে যান জনৈক দেবিকার কাকিমা শ্রীবাই রাজপুত। শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন দেবিকা। বললেন, 'আমরা ২০ জন একসঙ্গে গিয়েছিলাম স্নান করতে। কিন্তু প্রচণ্ড ভিড় আর ঠেলাঠেলিতে হারিয়ে ফেলি কাকিমাকে। সারারাত ধরে এক কেন্দ্র থেকে আরেক কেন্দ্রে খুঁজেছি, কিন্তু কোনও খোঁজ মেলেনি। তিনি শুধু একটা শাল সঙ্গে নিয়েছিলেন। আমি জানি না তিনি এখনও বেঁচে আছেন কি না।' ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা কিশোরকুমার সাহু বলেন, 'আমি শেষবার আমার স্ত্রীকে পোশাক পরিবর্তন করতে দেখেছিলাম। তারপর ভিড়ের স্রোতে আমরা আলাদা হয়ে যাই। এখনও তাঁকে খুঁজে পাচ্ছি না। শুধু তাঁর আধার কার্ড আর কিছু টাকা আমার হাতে রয়েছে। প্রশাসন শুধু নিরাপত্তা ব্যবস্থা সামলাতেই ব্যস্ত, আমাদের সাহায্য করার কেউ নেই।'

ফতেপুরের বাসিন্দা রাম সিংয়ের অভিজ্ঞতা আরও ভয়ানক। ভিড়ের মধ্যে পড়ে গিয়ে পায়ে গুরুতর আঘাত পান তিনি। সাহায্যের জন্য চিৎকার করেও লাভ হয়নি। তাঁর কথায়, 'কোথায় পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক। কেউ এগিয়ে আসেননি সাহায্য করতে। ভিড়ের চাপে বন্ধুরাও ছিটকে যায়। কোথায় যাব, কী করব- বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কোনওমতে বাইরে এসে এক পুলিশকর্মীর সহায়তায় অ্যাম্বুল্যান্সে করে হাসপাতালে যাই।'

ইউনূসের পদত্যাগ চেয়ে পথে নামবে হাসিনার দল

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২৯ জানুয়ারি : আগামী ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস। তার আগে বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, নৈরাজ্য, অপশাসনের প্রতিবাদে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের পদত্যাগ চেয়ে ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ জুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শেখ হাসিনার আওয়ামি লিগ। দলের ফেসবুক পোস্টে মঙ্গলবার জানানো হয়েছে, ১ ফেব্রুয়ারি থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের পদত্যাগ চেয়ে রাস্তায় নামবে আওয়ামি লিগ। বনধ এবং অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হবে বলেও জানানো হয়েছে দলের তরফে।

শেখ হাসিনা বর্তমানে ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছেন। আওয়ামি লিগের বেশিরভাগ শীর্ষ নেতা হয় আত্মগোপন করে রয়েছেন, নয়তো জেলে বন্দি। এই পরিস্থিতিতে আওয়ামি লিগের বিক্ষোভ, প্রতিবাদ কর্মসূচির ঘোষণায় রাতের ঘুম ছুটেছে ইউনূস সরকারের। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, আওয়ামি লিগকে কোনও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করতে দেওয়া হবে না। অর্থাৎ হাসিনার দলের ওপর যে বলপ্রয়োগ করা হবে সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিবের সাফ কথা, 'ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামি লিগ যতদিন পর্যন্ত না ক্ষমা চাইছে, তাদের নেতৃত্বের বিচার হচ্ছে এবং জবাবদিহি করছে ততদিন তাদের কোনও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করতে দেওয়া হবে না।' তিনি বলেন, 'সরকারের অবস্থান খুব স্পষ্ট। আওয়ামি লিগ শীর্ষ নেতৃত্ব জুলাই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। তাদের আগে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।'

তবে সরকার যতই কঠোর অবস্থান নিক আওয়ামি লিগ আপাতত রাস্তায় নামার ব্যাপারে অনড়। তাদের যে কর্মসূচির কথা

ঘোষণা করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে ৬ ফেব্রুয়ারি দেশজুড়ে প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ করা হবে। ১০ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ দেখানো হবে। ১৬ ফেব্রুয়ারি দেশজুড়ে অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হবে। ১৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে ১২ ঘণ্টার বনধ পালন করা হবে। এর আগে গতবছর ১০ নভেম্বর রাস্তায় নামার পরিকল্পনা করেছিল আওয়ামি লিগ। কিন্তু তা শেষপর্যন্ত হয়নি। সম্প্রতি একটি সর্বভারতীয় দৈনিককে আওয়ামি লিগের কিছু শীর্ষ নেতা জানিয়েছিলেন তাঁরা ২৬ মার্চ বাংলাদেশে ফেরার চিন্তাভাবনা করছেন। সেই সূত্র ধরেই এবার আওয়ামি লিগ রাস্তায় নামার কর্মসূচি ঘোষণা করেছে কি না সে বিষয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

এদিকে বন্ধুত্ব বজায় রাখার বার্তা দিলেও ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে এবার থেকে কথার 'টোন' আলাদা করতে চলেছে বাংলাদেশ। বুধবার এমনই ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। সামনের মাসে বিএসএফের সঙ্গে বিজিবির শীর্ষস্তরের বৈঠক বসতে চলেছে নয়াদিল্লিতে। তার আগে বাংলাদেশের ভোলবদলের কথা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। তিনি এদিন বলেছেন, 'এবারের বৈঠকে নতুনত্ব হল আগে যেভাবে কথা বলা হত এবার কথার টোন আলাদা হবে। সীমান্তে হত্যা বন্ধ করতে বিএসএফকে উদ্যোগী হতে হবে। এছাড়া সীমান্ত এলাকা দিয়ে ফেনসিডিলিসহ অন্য মাদক পাচার এবং অবৈধ অনুপ্রবেশের বিষয় নিয়েও বিএসএফের সঙ্গে বৈঠকে কথা হবে।' আগামী ১৭-২০ ফেব্রুয়ারি বিএসএফের ডিজি দলজিৎ সিং চৌধুরী এবং বিজিবি প্রধান মুহাম্মদ আশরাফউজ্জামান মুখোমুখি বৈঠকে বসবেন। তার আগে বুধবার প্রস্তুতি পর্যালোচনায় বসেছিল ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার। বিভিন্ন মন্ত্রকের প্রতিনিধিদের নিয়ে বাংলাদেশের সচিবালয়ে আলোচনা হয় এদিন।

নেতানিয়াহুকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ ট্রাম্পের

জেরুজালেম, ২৯ জানুয়ারি : ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট পদে বসার পর প্রথম বৈঠক করবেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে। বৈঠক বসবে আগামী সপ্তাহে ওয়াশিংটনে। মঙ্গলবার হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, গাজায় ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চলাকালীন বৈঠক হবে আমেরিকায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায়, প্যালেস্তাইনের সঙ্গে ইজরায়েলের সংঘর্ষবিরতি চলতে থাকুক। এতে যেন দাঁড়ি না পড়ে।

নেতানিয়াহুর কার্যালয় ট্রাম্পের আমন্ত্রণমূলক চিঠি মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছে। চিঠিটির বয়ান হল, 'ইজরায়েল ও তার পড়শিদের মধ্যে কীভাবে শান্তি ফিরিয়ে আনা যায়, আমি সে ব্যাপারে আলোচনার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছি। এব্যাপারে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলায় প্রস্তুত।' ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর মধ্যে গত বছর বৈঠক হয়েছিল মার-এ-লাগো এস্টেটে। এবার হবে একেবারে হোয়াইট হাউসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুদেশ ইজরায়েল। আমেরিকার আশীর্বাদধন্য ইজরায়েলের নেতানিয়াহুকে খুবই পছন্দ করেন বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

মার্কিন মসনদে বসার আগে থেকেই ইজরায়েল ও হামাসকে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য চাপ দিয়ে গিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি হামাসকে হুমকি পর্যন্ত দেন। বলেছিলেন, যুদ্ধবিরতিতে হামাস রাজি না হলে তাকে তার ফল ভুগতে হবে। যুদ্ধবিরতি কার্যকর

হয়েছে ২০ জানুয়ারি থেকে। এই পরিস্থিতিতে পৌঁছোতে পূর্বতন বাইডেন প্রশাসনও কম চাপ দেয়নি হামাসকে। প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগেই ট্রাম্প তাঁর বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফকে পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফেরানোর আলোচনায় পাঠিয়েছিলেন।

নেতানিয়াহু কিন্তু জানিয়েছেন, হামাস চুক্তিতে উল্লিখিত সমস্ত দাবি পূরণ না করলে দু'পক্ষের মধ্যে শান্তি বেশিদিন টিকবে না।

মহাকাশে 'নটি বয়', ৪৬-এ সেঞ্চুরি ইসরোর

শ্রীহরিকোটা, ২৯ জানুয়ারি : নতুন বছরের গোড়াতেই সেঞ্চুরি হাঁকাল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)। তাদের মুকুটে যোগ হল নতুন পালক। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশকেন্দ্র থেকে শততম উৎক্ষেপণের নজির গড়ল তারা।

বুধবার সকাল ৬টা ২৩ মিনিটে মহাকাশ কেন্দ্রের দ্বিতীয় উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে কৃত্রিম উপগ্রহ এনভিএস-২-কে নিয়ে জিএসএলভি-এফ১৫ রকেটের সফল উৎক্ষেপণের মাধ্যমে ইতিহাস সৃষ্টি করে ইসরো। উৎক্ষেপণের ১৯ মিনিট পর নির্দিষ্ট ভূস্থির স্থানান্তর কক্ষপথ (জিওসিঙ্ক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিট)-এ সফলভাবে উপগ্রহটি স্থাপিত হয়।

জিওসিঙ্ক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল (জিএসএলভি-এফ১৫) হল দেশীয় ক্রায়োজেনিক্স প্রযুক্তিতে তৈরি একটি ত্রিস্তরীয় রকেট। এর মাধ্যমেই পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছে এনভিএস-০২-কে। ইসরোর অন্দরে মজার ছলে জিএসএলভি গোত্রের রকেটকে 'নটি বয়' বলে ডাকা হয়। তার কারণ, এই রকেট উৎক্ষেপণে অতীতে বহুবার ব্যর্থ হয়েছে ইসরো। তবে সাম্প্রতিককালে জিএসএলভি উৎক্ষেপণের সাফল্য থেকে স্পষ্ট, দুষ্টু ছেলে এখন যথেষ্ট স্মার্ট হয়ে উঠেছে।

সফল উৎক্ষেপণের পর ইসরোর চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন বলেন, 'ইসরোর মহাকাশ কেন্দ্র থেকে বছরের প্রথম উৎক্ষেপণ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এটি আমাদের ১০০তম উৎক্ষেপণ, যা ভারতের মহাকাশ গবেষণার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকও বটে। ইসরো এখনও পর্যন্ত ৫৪৮টি উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপন করেছে। এর মধ্যে ৪৩৩টি বিদেশি।' তিনি বলেন, এনভিএস-০২ হল নেভিগেশন উইথ ইন্ডিয়ান কনস্টেলেশন (ন্যাভআইসি) প্রকল্পের দ্বিতীয় উপগ্রহ। এই উপগ্রহ এখন ভারতের নিজস্ব নেভিগেশন ব্যবস্থার মেরুদণ্ড হয়ে উঠেছে। এটি সামরিক, পরিবহণ, শিপিং, ট্রেন ট্র্যাকিং এবং জরুরি সতর্কতা প্রচারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে।

নারায়ণন জানিয়েছেন, রকেট উৎক্ষেপণে প্রথম সেঞ্চুরি করতে ৪৬ বছর লেগেছে ইসরোর। পরবর্তী পাঁচ বছরে ডাবল সেঞ্চুরি করার লক্ষ্যে সংস্থা জোরকদমে এগোচ্ছে।

> ইসরোর মহাকাশ কেন্দ্র থেকে বছরের প্রথম উৎক্ষেপণ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এটি আমাদের ১০০তম উৎক্ষেপণ, যা ভারতের মহাকাশ গবেষণার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকও বটে।
>
> **ভি নারায়ণন**
> *ইসরো চেয়ারম্যান*

সিকিমে তুষারপাত, ঘনঘটা ডুয়ার্স-তরাইয়ে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি : বদলে যাওয়া আবহাওয়ায় নতুন করে বরফ চাদরে মুড়েছে সিকিমের শেরাথাং। এতটাই ভারী তুষারপাত হয়েছে যে, মন খারাপ করে নাথু লা'র পরিবর্তে গ্যাংটকের ফিরতি পথ ধরতে হয়েছে পর্যটকদের। রাস্তা পরিষ্কার না হলে বৃহস্পতিবার নাথু লা'য় যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না, স্পষ্ট করে দিয়েছে সিকিম প্রশাসন।

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব পড়েছে দার্জিলিংয়েও। বুধবার বিকেল হতেই পাহাড়ের আকাশে কালো ঘনঘটা। কিছুটা আঁচ পড়েছে ডুয়ার্সে। মালবাজার, ডামডিম সহ একাধিক জায়গার আকাশে মেঘের আস্তরণ। রোদ-মেঘের লুকোচুরি দেখা গিয়েছে তরাইয়েও।

এদিকে, সরস্বতীপুজোর আর

সরস্বতীপুজোয় মনোরম আবহাওয়া

বুধবার সিকিমের শেরাথাংয়ে তুষারপাত।

হাতেগোনা কয়েকদিন বাকি। পলাশে লেগেছে আগুনে রং। কুয়াশায় মোড়া সকালে কনকনে ঠান্ডায় স্নান করে অঞ্জলি দেওয়ার স্মৃতি আজও টাটকা, বলছিলেন শিলিগুড়ির সুভাষপল্লির বাসিন্দা শ্যামাপদ দাস। অন্যদিকে, আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা দেখে কিছুটা উদ্বিগ্ন জেন জি'রা।

তাদের সঙ্গে কথা বলতেই প্রথম প্রশ্ন ধেয়ে এল, 'এবার সরস্বতীপুজোয় কি বৃষ্টি হবে?' সকলকে স্বস্তি দিয়ে পূর্বাভাস বলছে, এখনও পর্যন্ত তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। বরং পুজোর দিন মনোরম আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনাই বেশি। তবে সকাল এবং রাতে ঠান্ডার প্রকোপ থাকবে যথারীতি।

হাওয়া অফিসের রিপোর্ট মোতাবেক, পুজোর দু'দিন- রবি এবং সোমবার পশ্চিমী ঝঞ্ঝার তেমন প্রভাব থাকবে না। বর্তমান ঝঞ্ঝার প্রভাব কেটে গেলেই আকাশ ঝলমলে হয়ে উঠবে। এছাড়া আবহবিদরা জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গে নতুন করে কুয়াশার প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আবহাওয়ার যা পূর্বাভাস, তাতে উত্তরবঙ্গের সর্বত্রই দু'তিনদিন কুয়াশা থাকার সম্ভাবনা প্রবল।

বৃহস্পতিবার মেঘমুক্ত আকাশ থাকবে। উত্তুরে হাওয়া প্রবেশের পথে কোনও বাধা না থাকায়, সকাল ও রাতে শীত অনুভূত হবে ভালোই। যেমনটা টের পাওয়া যাচ্ছে বুধের রাত থেকেই। সরস্বতীপুজো পরবর্তী সময়ে নতুন করে কোনও ঝঞ্ঝার আগমন না ঘটলে শীতের ছুটির ঘণ্টা বাজারও প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আবহবিদদের বক্তব্য, অন্তত হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গ থেকে শীত বিদায় নিতে নিতে ফেব্রুয়ারির শেষ।

আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'ঝঞ্ঝার প্রভাবে সিকিমের বেশ কিছু এলাকায় তুষারপাত ও বৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবারও পার্বত্য কিছু এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সমতল এলাকাগুলিতে থাকবে কুয়াশার দাপট।'

উত্তরে জিবিএস আক্রান্তের হদিস

শিলিগুড়িতে চিকিৎসাধীন কোচবিহারের শিশু

নিউজ ব্যুরো

২৯ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গেও বিরল গুলেন বারি সিনড্রোমে (জিবিএস) আক্রান্তের হদিস মিলল। কোচবিহারের বাসিন্দা চার বছরের এক শিশু জিবিএসে আক্রান্ত হয়ে শিলিগুড়িতে চিকিৎসাধীন। মেয়ের চিকিৎসার খরচ সামলাতে নাজেহাল বাবা সরকারি সহায়তা চাইছেন। চিকিৎসকরা জানান, শিশুটি চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছে। তবে, এই ধরনের সংক্রমণে দ্রুত রোগীর শারীরিক অবস্থা খারাপ হতে পারে। কোচবিহারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস বলেন, 'শিশুটিকে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক দেখে এসেছেন। কোচবিহারে রোগীর বাড়ির এলাকাতেও নজর রাখা হচ্ছে। তবে, আরও কেউ আক্রান্ত হওয়ার খবর নেই।' এরই মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনার জগদ্দলের বাসিন্দা দেবকুমার সাউ (১০) নামে ওই বালকের মৃত্যু হয়েছে।

রাজ্যে জিবিএস আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বুধবার স্বাস্থ্য ভবনে স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমের নেতৃত্বে দপ্তরের বৈঠকে সব জেলা থেকে রিপোর্ট তলব করা হয়। জিবিএস উপসর্গ নিয়ে আসা রোগী ভর্তি হলে সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য ভবনকে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বেসরকারি হাসপাতালগুলির সঙ্গেও সমন্বয় রাখতে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যসচিব জানান, পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হয়েছে। আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। রাজ্যের হাসপাতালগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে। গত কয়েকদিনে মুম্বই, পুনেতে শতাধিক এমন রোগী মিলেছে। আক্রান্তের মধ্যে শিশুর সংখ্যাই বেশি। ১৪ জন ভেন্টিলেশনে রয়েছে। এরই মধ্যে কোচবিহারের শিশু আক্রান্তের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

চিকিৎসকরা বলছেন, জিবিএস মূলত স্নায়ুর সমস্যা। শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমলে এর সংক্রমণ ঘটে। জিবিএস আক্রান্ত হলে নার্ভ বিকল হয়। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্রুত অসাড় হয়ে ঝিমঝিম ভাব, হাঁটাচলায় ভারসাম্যের অভাব

> পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হয়েছে। আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। রাজ্যের হাসপাতালগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে।
>
> **– নারায়ণস্বরূপ নিগম**
> রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব

দেখা দিতে পারে। এমনকি রোগীর প্যারালাইসিসও হয়।

কোচবিহারের চার বছর দু'মাস বয়সি এই শিশুটি অবশ্য সম্প্রতি অসুস্থ হয়নি বলে অভিভাবকদের দাবি। শিশুটির বাবা সুমন মণ্ডল বলেন, 'গত ১৩ জানুয়ারি সকাল থেকে মেয়ে পা নাড়াতে, উঠে বসতে পারছিল না। কোচবিহারে এক চিকিৎসক মেয়েকে শিলিগুড়িতে আনার পরামর্শ দেন। সেদিনই অ্যাম্বুল্যান্সে মেয়েকে শিলিগুড়িতে আনি। পথে মেয়ের শরীরের অঙ্গ অসাড় হচ্ছিল। এখানে চিকিৎসক দেখে মেয়েকে বর্ধমান রোডের এক নার্সিংহোমে ভর্তি করাতে বলেন। সেখানে চিকিৎসকরা বিভিন্ন পরীক্ষার পর জানান যে, মেয়ের জিবিএসের সংক্রমণ হয়েছে। পুরোপুরি সুস্থ হতে দেড়-দু'মাস ফিজিওথেরাপি করাতে হবে।' শিশুটির মা মণিকার বক্তব্য, 'কয়েকদিন চিকিৎসার পর ১৯ জানুয়ারি মেয়েকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। পরদিনই বাড়ি ফিরি। মাঝে একদিন ভালো থেকে মেয়ের ফের বুকে ব্যথা, নিঃশ্বাসের সমস্যা শুরু হয়। ফের কোচবিহারের নার্সিংহোম থেকে মেয়েকে শিলিগুড়িতে আনার পরামর্শ দেওয়া হয়। এখন এখানে ভর্তি আছে।'

শিশুটির চিকিৎসক জিপি সাপকোটা বলেন, 'জিবিএসের সংক্রমণে শিশুটি দুর্বল। নার্ভগুলি অকেজো হচ্ছিল। জিবিএস সংক্রমণ নিয়ে নিশ্চিত হয়েই শিশুটিকে ভেন্টিলেশনে দিয়েছিলাম। একজন শিশু নিউরোলজিস্টও দেখছেন। এখনও শিশুটি শারীরিকভাবে প্রচণ্ড দুর্বল। তবে, তাকে ভেন্টিলেশন থেকে বের করে হাইফ্লো নেজাল ক্যানুলার মাধ্যমে বাইরে থেকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। আশা করছি, দ্রুত সুস্থ হবে। তবে, এই ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণে যে কোনও সময় শারীরিক অবস্থা খারাপ হতে পারে।'

নার্সিংহোমে শিশুটির দৈনিক চিকিৎসা খরচ ৪৫-৫০ হাজার টাকা। ছোট্ট গ্যারাজ চালানো সুমন মেয়ের চিকিৎসার খরচ মেটাতে সরকারের কাছে আবেদন করেছেন। তিনি বলেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় মেয়ের অসুস্থতা জানানোর পরে কিছু সহযোগিতা পেয়েছিলাম। সেটা দিয়ে নার্সিংহোমে কিছু টাকা জমা করেছি। কিন্তু আর সম্ভব হচ্ছে না।

তিনবিঘা ভ্রমণ নিয়ে প্রশ্ন

মেখলিগঞ্জ, ২৯ জানুয়ারি : কাজ নেই। বিধানসভার অনগ্রসর স্থায়ী কমিটির সদস্যরা শুধু ঘুরতেই এলেন মেখলিগঞ্জের তিনবিঘা করিডরে। যা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে সীমান্তে। বছরখানেক আগে একইভাবে বিধানসভার বন বিভাগের স্থায়ী কমিটির সদস্যরাও তিনবিঘা করিডর ও জয়ী সেতু দেখতে এসেছিলেন। সেই সময় অবশ্য পর্যটনের বিষয়ে আশ্বাস মেলেছিল। তবে এবার অবশ্য অনগ্রসর স্থায়ী কমিটির সদস্যরা কোনওরকম আশ্বাস দেননি। বরং তাঁরা জানিয়েছেন অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের একটি অডিটোরিয়াম তৈরি হচ্ছে মাথাভাঙ্গায়। সেই কাজ দেখতে ও কোচবিহারে অন্য কাজে এসেছেন।

উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণের অনেক বিধায়ক সহ পদাধিকারী রয়েছেন ওই কমিটিতে। রাজগঞ্জের বিধায়ক জানান, অনগ্রসর স্থায়ী কমিটির একটি অডিটোরিয়াম তৈরি হচ্ছে মাথাভাঙ্গায়। সেই কাজ খতিয়ে দেখতে আসা। সেখান থেকে কমিটির অনেক সদস্য তিনবিঘা করিডর দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেকারণে তাঁদের নিয়ে আসা হয়েছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, তিনবিঘা করিডরে দূরদূরান্তের মানুষ ঘুরতে এলেও এখানে পর্যটনের ভাবনার কোনও উদ্যোগ নেই। স্থানীয় প্রকাশ রায় বলেন, 'তিনবিঘা করিডর সংলগ্ন তিনবিঘা পার্কের অবস্থা বেহাল। আধিকারিক থেকে বিভিন্ন কমিটির সদস্যরা এসে ঘুরে চলে যান।'

মারধর

শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি : নেশার সামগ্রী বিক্রির প্রতিবাদ করায় মারধরের অভিযোগ উঠল প্রধাননগর থানার সমরনগরের বাসন্তী মন্দির এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা টুটান সরকারের অভিযোগ, 'রবিবার সন্ধ্যায় আমার ভাই ও বন্ধুরা পিকনিক করে বাড়ি ফিরছিল। সেই সময় তারা এলাকারই বাসিন্দা বিজয় পাসোয়ানকে নেশা জাতীয় সামগ্রী বিক্রি করতে দেখে।' এর প্রতিবাদ করলে টুটানের ভাই লিটন ও তার দুই বন্ধুকে বিজয় ও তার পরিবারের লোক মারধর করে বলে অভিযোগ। ঘটনায় লিটন ও তার বন্ধু সঞ্জয় বর্মন গুরুতর আহত হয়। মঙ্গলবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন টুটান। তদন্ত করছে পুলিশ।

ট্যাব কাণ্ডে

প্রথম পাতার পর

মেডিকেল লিভ বাড়ানোর আর্জি জানিয়ে আবেদন পাঠিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর বাড়িতে হানা দিয়েছিল পুলিশ। এমনকি মাঝিয়ালি এলাকায় তাঁর ভাড়াবাড়ি ও দোকানে হানা দেয় লালবাজার পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। সূত্রের খবর, বুধবার ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের দলুয়ায় গ্রামের বাড়ি থেকে তাঁকে প্রথমে আটক করে পুলিশ। জেরার পর তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

মমতাজুল মূলত ইসলামপুরের বাড়িতেই থাকতেন। কখনো কখনো মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁচাকালী এলাকায় ভাড়া ঘরে থাকতেন। হঠাৎ এদিন তিনি গ্রামের বাড়িতে ঢুকতেই পুলিশ হাজির হয়। সকালে তাঁকে পুলিশ পাকড়াও করতেই এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। গ্রামবাসীরা সকলেই জানতেন বেশ কিছুদিন ধরে মমতাজুলকে ট্যাব কাণ্ডে খুঁজছে পুলিশ। ওই এলাকারই বাসিন্দা প্রাথমিক শিক্ষক দিবাকর দাসকে ইতিমধ্যে ট্যাব কাণ্ডে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দিবাকর গ্রেপ্তার হওয়ার পরই এলাকা ছেড়ে উধাও হয়েছিলেন মমতাজুল। ১৮ নভেম্বর থেকে মেডিকেল লিভ নিয়েছিলেন তিনি।

ট্যাব কেলেঙ্কারির অন্যতম হটস্পট বলে চোপড়ার ঘিরনিগাঁওকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। স্থানীয় সূত্রে খবর, মমতাজুল চোপড়ায় শাসকদলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতার স্নেহভাজন ছিলেন। দলের শিক্ষক সংগঠনেও তিনিই ছিলেন শেষ কথা। ফলে মমতাজুল ইস্যুতে অস্বস্তি বাড়ছে ঘাসফুল শিবিরে। তৃণমূলের চোপড়া ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষের (নাথু) প্রতিক্রিয়া, 'একজন শিক্ষকের এই ধরনের কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়া দুর্ভাগ্যজনক। এমনটা কাম্য ছিল না। দলীয় স্তরেও বিষয়টি আমরা দেখছি।'

চল আজ ডানা মেলে উড়ি

তামিলনাড়ুর তিরুভাল্লুরের এক জলাশয়ে পরিযায়ী পেন্টেড স্ট্রোকের ঝাঁক। বুধবার। -পিটিআই

মহাকুম্ভ থেকে...

পায়ে আটকাচ্ছে জামা, জুতো

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার থেকে যখন কুম্ভমেলার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলাম, তখন ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারিনি এমন পরিস্থিতির সাক্ষী হতে হবে। আমরা অবশ্য মৌনী অমাবস্যায় স্নানের কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে যাইনি। তাই এদিন ভোররাতে স্নান করার সময় যখন ওই দুর্ঘটনা ঘটে, আমরা তখনও সেখানে পৌঁছাইনি। পৌঁছেছি আরেকটু পরে। সকাল ৯টা নাগাদ। ততক্ষণে উত্তরপ্রদেশ সরকার অবশ্য পরিস্থিতি সামাল দিতে ময়দানে নেমে পড়েছে। আমরা গিয়ে দেখলাম, চারিদিকে জামাকাপড়, জুতো, শীতের পোশাক, খেলনা ইত্যাদি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। দেখে বোঝা যাচ্ছিল, সেখানে কিছু একটা বড় ঘটনা ঘটে গিয়েছে।

মঙ্গলবার রাত থাকতেই প্রয়াগরাজে তীর্থযাত্রীদের ঢল নামে। ব্রাহ্মমুহূর্তে স্নানের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন সকলে। ত্রিবেণি সংগমস্থল থেকে কয়েকশো মিটার দূরে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা। সেই সময় পিছন থেকে ধাক্কা লেগে তীর্থযাত্রীদের কয়েকজন মাটিতে পড়ে যান। ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে যায়। আরও অনেকে মাটিতে পড়ে যান। বললেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। পরিস্থিতি সামলাতে ঘটনার পরপরই সংগমের জায়গা ছাড়া অন্যান্য জায়গায় অবাধ যাতায়াত বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। ঘটনাস্থলে পুলিশের বিশালবাহিনী চলে আসে। মুখে মুখে দুর্ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়ে। তবে গুজব ও আতঙ্ক যাতে না ছড়ায়, সেদিকে নজর রেখেছিল পুলিশ।

ঘটনার সময় পিছনের দিকে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের পায়ে আহত ও নিহতের জামাকাপড় আটকে যায়। থমকে যান অনেকে। কোচবিহারের বাসিন্দা এক তীর্থযাত্রীর কথায়, 'মধ্যরাতে প্রয়াগরাজের ত্রিবেণি সংগমে স্নানের জন্য যাচ্ছিলাম। একে অপরের গা ঘেঁসে ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম কয়েকজন মাটিতে পড়ে গেল। তারপর ধাক্কাধাক্কি শুরু হতেই একের পর এক তীর্থযাত্রী মাটিতে পড়ে যেতে থাকেন। আমি আমার সঙ্গে থাকা এক গুরুদেব ও এক প্রতিবেশী কাকিমাকে মাটিতে পড়তে দিইনি।' পরিস্থিতি বুঝে স্নানের কথা না ভেবে সেখান থেকে বেরিয়ে যান তিনি। কোচবিহারের সেই বাসিন্দার কথায়, 'কতজন মারা গিয়েছে জানি না। তবে শুনলাম, কয়েকশো লোক মাটিতে পড়ে গিয়েছে।'

প্রয়াগরাজেই দেখা হল বিজয় ঠাকুর নামে আলিপুরদুয়ারের এক তরুণের সঙ্গে। তিনি জানালেন, ঘটনার পর পরিস্থিতি থমথমে হয়ে ওঠে। ভয়ে অনেকে স্নান করতে আর যেতেই চাইছিলেন না।

কীভাবে বাঁচলাম, জানি না

পূর্ণকুম্ভের রাত। মঙ্গলবার প্রয়াগরাজে অপরেশ সাহার তোলা ছবি।

রামপ্রসাদ মোদক

প্রয়াগরাজ, ২৯ জানুয়ারি : কাল রাতের দুঃস্বপ্নের ঘোরটা এখনও কাটেনি। থেকে থেকে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। 'ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট' এই কথাটা কাগজে বহুবার পড়েছি। চোখের সামনে দেখার অভিজ্ঞতা যে এতটা ভয়ংকর, আমার এত বছরের সাংবাদিক জীবনে তা বুঝতে পারিনি।

কুম্ভমেলা আমার কাছে নতুন নয়। এর আগে পাঁচটি কুম্ভে গিয়েছি। চারটি পূর্ণকুম্ভ এবং একটি অর্ধকুম্ভ। কিন্তু এরকম ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন কখনও হইনি। আমার গুরুদেব স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেবের প্রতিটি কুম্ভমেলায় শিবির হয়। এবার প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভেও সেক্টর ১৭ হর্ষবর্ধন মার্গ ও হরিশ্চন্দ্র মার্গে শিবির হয়েছে কোকিলামুখ মঠ এবং দহালিশহর মঠের পক্ষ থেকে। দুই শিবিরে প্রায় ২ হাজার ভক্তের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সন্ধ্যায় পুজো ও আরতির পর ঘোষণা করা হয়, রাত সাড়ে দশটায় ঠাকুর মহারাজের প্রতিকৃতি সহ ত্রিবেণি সংগমে স্নান করতে যাওয়া হবে। প্রায় ৮০০ জন মহিলা-পুরুষ-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, এমনকি শিশুদের নিয়ে রাত পৌনে এগারোটায় শোভাযাত্রা বের হয়। নাগবাসুকি চৌরা দিয়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বাঁদিকে ঘুরে শংকরাচার্য মার্গ দিয়ে সংগমের দিকে মিছিল করে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। ত্রিবেণি সংগমের কিছুটা আগে পুলিশ ব্যারিকেড করে আমাদের শোভাযাত্রা আটকে দেয়। পুলিশ শোভাযাত্রা বাঁ দিকে অনেকটা দূর দিয়ে ঘুরিয়ে দিতেই শুরু হয় বিপত্তি। বেশ কিছু গাড়ি ওই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকায় প্রচণ্ড একটি ভিড় ঠেলে কোনওরকমে সংগমে পৌঁছাই রাত ১টার দিকে।

রাত ২টো নাগাদ স্নান সেরে ফিরে আসার পথে চরম বিপর্যয় ঘটে গেল। ত্রিবেণি সংগমে তখন লক্ষ মানুষের মেলা।

পদপিষ্ট হয়ে বিপর্যয়

প্রথম পাতার পর

বুধবার সকাল থেকে মহাকুম্ভে ভিড় সামাল দিতে রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি বড় সংখ্যায় আধাসেনা ও এনএসজি মোতায়েন করা হয়। এবারের মহাকুম্ভে এর আগে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। প্রচণ্ড ঠান্ডায় অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। শেষপর্যন্ত মৃত্যু ঠেকানো গেল না মহাকুম্ভে।

বুধবার বেলার দিকেও ঘটনাস্থলে জামাকাপড়, কম্বল, জুতো, ব্যাগ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। একের পর এক অ্যাম্বুল্যান্সকে মেলা চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। তবে সকাল থেকে বিভিন্ন ঘাটে স্নানপর্বও চলেছে যথারীতি। সারাদিনে প্রায় ১০ কোটি মানুষ অমৃতস্নান করেছেন বলে প্রশাসন জানিয়েছে।

বিপর্যয়ের জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকারের দিকে আঙুল তুলছে বিরোধীরা। অমৃতস্নানের দিনগুলিতে কোটি কোটি মানুষ ত্রিবেণিতে জড়ো হবেন আঁচ পেয়েও প্রশাসন সতর্ক ছিল না বলে অভিযোগ উঠেছে। এজন্য যোগী আদিত্যনাথের সরকারকে দায়ী করেছে কংগ্রেস। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বলেন, 'সার্বিক অব্যবস্থা এবং সাধারণ মানুষের চেয়ে ভিআইপিদের দিকে বেশি নজর দিতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

ভিআইপিদের বদলে আমআদমির সুবিধা-অসুবিধাকে প্রাধান্য দিতে উত্তরপ্রদেশ সরকারকে পরামর্শ দিয়েছে কংগ্রেস। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, 'অব্যবস্থা, বিশেষ ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার এবং অতিরিক্ত আত্মপ্রচারের ফলে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করার পর এ ধরনের ঘটনা কোনওভাবে কাম্য নয়।'

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টেনে এনেছেন নির্বিঘ্নে গঙ্গাসাগরমেলা শেষ হওয়ার প্রসঙ্গ। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'গঙ্গাসাগরমেলা থেকে আমরা শিখেছি, এ ধরনের বিপুল জনসমাগম হলে সর্বোচ্চ পর্যায়ের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা দরকার হয়।' এক ধাপ এগিয়ে সমাজবাদী পার্টি নেতা অখিলেশ যাদবের বক্তব্য, 'রাজ্য সরকার কুম্ভে আন্তর্জাতিক মানের ব্যবস্থাপনা হয়েছে বলে দাবি করেছিল। এবার আসল অবস্থাটা স্পষ্ট হয়ে গেল। যাঁরা মিথ্যা প্রচার চালিয়েছেন, মৃত্যুর দায় তাঁদের নিতে হবে।' দুর্ঘটনার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বলে জানিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁকে বারবার ফোন করে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। রাজ্যকে সব ধরনের কেন্দ্রীয় সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা।

স্বামীর কারাদণ্ড

কিশনগঞ্জ, ২৯ জানুয়ারি : স্ত্রীর আত্মহত্যায় স্বামীর বিরুদ্ধে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলেন বিচারক। বুধবার কিশনগঞ্জ জেলা আদালতের অতিরিক্ত জেলা বিচারক কুমার গুঞ্জন এই নির্দেশ শোনান স্বামী মহম্মদ নৌশাদ আলমকে। এছাড়াও অতিরিক্ত পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আদালত সূত্রে খবর, ২০১৯ সালে নৌশাদের স্ত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার হয় ঝুলন্ত অবস্থায়। সরকারি আইনজীবী সুরেন প্রসাদ সাহা জানান, উভয়পক্ষের আইনজীবীদের দীর্ঘ শুনানি, সাক্ষীর বয়ানের ভিত্তিতে এই রায় শোনান বিচারক।

রাজধানী হলে

প্রথম পাতার পর

মজবুত হবে বলেই মনে করছেন গোয়েন্দা এবং প্রাক্তন সেনাকর্তারা। প্রাক্তন বায়ুসেনা আধিকারিক তরুণকান্তি রায়ের কথায়, 'শুধু রাজনৈতিক চমক না দিয়ে শিলিগুড়িকে প্রকৃত অর্থেই দ্বিতীয় রাজধানী হিসাবে গড়ে তোলা উচিত। সেটা জাতীয় নিরাপত্তা সহ উত্তরবঙ্গের জন্য মাইলস্টোন হবে।'

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বছর তিনেক আগেই কারণ উল্লেখ করে শিলিগুড়ির প্রশাসনিক গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য তাঁদের পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও রাজ্য সরকারের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। শিলিগুড়ি দ্বিতীয় রাজধানী হলে তাদের কাজে সুবিধা হবে বলেই মনে করছেন ওই আধিকারিক।

বড় রাজনৈতিক দলগুলির প্রত্যেকেই কেউ ঘুরিয়ে কেউ সরাসরি শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী করার পক্ষে সওয়াল করেছেন। প্রশাসনিক গুরুত্বের বিবেচনায় শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী করা উচিত বলেই মনে করছেন তৃণমূল নেতা এবং ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। কোনও রাখঢাক না রেখেই তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মিনি সচিবালয় তৈরি করেছেন। উত্তরবঙ্গ এখন অনেক বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। তবে নানা কাজে এখনও আমাদের কলকাতায় ছুটতে হচ্ছে। শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী করার যে দাবি উঠেছে তা অন্যায্য নয়। শিলিগুড়িতে রাজধানী হলে সার্বিকভাবে উত্তরবঙ্গের গুরুত্ব আরও বাড়বে।'

কৃষ্ণেন্দুর মতো সোজাসাপটা কথা না বললেও শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী করার দাবি এবং প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেননি শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তাঁর কথা, 'শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গের অলিখিত রাজধানী। মিনি সচিবালয়ও শিলিগুড়িতেই আছে। দ্বিতীয় রাজধানীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত সরকারই নেবে।' তাঁরাও যে শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী করার পক্ষে, ঘুরিয়ে সেকথা মেনে নিয়েছেন বিজেপি'র বিধানসভার পরিষদীয় দলনেতা শংকর ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'শিলিগুড়ি শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, উত্তর-পূর্ব ভারতের ভরকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। সেকথা বারবার বলেছি। প্রাসঙ্গিক বলেই প্রায় সব মহল থেকেই সময়ের সঙ্গে শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী করার দাবি উঠেছে। গুরুত্ব দিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ওই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার।'

কংগ্রেস নেতা শংকর মালাকার শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী করার পক্ষে জোর সওয়াল করে থেমে থাকেননি। ওই দাবিতে আন্দোলন করার বার্তাও দিয়েছেন। শংকরের কথা, 'বিধায়ক থাকাকালীন বিধানসভার ভেতরে বারবার শিলিগুড়ির প্রশাসনিক গুরুত্ব বৃদ্ধির দাবি তুলেছিলাম। কোনও ভেদাভেদ না রেখে উত্তরবঙ্গের স্বার্থে সকলের এক হয়ে শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী করার দাবিতে সোচ্চার হওয়া দরকার।'

দ্বিতীয় রাজধানীর প্রশ্নে কৌশলী উত্তর দিয়েছে সিপিএম। দলের নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য এখনই বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি। দলের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠকের বক্তব্য, 'আমরা পরিকল্পিতভাবে মানুষের উন্নয়ন চাই। ভোটের রাজনীতির চমক নয়। সঠিক পরিকল্পনা থাকলে রাজধানী হল কী হল না তাতে উন্নয়ন আটকে থাকে না।'

ফের আশা নিয়ে নজর কেন্দ্রীয় বাজেটে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি : আরও একবার প্রত্যাশা নিয়ে শনিবারের জন্য অপেক্ষায় শিল্প-বাণিজ্য মহলের পাশাপাশি সাধারণ নাগরিক। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বাজেটের ঝুলি থেকে কী 'উপহার' বের করেন, সেদিকে এখন নজর সকলের। 'এটা চাই', 'ওটা চাই' বলে দাবিও জোরালো হচ্ছে ক্রমশ। কিন্তু বাস্তবে কী সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয় প্রত্যাশার বাজেট? শিল্প-বাণিজ্য থেকে পর্যটন মহল সকলেই বাজেটকে 'আশ্বাসের বৃত্তে' রাখছে। এর মূলে রয়েছে অনেক কিছু না পাওয়ার যন্ত্রণা। তাই বাজেটে নজর থাকলেও, তার প্রতিফলন নিয়ে সন্দেহ দূর হচ্ছে না।

'২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের মুখে নির্মলা সীতারামন অন্তর্বর্তী যে বাজেট পেশ করেছিলেন, তাতে পর্যটনে দখিনা বাতাস লাগার প্রবল সম্ভাবনা ছিল। তাঁর প্রস্তাবিত বাজেটে পর্যটনের ক্ষেত্রে 'কর্পোরেট ধাঁচ'-এর স্পর্শ ছিল। শিলিগুড়ি সহ এই অঞ্চলে হওয়া জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের প্রভাব আন্দাজ করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেটকে দু'হাত তুলে স্বাগত জানিয়েছিল পর্যটন মহল। কিন্তু এক বছর পেরিয়ে কর্পোরেট ধাঁচ অন্তঃসারশূন্য ছাড়া কিছুই মনে হচ্ছে না।

হোমস্টের ক্ষেত্রে বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট প্রশিক্ষণ এবং চালকদের ট্রেনিং ছাড়া এখনও পর্যন্ত পর্যটনমন্ত্রকের তেমন কোনও উদ্যোগ নজরে পড়েনি। তাও এমন উদ্যোগের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা নিচ্ছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠনগুলি। ক্রস বর্ডার ট্যুরিজম বা পর্যটনের জন্য সীমান্ত এলাকাগুলির উন্নতিসাধনের প্রস্তাব ছিল বাজেটে। কিন্তু বাস্তবে সিকিম কিছুটা আর্থিক সাহায্য পেলেও উত্তরবঙ্গের খাতা শূন্য। এমনকি ইন্টিগ্রেটেড ট্যুরিজম সার্কিটও এখন হয়নি। অর্থাৎ নেচার (পাহাড়, ডুয়ার্স, তরাই) হেরিটেজ

(কোচবিহার, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বিষ্ণুপুর) এবং কোস্টাল ট্যুরিজম সংক্রান্ত প্রস্তাবের বাস্তবায়ন দেখা যাচ্ছে না।

কর্পোরেট ধাঁচ বলতে প্রথমেই সামনে আসে অর্গানাইজিং, প্রফেশনালিজম। কিন্তু বাস্তব বলছে, পর্যটনের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতি গ্রহণ করতে পারেনি কেন্দ্র। যে কারণে ডেটা ব্যাংক নেই সব ক্ষেত্রে। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বললেন, 'গত বছরের বাজেট দেখে প্রত্যাশা অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অনেককিছুই পাওয়া যায়নি। এমনকি নর্থ-ইস্ট কাউন্সিলের বৈঠকে এখন আর ডাক আসে না।'

গতবারের বাজেটে শিল্প ঘিরেও ছিল বিস্তর প্রত্যাশা। এমএসএমই'র ক্ষেত্রে মার্কেট তৈরির প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু কোথায় সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন। কৃষিক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশন হয়নি। ফলে চাষির 'শিক্ষার পরিধি' যেমন বাড়েনি, তেমনই তাঁরা নিজেদের উৎপাদিত ফসল বাইরের মার্কেটে নিয়ে যেতে পারছেন না। বাজেট প্রস্তাবে থাকা শিল্প ও বাণিজ্য উন্নয়নে ক্রিটিক্যাল মিনারেল মিশন এবং ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবিউনালের পরিবর্তন ঘটিয়ে ই-কোর্টের কী হল, কেউ জানে না।

না পাওয়ার হিসাব

- বাস্তবের মুখ দেখেনি ইন্টিগ্রেটেড ট্যুরিজম সার্কিট
- বর্ডার ট্যুরিজমে সিকিম আর্থিক সাহায্য পেলেও ব্রাত্য বাংলা
- কর্পোরেট ধাঁচের থেকে বাইরে উত্তরের পর্যটন
- এমএসএমই-র জন্য এখনও গড়ে ওঠেনি বিপণনকেন্দ্র
- ডিজিটালাইজেশন থেকে আলোকবর্ষ দূরে কৃষিক্ষেত্র

মেনি-ডগির রূপচর্চা

শিলিগুড়িতেও এখন পোষ্যদের জন্য খুলে গিয়েছে বেশ কিছু স্যালন। সেখানে গিয়ে বাথটাব, ঈষদুষ্ণ জল, শ্যাম্পু, সুগন্ধিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে সাজুগুজু করে একটু আয়েশ করে নেবার সুযোগ পায় পোষ্য কুকুর, বিড়ালরা। এখন স্যালনে ওদের নিয়ে যাওয়ার হাইপটা তুলনামূলকভাবে অনেকটাই বেড়েছে, আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি : সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে অনেককিছুই শিখছে মানুষ। শুধু খারাপ নয়, ভালো কিছু শেখার তালিকাটাও দীর্ঘ। এই যেমন বাড়ির পোষ্যদের নিয়ে এখন অনেক বেশি সচেতন হচ্ছেন সকলে। তাদের সুস্থ, সুন্দর এবং গ্রুমড রাখতে পোষ্যদের জন্য তৈরি বিশেষ স্যালনেও নিয়ে যাচ্ছেন পোষ্যের মালিকরা। স্যালনকর্মী, পোষ্য মালিকরাও অকপটে স্বীকার করছেন সোশ্যাল মিডিয়ার অনেক ভিডিও দেখেই এখন পোষ্যদের নিয়ে সচেতনতা বেড়েছে।

বাড়ির পোষ্য বাড়ির সদস্যও বটে। নিজেকে ফিট এবং গ্রুমড রাখার পাশাপাশি পোষ্যের গ্রুমিংও নাকি ভীষণ প্রয়োজন। তাহলেই আপনার পোষ্য থাকবে সুন্দর এবং সুস্থ। এই গ্রুমিং হল পোষ্যকে পরিষ্কার রাখা।

মানুষের মতো স্যালনে গিয়ে ফেসিয়াল, ওয়্যাক্স না করালেও পোষ্যের জন্য বেশ কিছু জিনিস করার প্রয়োজন রয়েছে। যেমন ধরুন পোষ্যদের চুল কাটা, চোখ পরিষ্কার করা, নখ কাটা, কানের নোংরা পরিষ্কার করা, স্নান করানো সহ আরও অনেক কিছু।

মাস দুয়েক অন্তর অন্তর পোষ্যকে নিয়ে এসএফ রোডের একটি স্যালনে যান অনিশা আগরওয়াল। তাঁর কথায়, কিছু জিনিস বাড়িতে করে নেওয়া গেলেও আবার কখনো-কখনো পোষ্যকে বাগে আনা মুশকিল হয়ে যায়। আমার একটি গোল্ডেন রিট্রিভার রয়েছে। মাঝেমধ্যে ওকে নিয়ে শরণাপন্ন হতে হয় পেশাদারদের কাছে।

শিলিগুড়িতে এখন এই বিষয়ে পেশাদার মানুষ ও স্যালনের অভাব নেই। শিলিগুড়িতেও এখন পোষ্যদের কথা মাথায় রেখে খুলে গিয়েছে বেশ কিছু স্যালন। সেখানে গিয়ে অনেকক্ষণ আয়েস করে নেয় পোষ্য কুকুর, বিড়ালরা। তাদের জন্য বাথটাব, ঈষদুষ্ণ জল, শুকোনোর জন্য ড্রায়ার, পোষ্যের জন্য আলাদা ধরনের শ্যাম্পু, সুগন্ধি সহ হরেকরকমের ব্যবস্থা রয়েছে।

চম্পাসারি এলাকায় পোষ্যদের একটি স্যালনের ইনচার্জ রবি শর্মা বলেন, 'পোষ্যরা যখন বাইরে হাঁটতে যায় তখন তার গায়ে নানা নোংরা লাগে, তাদের লোমের মধ্যে পোকামাকড় বাসা বাঁধে। কুকুর, বিড়ালের তুলনায় বেশি বাইরে ঘুরে বেড়ায়। ফলে তাদের শরীর বেশি নোংরা হয়। নোংরা ঠিকমতো পরিষ্কার করা না হলে, পোকামাকড় সরিয়ে ফেলা না হলে এ থেকে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।'

এইসব থেকে পোষ্যকে আগলে রাখতেই এখন পোষ্যকে নিয়ে মানুষ ছুটছেন স্যালনে। এখানে যে পেশাদার মানুষ রয়েছেন তাঁরা পোষ্যদের সুন্দর, সুস্থ, স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করেন।

রবির কথায়, 'বিড়ালের ত্বক সেনসিটিভ হয়। তাই বিড়ালের গ্রুমিং-এর সময় আমরা বিড়ালের মালিককে সঙ্গে থাকার অনুরোধ করি। কুকুরের অনেক প্রজাতি রয়েছে। আক্রমণাত্মক মনে হলে সেক্ষেত্রে মালিককে থাকার কথা বলা হয়।' ছন্দা মজুমদার বলেন, 'আমার পোষ্য কুকুর একটু জেদি। ছোটবেলায় বাড়িতেই ওকে পরিষ্কার করিয়ে নিলেও এখন অনেকটা বড় হয়েছে। এখন যতটুকু বাড়িতে সম্ভব করে নিয়ে তারপর স্যালনে নিয়ে যাই। ওরা যত্ন করে সব করে দেয়।' আদরের বিড়াল জ্যাকিকেও মাঝেমধ্যে স্যালনে নিয়ে গিয়ে গ্রুমড করিয়ে নেন ইপ্সিতা সাহা।

একটি স্যালন ও পেট শপের অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টোর ম্যানেজার রণজিৎ দাস বলেন, 'এখন পোষ্যের যত্নের দিকে বেশি খেয়াল রাখছেন মালিকরা। এতে সোশ্যাল মিডিয়ারও একটা বড় অবদান রয়েছে। তাই এখন স্যালনে ওদের নিয়ে আসার হাইপটা তুলনামূলকভাবে অনেকটাই বেড়েছে।'

বিভিন্ন স্যালনগুলোতে কথা বলে জানা গেল পোষ্যদের স্যালনে গ্রুমিং-এ কী কী করা হচ্ছে খরচটাও তার ওপরই নির্ভর করে। তবে ১০০০-২০০০ টাকা খরচ করলেই এক্কেবারে গ্রুমড করে তোলা সম্ভব আপনার পোষ্য কুকুরকে। শুধু স্নান করানোর জন্য খরচ পড়তে পারে ১৯৯ টাকা। পোষ্যের থাবা এবং পটি এরিয়া পরিষ্কার করে নেওয়ার জন্য খরচ পড়তে পারে ৮২০ টাকা। বিড়ালের গ্রুমিং-এ খরচ পড়তে পারে ১৫০০ টাকা।

কী করা হয়

পোষ্যদের চুল কাটা, চোখ পরিষ্কার করা, নখ কাটা, কানের নোংরা পরিষ্কার করা, স্নান করানো

কেন প্রয়োজন

পোষ্যেরা বাইরে গেলে তার গায়ে নানা নোংরা লাগে, তাদের লোমের মধ্যে পোকামাকড় বাসা বাঁধে

ঠিকমতো পরিষ্কার করা না হলে এ থেকে পোষ্যদের ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে

কেমন খরচ

- গ্রুমিং-এ কী কী করা হচ্ছে স্যালনের খরচ অনেকটা তার ওপরই নির্ভর করে
- কুকুরকে ১০০০-২০০০ টাকা খরচ করলেই গ্রুমড করে তোলা সম্ভব
- শুধু স্নান করানোর জন্য খরচ পড়তে পারে কমবেশি ১৯৯ টাকা
- থাবা এবং পটি এরিয়া পরিষ্কার করে নেওয়ার জন্য খরচ ৮২০ টাকা
- বিড়ালের গ্রুমিং-এ খরচ পড়তে পারে ১৫০০ টাকা

উচ্ছেদের বাইরে তৃণমূল কার্যালয়

প্রশ্ন উঠেছে কাওয়াখালিতে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি : একের পর এক দোকানকে ধরানো হয়েছে উচ্ছেদের নোটিশ। কাওয়াখালির মোড় থেকে হানড্রেড ফিটের মোড় পর্যন্ত উচ্ছেদের ক্ষেত্রে সাতদিনের সময়সীমা বেঁধেও গিয়েছে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এমন নোটিশ পৌঁছায়নি সরকারি জমি দখল করে গড়ে ওঠা তৃণমূল কার্যালয়ে। তাই শাসকের ক্ষমতা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে কাওয়াখালিতে। 'একই যাত্রায় পৃথক ফল' কেন হবে, প্রশ্ন তুলেছেন উচ্ছেদের নোটিশ পাওয়া ব্যবসায়ীরা। এসজেডিএ-র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক অর্চনা ওয়াংখেড়ের বক্তব্য, 'অনেকবার দোকানগুলি সরানোর কথা বলা হয়েছে। তবে পার্টি অফিসে নোটিশ হয়েছে কি না, তা আমার জানা নেই।'

পুরনিগমের পাশাপাশি সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছে এসজেডিএ। কাওয়াখালির রাস্তার ধারে থাকা ৫০টি দোকানকে উচ্ছেদের নোটিশ ধরিয়ে সাতদিনের মধ্যে সরে যাওয়ায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে উন্নয়ন সংস্থাটির তরফে। যা নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন এখানকার ব্যবসায়ীরা। এরই মধ্যে তাঁদের কানে গিয়েছে পাকাপোক্ত তৃণমূল কার্যালয়টিকে ছাড় দেওয়ার বিষয়টি। আর এতেই ক্ষুব্ধ এখানকার ব্যবসায়ীরা। তাঁদের দোকান উচ্ছেদ করা হলে কেন তৃণমূলের পার্টি অফিসকে ছাড় দেওয়া হবে, কেন উচ্ছেদের নোটিশ ধরানো হবে না, প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা। সিআরপিএফ ক্যাম্প সংলগ্ন হান্ড্রেড ফিট মোড়ের কাছে তৃণমূল কংগ্রেসের মাটিগাড়া-১ অঞ্চল কমিটির কার্যালয়। যথারীতি দলীয় কার্যালয়ের সামনে উড়ছে তৃণমূলের পতাকা। রয়েছে শীর্ষ নেতৃত্বের ছবি সংবলিত হোর্ডিং। পাশেই ছোট্ট চায়ের দোকান চালান গীতা রায় হাজরা। তাঁর বক্তব্য, 'তৃণমূলের পার্টি অফিসে কোনও নোটিশ দেওয়া হয়নি। যেভাবে আমরা বসে রয়েছি, সেভাবে পার্টি অফিসটি রয়েছে। হঠাৎ করে নোটিশ দেওয়ায় চিন্তায় পড়ে গিয়েছি। এই দোকান থেকেই সংসার চালাই।' গীতার পাশেই চায়ের দোকান চালান শান্তি মল্লিক। মহিলার বক্তব্য, 'যদি সরতে হয়, সবকিছু সরাতে হবে। কেন শুধু আমাদের সরানোর জন্য নোটিশ করা হল জানি না। গরিব বলেই কি আমাদের ওপর Aনারাজ বিজেপি তোপ দাগা শুরু করে দিয়েছে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপির রেখা রায়ের কথায়, 'যদি উচ্ছেদ করতে হয়, তাহলে দোকানদারদের বিকল্প একটা ব্যবস্থা এসজেডিএ-র তরফে করে দিতে হবে। সরকারে যেহেতু তৃণমূল কংগ্রেস রয়েছে, সে কারণে শাসকদলের পার্টি অফিস উচ্ছেদে সাহস দেখাতে পারছে না এসজেডিএ।' বিজেপির মেডিকেল মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক বাপ্পা রায়ের বক্তব্য, 'এসজেডিএ-র জায়গাতে তৃণমূলের যে পার্টি অফিস রয়েছে তা আগে ভাঙা হোক। বাম আমলে কাওয়াখালিতে হাটের জন্য একটি জায়গা রাখা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার সেই জায়গাটি প্লট করে বিতরণ করেছে। হাটের জায়গাটি থাকলে এই দোকানদাররা সেখানে ব্যবসা করতে পারতেন।'

কাওয়াখালিতে তৃণমূলের এই অফিসকে ঘিরেই প্রশ্ন উঠেছে। - সংবাদচিত্র

প্রশ্ন যেখানে

- সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছে এসজেডিএ
- কাওয়াখালির রাস্তায় ৫০টি দোকানকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে
- উচ্ছেদের নোটিশ ধরিয়ে সাতদিনের মধ্যে সরে যেতে বলা হয়েছে
- নোটিশ হাতে পেয়ে চিন্তায় পড়েছেন এখানকার ব্যবসায়ীরা

দুঃস্থ মেধাবী পড়ুয়াদের বই বিতরণ

শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি : শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের প্রাক্তনীরা দুঃস্থ মেধাবী পড়ুয়াদের হাতে বই তুলে দিল। বুধবার বাঘা যতীন পার্কে ডাবগ্রাম নং-২ জিএসএফপি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচিটি হয়। স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণি এবং কলেজের পড়ুয়াদের হাতে বই তুলে দেওয়া হয়। শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের এই গ্রুপের নাম 'আমরা প্রাক্তনী।'

গ্রুপের সদস্য সুদেষ্ণা ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা বিভিন্ন স্কুলগুলোতে কথা বলি। সেখানে যারা পড়াশোনা করতে চায় কিন্তু প্রয়োজনীয় বই কিনতে পারছে না, সেই বইগুলির নাম আমাদের জানাতে বলি। আমরা সেগুলি কিনে দিই। বিগত কয়েক বছর ধরে আমরা এই কর্মসূচি করছি। এদিন প্রায় ৩০ জন ছাত্রছাত্রীকে বই দেওয়া হল। আমরা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত। সমাজের জন্য কিছু করতেই এই উদ্যোগ।' বইগুলি হাতে পেয়ে খুশি পড়ুয়ারাও।

গ্রেপ্তার তিন

শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি : গোপন সূত্র মারফত পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে মহম্মদ শিবু মজদুর কলোনির বাসিন্দা, মহম্মদ মোস্তাক ও বিজয় বর্মন কয়লা ডিপোর বাসিন্দা। মঙ্গলবার রাতে খবর আসে, কয়েকজন দুষ্কৃতী সর্বহারা কলোনি সবজি বাজারে জড়ো হয়েছে। পুলিশ সেখানে গিয়ে ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

ধৃত কারবারি

শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি : টিকিয়াপাড়া বাজারে মদের কারবারে অভিযুক্ত একজনকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম রামনাথ পাসোয়ান। তাঁর বাড়ি ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের সর্বহারা কলোনিতে। সে টিকিয়াপাড়ায় ঘুরে ঘুরে মদ বিক্রি করত বলে অভিযোগ। শিলিগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। বাজেয়াপ্ত করা হয় মদ। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

জুতো নিয়ে চুলোচুলি

শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি : ফ্ল্যাটে জুতো রাখা নিয়ে ঝামেলা দুই প্রতিবেশীর মধ্যে আর সেই ঝামেলা গড়াল চুলোচুলিতে। একই ইস্যুতে অভিযোগ দায়ের হয়েছে থানায়। অভিযোগকারী মনখুশি বিশ্বাস জানিয়েছেন, সমরনগরের বটতলায় একটি ফ্ল্যাটে দু'মাস ধরে ভাড়া থাকেন তিনি। ফ্ল্যাটের সামনে জুতো রাখা নিয়ে প্রতিবেশী নন্দিনী শর্মার সঙ্গে প্রায়ই ঝামেলা বাধে তাঁর। অভিযোগ, নন্দিনী মনখুশির জুতো মাঝেমধ্যে ছুড়ে ফেলে দেন এদিক-সেদিক।

২২ জানুয়ারি মনখুশির বাড়িতে এসেছিলেন তাঁর বান্ধবীরা। তাঁদের জুতো ফেলে দিলে বচসা শুরু হয় নন্দিনীর সঙ্গে। হয় চুলোচুলিও। মনখুশির অভিযোগ, 'নন্দিনী আমাকে মারধর করে। শারীরিক অসুস্থতা বোধ করায় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েছি।' মঙ্গলবার অভিযোগ দায়ের করেন মনখুশি। তদন্ত করছে পুলিশ।

সম্মানিত সাহিল চৌধুরী

মানাকাম্মা গ্রুপের এগজিকিউটিভ ডাইরেক্টর সাহিল চৌধুরী 'এক্সেলেন্স ইন রিজিওনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট' পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ইনফ্রাস্ট্রাকচার কনক্লেভ ইস্ট এডিশন ২০২৫-এর অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি তাঁকে এই সম্মান তুলে দেন।

'বড়দের বোলো হেলমেট পরতে'

পড়ুয়াদের বললেন কমিশনার

শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি : মাঝেমধ্যেই শহরের বিভিন্ন এলাকায় পথ দুর্ঘটনা ঘটছে। ঘটা করে 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কর্মসূচি চললেও দুর্ঘটনায় লাগাম পড়ছে কই? বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, বাইক, স্কুটারচালক বা আরোহীর মাথায় থাকছে না হেলমেট। বড়দের হেলমেটের প্রতি অনীহা দূর করতে এবার খুদে পড়ুয়াদের শরণাপন্ন হলেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের পদস্থ কর্তারা।

বুধবার জলপাই মোড়ে ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের অঙ্গ হিসেবে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন হয়েছিল। শিবিরে উপস্থিত ছিল খুদে পড়ুয়ারাও। সেখানে তাদের উদ্দেশ্যে পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরকে বলতে শোনা যায়, 'তোমরা বাড়িতে গিয়ে বড়দের বোলো, যাতে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় ওঁরা হেলমেট পরেন।' শুধু তাই নয়, অনুষ্ঠান চলাকালীন এদিন জলপাই মোড়ে হেলমেটবিহীন স্কুটার, বাইকচালকদের থামানো হয়। খুদে পড়ুয়ারাই তাঁদের হেলমেট পরিয়ে দেয়। পড়ুয়াদের নিয়ে একটি র‍্যালিও করা হয়েছে এদিন।

পুলিশ কমিশনারের বক্তব্য, 'পথ দুর্ঘটনায় মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। অনেকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হারাচ্ছেন। এসব ঘটনা রুখতে যাতে বাড়ির ছোটরাও বড়দের সচেতন করেন, সেজন্য আমাদের এই উদ্যোগ।' কমিশনারের পাশাপাশি জলপাই মোড়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর, শিলিগুড়ি থানার আইসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস প্রমুখ।

অন্যদিকে, সাহুডাঙ্গি হাট পিকে রায় হাইস্কুলের গেটের সামনেও এদিন পড়ুয়াদের নিয়ে শিবিরের আয়োজন করেছিল নিউ জলপাইগুড়ি ট্রাফিক পুলিশ। সেখানে পড়ুয়াদের কাছে একই অনুরোধ করা হয়। সচেতন করার পাশাপাশি পড়ুয়াদের সমস্যাও শুনেছেন পুলিশ আধিকারিকরা। পড়ুয়াদের নিয়ে র‍্যালি হয়েছে। এদিন কয়েকজন ছাত্রী ট্রাফিক আইসি টিকারাম শর্মার কাছে স্কুলের সামনে রাস্তায় ব্যারিয়ার বসানোর অনুরোধ জানায়। আইসি বৃহস্পতিবারই এব্যাপারে পদক্ষেপের বিষয়ে তাদের আশ্বাস দিয়েছেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ চৌধুরী বলেন, 'আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত ট্রাফিক আইন মেনে চলা।'

> পথ দুর্ঘটনায় মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। অনেকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হারাচ্ছেন। এসব ঘটনা রুখতে যাতে বাড়ির ছোটরাও বড়দের সচেতন করেন, সেজন্য আমাদের এই উদ্যোগ।
>
> সি সুধাকর

অন্যদিকে, জলপাই মোড়ে এদিন টোটোতে 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ'-এর স্টিকার নিজে হাতে লাগিয়ে দেন পুলিশ কমিশনার। সেবক মোড়েও এদিন হেলমেটবিহীন বাইক, স্কুটারচালকদের গোলাপ ফুল দিয়ে সচেতন করা হয়েছে।

স্পিডব্রেকার নিয়ে হুঁশ নেই রেলের

স্কুলের সামনে রাস্তায় আশঙ্কা পড়ুয়াদের

মাম্পী চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি : তিনবাত্তি মোড় থেকে এনজেপি স্টেশনে যাওয়ার রাস্তায় রয়েছে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে গার্লস হাইস্কুল। স্কুলের সামনে ব্যস্ত রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন চলাচল করে শয়ে-শয়ে গাড়ি, তেলের ট্যাংকার, লরি, ডাম্পার ও বাইক। অথচ নেই কোনও স্পিডব্রেকার। সেকারণে বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। রাস্তা পারাপারের সময় প্রায়ই দ্রুতগতির গাড়ির মুখে পড়তে হচ্ছে ছাত্রীদের, যা নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা। পড়ুয়াদের নিরাপত্তায় স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে স্পিডব্রেকার বসানোর আবেদন জানিয়েছেন অভিভাবকদের একাংশ। তবে এখনও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।

গীতশ্রী বিশ্বাস নামে এক অভিভাবক বললেন, 'প্রতিদিন মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে যাই। রাস্তা পার করে স্কুলের গেট। গাড়িগুলি দ্রুতগতিতে চলাচল করে। সেকারণে মেয়েকে নিয়ে যখন রাস্তা পার হই, তখন ভয় লাগে।'

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কৃষ্ণা দত্ত জানিয়েছেন, স্কুলে ঢোকার মুখে রাস্তায় স্পিডব্রেকার বসবে কী বসবে না, সেই বিষয়টি তাঁর এক্তিয়ারভুক্ত নয়। স্কুল পরিচালিত হয় রেলের কাটিহার ডিভিশন থেকে। তাই যা করার রেল করবে।

তিনি এমন বললেও অভিভাবক ও পড়ুয়ারা চাইছেন, স্পিডব্রেকার বসানো হোক। নইলে যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কিছু পড়ুয়ার কথায়, 'আমরাও চাই, এখানে স্পিডব্রেকার বসানো হোক। যেতে আসতে আমাদের ভয় করে।'

অভিভাবক মৃণাল রায়ের কথায়, 'স্কুল পড়ুয়াদের স্বার্থে অবিলম্বে পথ নিরাপত্তা বাড়ানো হোক। শুধু স্পিডব্রেকার নয়, জেব্রা ক্রসিং, ট্রাফিক সিগন্যাল এবং ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েনের ব্যবস্থা করা উচিত।'

এবিষয়ে কাটিহারের সিনিয়ার ডিপিও অঞ্জনীকুমার শ্রীবাস্তবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'পরিস্থিতি না দেখে কিছু বলতে বা করতে পারব না।' রেল কত দ্রুত ব্যবস্থা নেয়, সেটাই এখন দেখার।

এনজেপি রেলওয়ে গার্লস হাইস্কুলের সামনে দ্রুতগতির গাড়ি দেখে রাস্তার পাশে থমকে পড়ুয়ারা। - সংবাদচিত্র

চূড়ান্ত পর্বে প্রস্তুতির পরামর্শ

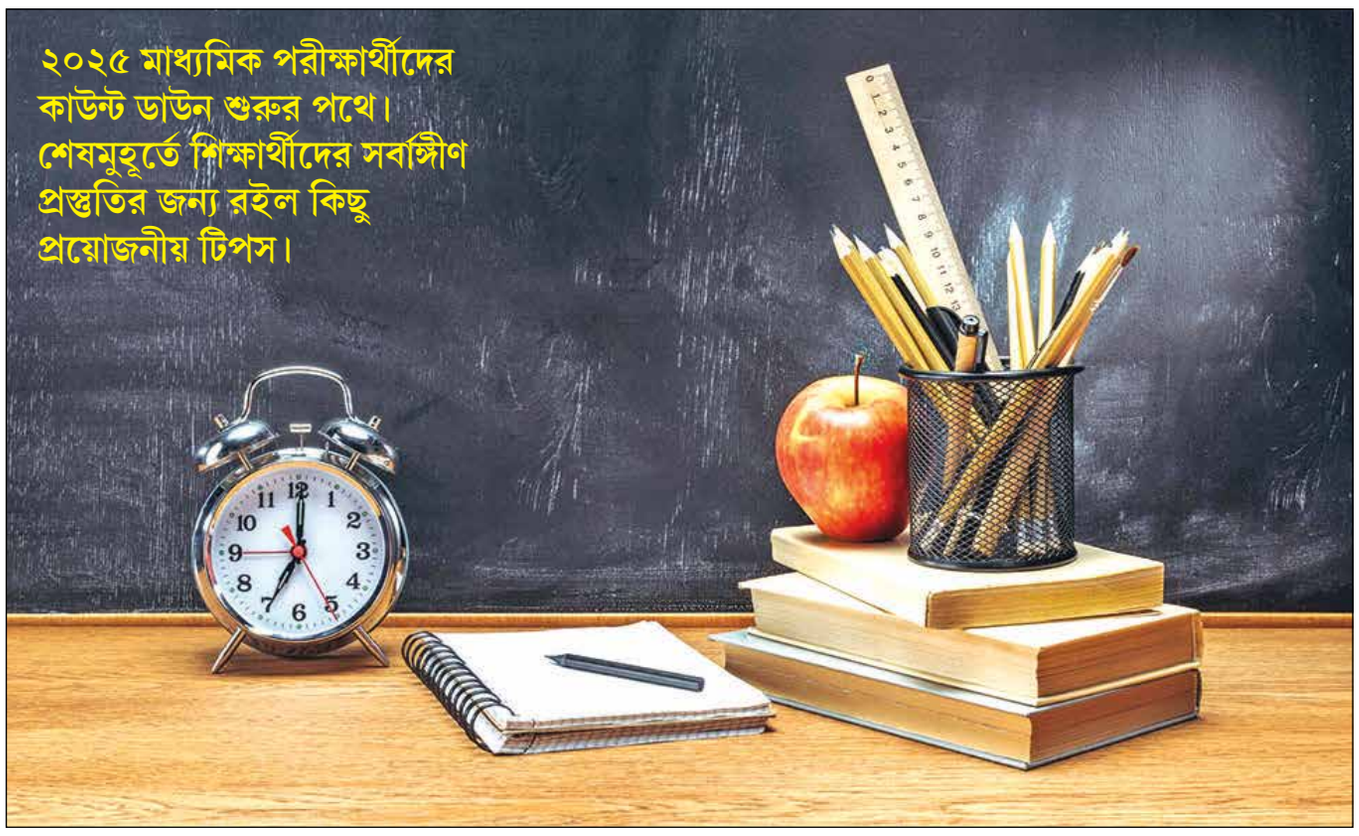

সুপর্ণা দত্ত
প্রধান শিক্ষক
বাগডোগরা বালিকা বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি

ছাত্রছাত্রীদের কাছে মাধ্যমিক তথা বোর্ডের পরীক্ষা জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা। স্বভাবতই, মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা বেশ কিছু অনিশ্চয়তা ও চিন্তার মধ্যে থাকে। জীবনের এই প্রথম বড় পরীক্ষার ঠিক প্রাকমুহূর্তে কীভাবে পড়তে হবে এবং প্রস্তুতি নিতে হবে সেই সম্বন্ধে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর ধারণা থাকে না, ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অহেতুক ভীতির সঞ্চার হয়। কিন্তু, তোমরা কি জানো, শুধুমাত্র কঠোর পরিশ্রমই ৯০ শতাংশের বেশি স্কোর পাওয়ার চাবিকাঠি নয়। হ্যাঁ, তোমরা ঠিকই পড়ছ! তোমাদের কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে তোমাদের কিছু স্মার্ট কাজ করতে হবে, যা হতে পারে তোমাদের বোর্ড পরীক্ষায় চমৎকার নম্বর পাওয়ার একমাত্র চাবিকাঠি।

যেহেতু তোমাদের প্রস্তুতিপর্ব এখন শেষপর্যায়ে সেহেতু এই সময়টুকু তোমাদের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করলে খুব অল্প সময়ে তোমাদের গোটা বছরের পরিশ্রমকে তোমরা খুব সুন্দরভাবে রেজাল্ট-এর মধ্যে তুলে আনতে পারবে।

পড়াশোনার সঠিক পরিকল্পনা করো

অনেক সময় ধরে পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করবে না। এমন একটা সময়সূচি তৈরি করো, যাতে তোমাদের প্রতিদিনের রুটিন অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রতি ৪৫-৫০ মিনিট অধ্যয়নে একটু বিরতি যোগ করো। সময়সূচির সাহায্যে প্রতিটি বিষয়ে নিজের সময় ভাগ করে নিতে পারো। এছাড়া, এটি তোমাদের টাইম ম্যানেজ করতেও সাহায্য করবে। নিজেকে প্রশ্ন করে জেনে নাও কোন বিষয়ে সময় একটু বেশি দিতে হবে।

বিষয়কে ছোট খণ্ডে ভাগ করে পড়ো

মাধ্যমিকের সব বিষয়ের সিলেবাসকে ছোট ছোট খণ্ডে বা বিষয়ভিত্তিক ভাগ করো। এরপর তোমাদের সময়সূচি অনুযায়ী সেগুলো প্রস্তুত করো। এখন যেহেতু শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি তাই যে বিষয়গুলোতে একটু সমস্যা হচ্ছে সেই জায়গাগুলোকে আর একবার চেষ্টা করো সঠিকভাবে বুঝে নেওয়ার। প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আরও ভালো এবং গভীরে বোঝার চেষ্টা চালিয়ে যাও। অতঃপর পরীক্ষার সময় তোমাদের চাপ কমবে।

সঠিক উত্তর লেখার অভ্যেস করো

বোর্ড পরীক্ষায় ৯০ শতাংশের বেশি অর্জন করার লক্ষ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলির মধ্যে একটি হল- সঠিকভাবে উত্তর লেখা। পরীক্ষা প্রস্তুতির শেষপর্যায়ে রিভিশন টাইমে

মাধ্যমিক ২০২৫

শুধুই পড়লে হবে না, একইসঙ্গে উত্তর গুছিয়ে লিখতে জানতে হবে। এগুলো তোমাকে শেষ সময়ে যে কোনও বিষয়ের কুইক গ্লান্স নিতে সাহায্য করবে।

কঠিন বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দাও

সিলেবাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিকে আরও একবার চিহ্নিত করো ও সিলেবাসের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহকে শ্রেণিবিভাগ করো। খুব নির্দিষ্টভাবে এই বিষয়গুলোর প্রতিটি অধ্যায় থেকে ঠিক কত নম্বরের প্রশ্ন আসবে তার সঠিক তথ্য যদি তোমরা খেয়াল রাখো, সহজেই তোমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে।

বারবার রিভাইস দাও

প্রতিদিন তোমাদের কাজের রিভিশন করো। এটি তোমাদের স্মৃতিশক্তিকে আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। তোমরা যদি প্রতিদিনের রিভিশনকে অবহেলা করো তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে বিষয়বস্তু ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রতিদিন রিভিশন করা শুধু তোমাদের শেখার ক্ষমতাকে তীক্ষ্ণ করে না, বরং তোমাকে এমন আরও দুর্বল জায়গাকে পরিষ্কারভাবে দেখতে সাহায্য করবে যা তোমরা আগে লক্ষ করোনি।

পাঠ্যবই পড়ো

মেইন টেক্সট বই থেকে কোনও ধারণা বা বিষয় ছেড়ে না যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করো। টেক্সট বুক শুধু বোর্ড পরীক্ষার জন্য নয়, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্যও বেস কনটেন্ট রয়েছে। পাঠ্যপুস্তক থেকে কোনও রেখাচিত্র, উদাহরণ, টেবিল বা গ্রাফ যেন বাদ না পড়ে, কারণ সেগুলি তোমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ।

বিগত বছরগুলোর প্রশ্নপত্র দেখে নাও

বিগত বছরের প্রশ্নপত্রের পাশাপাশি যতবার সম্ভব স্যাম্পল প্রশ্নপত্রের সমাধান করার চেষ্টা করো। এতে আত্মবিশ্বাস বাড়বে। মক টেস্ট সমাধান শুধু তোমাকে আরও জোরালোভাবে বিষয়ভিত্তিক কমান্ড করতেই সাহায্য করে না, বরং তোমাদের গতি এবং নির্ভুলতার দক্ষতা বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে। স্যাম্পল পেপারের মাধ্যমে অধ্যয়ন করার আরও সুবিধা আছে। এটা তোমাদের দুর্বল দিকগুলো কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে। আর অবশ্যই প্রতিক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় ধরে তোমাদের পরীক্ষাগুলো দিতে হবে।

সুন্দর জীবনশৈলী বা লাইফ স্টাইল

পরীক্ষার সময় নিজেকে চনমনে রাখা খুবই দরকার। এতদিন পড়াশোনা করার পর তোমাদের শরীরও ক্লান্তি অনুভব করে। তাই প্রতিদিন 6-7 ঘণ্টার ঘুম দরকার। যা এই বিশেষ সময়ে তোমাদের শরীর এবং মনের কার্যকারিতা অর্জন করতে সহায়তা করবে।

তোমাদের বায়োলজিকাল ক্লক এমনভাবে সেট করো যাতে পরীক্ষার যে সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় নির্দিষ্ট থাকে, ঠিক সেই সময়েই নিজেকে সজাগ এবং সচেতন রাখতে পারো। সম্ভব হলে মক টেস্টগুলো ঠিক ওই সময়টাতেই প্রতিদিন দিতে শুরু করো।

অবশ্যই যে কলম তুমি পরীক্ষার হলে ব্যবহার করবে ঠিক সেই কলম দিয়ে এই সময়ে লেখার অভ্যাস করাটাও ভীষণ জরুরি।

নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে

দিনের শুরুতেই পাঁচ মিনিটের ধ্যান তোমার মনঃসংযোগকে অনেকটা বাড়িয়ে দেবে। বারবার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ বা মোবাইলের ব্যবহার যথাসম্ভব কমিয়ে ফ্যালো। প্রয়োজনে তোমার মোবাইল বাড়ির অন্য কারও হেপাজতে রাখো যাতে কোনও গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ তুমি মিস না করো, তিনি তোমায় সময়মতো জানিয়ে দেবেন।

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি সবারই কমবেশি জানা। তবে এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের জানিয়ে রাখা ভালো, পরীক্ষার ফলাফল নির্ভর করে শুধুমাত্র ওই পরীক্ষার প্রস্তুতি ও পরীক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাসের ওপর। অযথা নিজের আত্মবিশ্বাস কমিয়ে পরীক্ষার ফল খারাপ করার কোনও যুক্তিই খাটে না।

আশা করা যায় জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাটিতে তোমরা সহজেই তোমাদের লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হতে পারবে। নিজের ওপর বিশ্বাস থাকলে তোমরা ভবিষ্যৎ জীবনেরও প্রত্যেকটা ধাপকে একইভাবে অতিক্রম করতে পারবে।

নিজেকে সবসময় বলবে ‘আমি পারি’

২০২৪ সালে উচ্চমাধ্যমিকে তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের ছাত্রী জুনাইনা পারভিন রসায়নে ১০০ শতাংশ নম্বর এবং মোট ৯৬ শতাংশ পেয়ে দার্জিলিং জেলায় দ্বিতীয় হয়েছেন। এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশে শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়ে পড়াশোনা বিভাগে নিজের প্রস্তুতির খুঁটিনাটি জানালেন তিনি।

❑ প্রথমেই বলব পরীক্ষা যেহেতু সামনেই তাই এই সময় নতুন করে কোনও কিছু পড়তে যেও না। রিভিশন দেওয়ার এই সময়ে আমি মনে করি, পাঠ্যবই থেকে বাইরে নতুন কিছু পড়ার দরকার নেই। তুমি সারাবছর যা পড়েছ তাই পরীক্ষায় আসবে এবং খুব ভালো করে লাস্ট টাইম রিভিশন করে নিতে হবে।

❑ এবার বলি লাস্ট টাইম রিভিশনে কীভাবে সব টপিক কভার করা যাবে। তোমরা জানো যে রসায়ন বিষয়ে বড় প্রশ্ন খুব কম থাকে এবং থাকলেও ছোট প্রশ্ন মিলিয়ে বড় প্রশ্ন বানানো হয় তাই লাস্ট মিনিট রিভিশনে তোমাদের পাঠ্যবইয়ের পেছনে যত ছোট প্রশ্ন থাকে সব পড়বে। আর রিভিশনের বেস্ট মেথড হল প্রশ্ন প্র্যাকটিস করা। এতে পরীক্ষায় তোমাদের প্রশ্ন চেনা ও সলভ করা খুবই সহজ হবে।

❑ organic আর inorganic chemistry-র জন্য আমার মতে ncert-এর যে বই পাওয়া যায় সেটা যদি কেউ পড়ে থাকো তাহলে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য একটা বোনাস পয়েন্ট হাতে ধরে রাখা যায়। আমার ncert-এর বই পড়ে উচ্চমাধ্যমিকে সুবিধা হয়েছে। আর যারা উচ্চমাধ্যমিকের পরে কোনও competetive exam দেওয়ার কথা ভাবছ তারা তো অবশ্যই বইটি পড়বে।

❑ এগজাম হলে যাতে শান্ত ও সুস্থ মস্তিষ্কে পরীক্ষা দিতে পারো তাই বাড়িতেই রুটিন করে অন্তত তিন ঘণ্টা ফুল সিলেবাস টেস্ট দিতে শুরু করে দাও। তাতে তোমার এগজাম হলে ভুল করার প্রবণতা কমে যাবে। আমি নিজে পরীক্ষার আগে এক মাস টানা পরীক্ষা দিতাম এবং কোথায় কোথায় ভুল হচ্ছে সেগুলো আমার mistake diary-তে নোট করে রাখতাম। পরীক্ষার আগের দিন শুধু সেই ভুলগুলোই গুরুত্ব দিয়ে দেখতাম যাতে সেগুলো সংশোধন হয়।

টপার্স টিপস
উচ্চমাধ্যমিক রসায়ন

❑ রসায়নে বিভিন্ন বিক্রিয়া যেমন Sn1, Sn2, E1, E2 ইত্যাদি এগুলো আমি মনে রাখতাম পার্থক্য করে। ফলে কোনও পয়েন্ট ভুলতাম না কখনও। মনে রাখার বুদ্ধি ও চেষ্টা খুব জরুরি।

❑ এবার বলি পরীক্ষার খাতার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে। আমি মাধ্যমিক থেকেই এই বিষয়টা খেয়াল করতাম যে আমার খাতাটা যেন এগজামিনারের মনের মতো হয়। যদি ২ নম্বরের প্রশ্নে শুধু সংজ্ঞা চেয়ে থাকে তাহলে আমি ছোট করে পাশে ১, ২টা উদাহরণ দিতাম। এছাড়াও উত্তর লেখার সময় সুন্দর বুলেট মার্কিং সহ কিংবা কলাম করে সাজিয়ে লেখার চেষ্টা করতাম। তাতে খাতার মান আরও উন্নত হত।

❑ Inorganic-এর জন্য আমি বলব পাঠ্যবইয়ের যত রিঅ্যাকশন আছে সবগুলো ভালোমতো লিখে লিখে প্র্যাকটিস করে মুখস্থ করতে।

❑ সবশেষে বলব আগের কয়েক বছরের প্রশ্নপত্র অবশ্যই একবার সমাধান করে নাও। আমি টেস্টে এবং উচ্চমাধ্যমিকের আগেও বারবার রসায়নের প্রশ্ন প্র্যাকটিস করেছিলাম যেটা আমাকে প্রশ্নের প্যাটার্নের সঙ্গে পরিচিত হতে সাহায্য করেছিল।

আশাকরি উপরের কথাগুলো কাজে লাগালে তোমাদের পরীক্ষার ভয় কমবে এবং ঠান্ডা মাথায় পরীক্ষা দিতে পারবে। যখনই হীনমন্যতায় ভুগবে নিজেকে বলবে ‘আমি পারি’, দেখবে তোমরা সব পারবে।

বাংলায় নম্বর তোলার কৌশল

পিয়ালী মল্লিক, *শিক্ষক*
কচুয়া বোয়ালমারী উচ্চবিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি

‘মাধ্যমিক পরীক্ষা’- শব্দদুটি শুনলেই পরীক্ষার্থীদের মনে আশঙ্কা, আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা, ইত্যাদি নানান দুশ্চিন্তা ভর করে। তার প্রধান কারণ- এটি তোমাদের জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা বা বলতে পারো প্রথম বোর্ডের পরীক্ষায় বসা।

দ্বিতীয়ত, আমরা বড়রা, অভিভাবকরাও এই দুশ্চিন্তাগুলো তোমাদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকাংশে দায়ী। তোমাদের পরীক্ষার ফলাফল ভালো করানোর জন্য আমরা অনেক বেশিই চাপ দিয়ে ফেলি, তোমাদের যা পরীক্ষার ভীতি আরও বাড়িয়ে তোলে।

আর সবচেয়ে বড় ও প্রধান কারণ, তোমাদের পরীক্ষার প্রস্তুতি ঠিকমতো না হওয়া। পরীক্ষার প্রতিটি বিষয়ের প্রস্তুতি যদি তোমরা ঠিকমতো করো তবে তোমাদের পরীক্ষার ফলাফল ভালো হওয়া সুনিশ্চিত। তাই অহেতুক ভয়, দুশ্চিন্তার বশবর্তী না হয়ে কীভাবে প্রস্তুতি সারলে তোমরা আশানুরূপ ফলাফল করতে পারবে সে নিয়েই খুব সংক্ষিপ্ত আলোচনা আজ করব। পরীক্ষার প্রথম দিন তোমাদের যে বিষয় থাকে, তা হল বাংলা।

পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়ো : বাংলা পাঠ্যক্রম অনুযায়ী তোমাদের বহুবিকল্পভিত্তিক (MCQ) প্রশ্ন ১৭ নম্বরের ও সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী (SAQ) প্রশ্ন ১৯ নম্বরের থাকবে অর্থাৎ মোট ৩৬ নম্বর তোমার এই অংশ থেকেই পেতে পারো, খুব সহজেই। তার জন্য তোমাদের যা করণীয় তা হল পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়া। পাঠ্যবিষয়কে যত বেশি তোমরা আয়ত্ত করতে পারবে তত ভালো নম্বর এই অংশ থেকে তোমরা তুলতে পারবে। এখানে আরও একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে, এই ৩৬ নম্বরের উত্তর সঠিক লিখতে পারলে পুরো মার্কসটাই পাওয়া সম্ভব কারণ প্রতিটি প্রশ্নের মান-‘১’ থাকার কারণে নম্বর কাটার কোনও সুযোগ নেই। তাই পাঠ্যবিষয়গুলো খুব ভালো করে খুঁটিয়ে পড়লে ৯০-এর মধ্যে ৩৬ নম্বর তোলা সহজসাধ্য।

প্রশ্নমান- ‘৩’ : এরপরে, তোমাদের প্রশ্নপত্রে লিখতে হয় ‘৩’ নম্বরের জন্য, যেখানে কমবেশি ৬০টি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখতে

মাধ্যমিক ২০২৫

হয়। বিগত কয়েক বছরের প্রশ্নপত্র পর্যালোচনা করে যা অনুমান করা যাচ্ছে তা হল – ‘নদীর বিদ্রোহ’, ‘অদলবদল’ ও ‘বহুরূপী’- এই ৩টি গল্প গুরুত্বপূর্ণ ও কবিতার ক্ষেত্রে ‘অভিষেক’, ‘আফ্রিকা’, ‘সিন্ধুতীরে’, ‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ ও ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’ – এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

প্রশ্নমান- ‘৫’ : একইরকমভাবে বিগত বছরগুলোর প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করে যা অনুমেয় বা ধারণা তাতে ‘৫’ নম্বরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ গল্পগুলি হল – ‘নদীর বিদ্রোহ’, ‘জ্ঞানচক্ষু’ ও ‘অদলবদল’ এবং কবিতার জন্য- ‘আফ্রিকা’, ‘প্রলয়োল্লাস’, ‘অভিষেক’ ও ‘অসুখী একজন’ গুরুত্বপূর্ণ। নাটক- তোমাদের একটিই আছে ‘সিরাজ-উদদৌলা’ – সেখান থেকে তোমাদের থাকবে – ‘৪’ নম্বরের প্রশ্ন। এরপর আসি প্রবন্ধের বিষয়। তোমাদের পাঠ্যবইয়ে প্রবন্ধ আছে ২টি – ‘হারিয়ে যাওয়া কালিকলম’ ও ‘ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ দুটোর মধ্যে অথবা থাকায় যে কোনও একটি লিখলেই ‘৫’ নম্বর পেয়ে যাবে।

বঙ্গানুবাদ : বঙ্গানুবাদে তোমাদের থাকবে ‘৪’ নম্বর। বঙ্গানুবাদ নিয়ে সর্বাগ্রে যেটা মনে রাখার বিষয় তা হল – অনুবাদ যেন ভাবানুবাদ হয়, আক্ষরিক অনুবাদ একেবারেই যেন না হয়। প্রতিটি শব্দের হুবহু অনুবাদ না করে পুরো লাইনটি পড়ে নিয়ে তার অর্থ বুঝে নিজের মতো করে ভাবপ্রকাশ করাই অনুবাদের ক্ষেত্রে কাম্য।

সংলাপ রচনা ও প্রতিবেদন : ‘সংলাপ’ ও ‘প্রতিবেদন রচনা’- উভয়েরই প্রশ্নমান ‘৫’ থাকে। তবে এক্ষেত্রে ‘অথবা’ থাকার কারণে যে কোনও একটি বিষয় নিয়ে লিখলেই হবে। এই বিষয়গুলি যেহেতু সৃজনাত্মক রচনাশৈলীর অন্তর্গত তাই অবশ্যই বাড়িতে লেখা অনুশীলন করবে। প্রতিবেদন রচনার ক্ষেত্রে নিয়মগুলি অবশ্যই মেনে চলবে।

ব্যাকরণ : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বাংলা পাঠক্রম ও প্রশ্ন কাঠামো অনুযায়ী এখন আর ব্যাকরণের বর্ণনামূলক প্রশ্ন না হওয়ায় তোমাদের ব্যাকরণে নম্বর তোলা খুবই সহজ। প্রথম ‘৩৬’ নম্বরের MCQ ও SAQ-এর মধ্যেই ব্যাকরণের অংশ থেকে প্রশ্ন থাকে। তাই ব্যাকরণের বিষয়গুলো একটু খুঁটিয়ে পড়তে হবে।

প্রবন্ধ রচনা : সবশেষে তোমাদের থাকে ‘প্রবন্ধ রচনা’ যার প্রশ্নমান- ‘১০’। প্রবন্ধ রচনা নিজস্ব ভাবনা অনুযায়ী লেখাই বাঞ্ছনীয়। আমাদের পাঠক্রমে ৫ ধরনের প্রবন্ধ রচনার কথা বলা রয়েছে, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হল –

১. উপযোগিতামূলক রচনা
২. আত্মকথামূলক রচনা
৩. বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা
৪. পরিবেশবিষয়ক রচনা

সহায়ক পাঠ : সহায়ক পাঠ – ‘কোনি’ থেকে থাকবে ১০ নম্বরের প্রশ্ন। এখানের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি –

১. বাংলার সাঁতার দলে কোনির স্থান অর্জনের লড়াই।
২. ক্ষিতীশের বিরুদ্ধে জুপিটারের ষড়যন্ত্র।
৩. দারিদ্র্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে কোনির জীবন সংগ্রাম।
৪. জাতীয় সাঁতারের শেষ দিনের বর্ণনা
৫. কোনির জীবনে ক্ষিতীশের অবদান
৬. লীলাবতী- প্রজাপতির অংশ

সবশেষ তোমাদের প্রতি আমার একটিই বিষয় বলা তা হল অযথা ভয় পেয়ে, সহজ বিষয়কে কঠিনভাবে ভেবে সব ভন্ডুল করে বসো না। অন্য সব পরীক্ষার মতো একেও সহজভাবে গ্রহণ করে পরীক্ষায় বসো। তোমরা এতদিন ধরে এত কঠিন, অনুশীলন করে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে চলেছো- মাথা ঠান্ডা রেখে, ভীতি কাটিয়ে একটু বুঝে উত্তরপত্র করলে ভালো ফল অবশ্যম্ভাবী। আবার পাশাপাশি এও ঠিক এই পরীক্ষার ফল তোমার জীবনের আগামী দিনের জন্য প্রয়োজনীয় হলেও তাকে কখনই জীবন নির্ণায়ক মনে করো না। পরীক্ষার প্রস্তুতি স্বরূপ তোমরা পড়াশোনা করে যে জ্ঞান অর্জন করেছো – সেই জ্ঞানই তোমাদের জীবনের প্রকৃত সম্পদ।

পরীক্ষায় যা লক্ষ রাখবে

- প্রথমেই বলি, পরীক্ষার খাতা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও হাতের লেখা স্পষ্ট হলে তা অনেকাংশেই পরীক্ষার্থীর ভালো প্রতিচ্ছবি বহন করে আনে পরীক্ষকের নিকটে। তাই অযথা কাটাকাটি করবে না, বানানোর শুদ্ধতার দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখবে। পরিমিত মার্জিন ব্যবহার করে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে উত্তরপত্র লিখবে।
- অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় অবশ্যই পূর্ণবাক্য ব্যবহার করবে। একটি শব্দ লিখে উত্তর শেষ করবে না। আবার অযথা বেশি বড় করেও লিখবে না। প্রশ্নে কোনও গল্প বা কবিতার লাইন বা শব্দ কোটেশনে লেখা থাকলে উত্তরপত্রে তা লিখে নিয়ে উত্তর করতে হবে।
- বহুবিকল্পভিত্তিক (MCQ) উত্তর লেখার সময়েও শুধু প্রশ্নের নম্বর লিখে, উত্তর লিখে দেওয়া ভালো পরীক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য কখনই হতে পারে না। তাই অবশ্যই প্রশ্নের নম্বরের পাশাপাশি কোটেশনে থাকা লাইন লিখে উত্তর করতে হবে।
- সংক্ষিপ্তি প্রশ্নের উত্তর কমবেশি ৬০টি শব্দের মধ্যে লিখতে হয়। ১০ শতাংশ কমবেশি হলে অসুবিধা নেই।
- রচনাধর্মী উত্তর লেখার সময় চরিত্র বা নামকরণের কোনও প্রশ্ন থাকলেও সেটা attend করা, স্কোর তোলার ক্ষেত্রে অনেকটাই উপযোগী হবে কারণ এই ধরনের প্রশ্নগুলির উত্তরে কিছু Points দেওয়া যায়।
- সংলাপ ও প্রতিবেদন দুটি বিষয়ের রচনাশৈলী বা

নিয়মগুলি ভালোভাবে আয়ত্ত করবে। লেখার অভ্যন্তরীণ বিষয় বা লেখার ধরন, শব্দচয়ন, উপস্থাপন ব্যক্তিবিশেষে পৃথক হওয়াই বাঞ্ছনীয় কিন্তু লেখার ক্ষেত্রে আবশ্যিক নিয়মগুলো যেন ভুল না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

প্রশ্নোত্তরে শ্বাসকার্য ও গ্যাসের আদানপ্রদান

পিরাজ কিরণ, *শিক্ষক*
তপসিখাতা হাইস্কুল
আলিপুরদুয়ার

একাদশ শ্রেণির দ্বিতীয় সিমেস্টারের এক নম্বর মানের অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, দুই নম্বর মানের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, তিন নম্বরের ছোট বিবৃতিমূলক প্রশ্নোত্তর এবং পাঁচ নম্বরের রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর থাকতে পারে। পাঁচের মানে প্রশ্নের ক্ষেত্রে নম্বর বিভাজন 2+2+1/2+3 ইত্যাদি প্রকৃতির হতে পারে। তাই তোমাদের আগামী পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য শ্বাসকার্য ও গ্যাসের আদানপ্রদান অধ্যায় থেকে এরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির প্রশ্ন-উত্তর আজকে তোমাদের সামনে তুলে ধরছি।

● মানব শ্বাসকার্যে যুক্ত কয়েকটি শ্বাস অস্থির নাম লেখ?

উঃ মানব শ্বাসকার্যে যুক্ত অস্থিগুলি হল- স্টারনাম, বক্ষদেশীয় কশেরুকা এবং ১২ জোড়া পঞ্জরাস্থি।

● মানব শ্বাসকার্যের সঙ্গে যুক্ত পেশিগুলির নাম লেখ।

উঃ i. মধ্যচ্ছদা ii. বহিঃস্থ ও অন্তঃস্থ ইন্টারকোস্টাল পেশি iii. স্কেলিনি iv. স্টারনোক্লিডোম্যাস্টয়েড v. সেরাটাস অ্যান্টেরিয়ার পেশি vi. রেক্টাস অ্যাবডোমিনাস vii. ট্রান্সভার্স অ্যাবডোমিনাস viii. ট্রাপিজিয়াস পেশি ix. স্ক্যাপুলার এলিভেটর x. পেক্টোরালিস মাইনার।

● মানুষের প্রশ্বাস পদ্ধতিটি সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

উঃ মানব প্রশ্বাস প্রক্রিয়া একটি

একাদশ শ্রেণি
জীববিদ্যা

সক্রিয় পদ্ধতি যেখানে মধ্যচ্ছদা ও বহিঃস্থ ইন্টারকোস্টাল পেশির সংকোচন ঘটে। এই প্রক্রিয়ার পরপর ঘটনাগুলি নিম্নরূপ-

মধ্যচ্ছদা পর্দা বা ডায়াফ্রামের সংকোচন ঘটার ফলে এর নিম্নগামী চলন হয় এবং এর ফলে বক্ষগহ্বরের আয়তন বৃদ্ধি পায়।

সেই সঙ্গে বহিঃস্থ ইন্টারকোস্টাল পেশির সক্রিয় সংকোচন ঘটায় পঞ্জরাস্থি উপরের দিকে ও বাইরের দিকে প্রসারিত এবং উত্থিত হয়।

বক্ষগহ্বরের এরূপ পৃষ্ঠীয়, অঙ্কীয় এবং পার্শ্বীয় দিকে প্রসারণকে ‘বাকেট হ্যান্ডেল মুভমেন্ট’ বলা হয়।

বহিঃস্থ ইন্টারকোস্টাল পেশি ও মধ্যচ্ছদা পর্দার সংকোচনের জন্য বক্ষগহ্বরের মোট আয়তন বেড়ে যায়।

যার ফলস্বরূপ ফুসফুস প্রসারিত হয় এবং অন্তঃফুসফুসীয় চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপের চেয়ে প্রায় 4 থেকে 6 mmHg পর্যন্ত হ্রাস পায়।

বায়ুমণ্ডল এবং ফুসফুসের মধ্যে এই চাপের তারতম্যের জন্য বাইরে থেকে বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং প্রশ্বাস প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়।

এক্ষেত্রে বায়ু প্রবেশের পর্যায়ক্রমিক পথটি হল-

বহিঃনাসারন্ধ্র--> নাসা প্রকোষ্ঠ--> অন্তঃনাসারন্ধ্র-->ফ্যারিংক্স--> ট্রাকিয়া--> ব্রংকাই --> ব্রংকিয়াল--> অ্যালভিওলার ডাক্ট--> অ্যালভিওলাই

● অ্যাডামস্ আপেল কাকে বলে?

উঃ থাইরয়েড কার্টিলেজ হল ল্যারিংক্সের সবচেয়ে বড় তরুণাস্থি। এর মধ্যে যে V আকৃতির খাঁজটি দেখা যায় তাকে থাইরয়েড নচ বলে। এটি ল্যারিংক্সকে সামনে ও দু'পাশ দিয়ে ঢেকে রাখে; এই কার্টিলেজের দু'দিক প্রবর্ধিত হয়ে যে বিশেষ গঠন তৈরি করে তাকেই অ্যাডামস আপেল বলে।

● মানব মস্তিষ্কে শ্বসন কেন্দ্র ক'টি ও কী কী?

উঃ মানব মস্তিষ্কে শ্বসন কেন্দ্র প্রধানত চারটি। যথা-

ডর্সাল রেসপিরেটরি গ্রুপ-- এটি মেডালা অবলংগটার পৃষ্ঠদেশীয় অংশে অবস্থিত।

ভেন্ট্রাল রেসপিরেটরি গ্রুপ-- এটি ডর্সাল রেসপিরেটরি গ্রুপের অগ্রপার্শ্বীয় স্থানে অবস্থিত।

নিউমোট্যাক্সিক কেন্দ্র-- এটি পনস্ ভেরিওলির ঊর্ধ্বাংশে অবস্থিত।

অ্যাপোনিউস্টিক কেন্দ্র-- এটি কোন ভ্যালিলির নিম্নাংশে অবস্থিত।

● হ্যামবার্গার ফেনোমেনন বলতে কী বোঝো?

উঃ রক্তরস এবং লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে আয়নীয় সাম্যবস্থা বজায় রাখবার জন্য কলাকোশ সংলগ্ন রক্ত জালকের প্লাজমা মধ্যস্থ NaCl বিয়োজিত হয়ে ক্লোরিন (Cl-) আয়ন লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে প্রবেশ এবং লোহিত রক্তকণিকা মধ্যস্থ বাইকার্বনেট ($HCO3^-$) আয়নের নির্গমন হয়ে প্লাজময় প্রবেশের ঘটনাকে ক্লোরাইড শিফট বলে। ১৯২৭ সালে বিজ্ঞানী হ্যামবার্গার এটি প্রথম পর্যবেক্ষণ করেন বলে একে হ্যামবার্গার ফেনোমেনন বলে।

বলা বাহুল্য ফুসফুসের অ্যালভিওলাই সংলগ্ন রক্তজালকে উপরিউক্ত ঘটনাটির বিপরীত ক্রম পরিলক্ষিত হয়, তাকে বিপরীত ক্লোরাইড শিফট বলে। *(চলবে)*

অনুশীলনে যাওয়ার আগে ইডেন গার্ডেন্সের বাইরে স্কুল পড়ুয়াদের অটোগ্রাফ দিচ্ছেন ঋদ্ধিমান সাহা। বুধবার কলকাতায়।

বিদায় মঞ্চে আবেগহীন শিলিগুড়ির পাপালি

‘জীবনের সব স্বপ্ন পূরণ হয় না’

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলাম এক বছর আগে। কিন্তু নানা কারণে তখন অবসরের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে পারিনি। এখন পেরেছি।

বাংলা বনাম পাঞ্জাব ম্যাচ আমার জীবনের শেষ। এরপর পরিবারের সঙ্গে অনেক বেশি সময় কাটাতে পারব। যদিও ব্যস্ততা কমবে বলে মনে হয় না।

ক্রিকেটের জন্যই তো জীবনের সব পাওয়া। ক্রিকেট আমায় অনেক দিয়েছে। শেষ ম্যাচ খেলতে নামার আগে আজ আর কোনও আক্ষেপ নেই। কিন্তু তারপরও বলছি, জীবনের সব স্বপ্নপূরণ হয় না। আমারও যে হয়েছে, এমন নয়।

২০০৭ সালে ইডেন গার্ডেন্সে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে প্রথম রনজি ম্যাচ খেলেছিলাম। অপরাজিত শতরানও করেছিলাম। আগামীকাল থেকে সেই ইডেনেই শুরু হচ্ছে আমার শেষ ম্যাচ। সেদিনও দলের জন্য পারফর্ম করতে চেয়েছি। আগামীকালও সেই মানসিকতা নিয়েই নামব।

১৮ বছরের দীর্ঘ কেরিয়ার। ভারতীয় ক্রিকেটের বহু ওঠাপড়ার সাক্ষী। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের অনেকে আজও মনে করেন, মহেন্দ্র সিং ধোনি যদি ভারত অধিনায়ক না হতেন, তাহলে ঋদ্ধি আরও বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে পারতেন। কী হলে কী হত, অতীতে কখনও ভাবেননি পাপালি। আজও তিনি একই ভাবনায়। আগামীকাল পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে সকালে অনুশীলন সেরে দুপুরের দিকে ইডেন থেকে বেরিয়ে জনাকয়েক বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিতে যাওয়ার পথে ঋদ্ধিমান বলে দিলেন, ‘কেরিয়ারের প্রথম ম্যাচের আগেও যেমন ছিলাম, আজও তেমনই। মাঝখানে অনেকটা সময় পার হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমি কখনোই এসব নিয়ে ভাবি না। জানতাম একদিন থামতে হবে। সিদ্ধান্তটা এক বছর আগে নিয়েছিলাম। এই মরশুমে শুধু সেটা চূড়ান্ত করেছি।’

> আমার জীবন ও কেরিয়ারে কোনও আক্ষেপ নেই। একথা ঠিক যে, দল হিসেবে আমরা অনেকবার রনজি জয়ের খুব কাছে গিয়েও পারিনি। দেখা যাক ভবিষ্যতে অন্য কোনও ভূমিকায় রনজি ট্রফি স্পর্শ করতে পারি কিনা। -ঋদ্ধিমান সাহা

প্রস্তুতির ফাঁকে ঋদ্ধিমান সাহা। বুধবার কলকাতায় ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

৪০টি টেস্ট খেলেছেন দেশের হয়ে। তিনটি শতরান রয়েছে। ১৭ বছর ধরে মোট পাঁচটি দলের হয়ে আইপিএলও খেলেছেন ঋদ্ধি। আইপিএল ফাইনালে শতরানের বিরল নজির রয়েছে তাঁর। বাংলার জার্সি গায়েও সাফল্যের অভাব নেই। কিন্তু দীর্ঘ কেরিয়ারে কখনও রনজি জিততে পারেননি। কোনও আক্ষেপ থাকবে কি? জবাবে দ্রুত পাপালি বলে দিলেন, ‘আমার জীবন ও কেরিয়ারে কোনও আক্ষেপ নেই। একথা ঠিক যে, দল হিসেবে আমরা অনেকবার রনজি জয়ের খুব কাছে গিয়েও পারিনি। দেখা যাক ভবিষ্যতে অন্য কোনও ভূমিকায় রনজি ট্রফি স্পর্শ করতে পারি কি না।’ অন্য ভূমিকা বলতে কি আপনি আগামীদিনে কোচিংয়ে আসার ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন? জবাবে একগাল হাসি নিয়ে পাপালি বলে দিলেন, ‘এখনই হয়তো নয়, কিন্তু আগামীদিনে কোচিংয়ের ইচ্ছা অবশ্যই রয়েছে। তার আগে সিএবি কী চায়, সেটা কিন্তু আমার জানা নেই।’

তাঁর পছন্দের সেরা উইকেটকিপার মার্ক বাউচার। উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে অ্যাডাম গিলক্রিস্টকে তাঁর পছন্দ। যেসব অধিনায়ক ও কোচের অধীনে খেলেছেন, তার মধ্যে বিরাট কোহলি, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পাশে অনিল কুম্বলেকে ভালো লাগে তাঁর। ঋদ্ধির কথায়, ‘দীর্ঘ কেরিয়ারে বহু কোচ অধিনায়ককে সামনে থেকে দেখেছি। একসঙ্গে কাজ করেছি। তার মধ্যে সেরা বেছে নেওয়া কঠিন। কিন্তু সৌরভ-বিরাট-কুম্বলেদের ভালো লেগেছিল।’

শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় হাজির হয়েছিলেন ২০০১ সালে। রনজি ট্রফি অভিষেক হয়েছিল ২০০৭ সালে। ইডেনে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে গ্যালারিতে তাঁর বাবা-মা ছিলেন না। আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা পাঞ্জাব ম্যাচেও ঋদ্ধির বাবা-মা থাকছেন না গ্যালারিতে। তবে স্ত্রী রোমি ও পুত্র-কন্যারা থাকছেন। কন্যা আনভি তো বলেই ফেলেছেন, বাবা কেন ক্রিকেট ছাড়বে? চার দেওয়ালের অন্দরেও ঋদ্ধি একইরকম, কন্যাকেও বুঝিয়েছেন, সব ভালোরই শেষ রয়েছে।

আসলে পাপালি এমনই, আবেগহীন।

শেষের শুরু ঋদ্ধিমানের

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : কুয়াশাঘেরা সকাল। বাংলার মাঘ মাস। রহস্যজনকভাবে শীত উধাও কলকাতা থেকে! সকালের ব্যস্ততায় ভরা রেড রোড পার করে গোষ্ঠ পাল সরণিকে বাঁহাতে রেখে ক্রিকেটের নন্দনকাননের মূল প্রবেশদ্বারে ঢুকে পড়লেই নজরে আসবে অনেক কিছু। মূল গেটের আশপাশে ইতিউতি ছড়িয়ে জনাকয়েক উৎসাহী ক্রিকেটপ্রেমী। তাঁরা একবার ঋদ্ধিমান সাহাকে দেখতে চান।

পাপালি তখন ইডেন গার্ডেন্সের অন্দরে, মাঠের ভিতরে। অনুশীলনে ব্যস্ত সতীর্থদের সঙ্গে। আগামীকাল পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে দীর্ঘ কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলতে নামছেন। তার আগে টিম ইন্ডিয়ার হয়ে ৪০টি টস্টে খেলা ঋদ্ধিকে নিয়ে আবেগ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু কোথায় কী?

বাংলার সাজঘর থেকে শুরু করে সিএবি-র বড় কর্তা, কারও মধ্যেই ঋদ্ধিকে নিয়ে তেমন কোনও আবেগ নজরে এল না। জীবনে শেষবার পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে ঋদ্ধি যখন ইডেনে অনুশীলন করছেন, সিএবি-র কোনও প্রতিনিধিই ছিলেন না মাঠে। অনুষ্টুপ মজুমদারের বাংলা দল অবশ্য আগামীকাল খেলা শুরুর আগে পাপালিকে সংবর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উপহার হিসেবে স্মারকও তুলে দেওয়া হবে ঋদ্ধির হাতে। সিএবি কী করবে? জানা নেই কারও। বাংলা ক্রিকেটের শীর্ষকর্তারা এখন ঋদ্ধিকে সংবর্ধনা দেওয়ার চেয়ে বেশি ব্যস্ত জুন মাসে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ আয়োজন নিয়ে।

কলকাতার আচমকা গরমের মতোই

আজ অভিষেক বালুরঘাটের সুমিতের

বাংলা ক্রিকেটের অন্দরেও এখন ভালোরকম উত্তপ্ত পরিবেশ রয়েছে। ঋদ্ধিমান অবশ্য এসব থেকে বহুদূরে। বরাবরের মতো নির্লিপ্ত, আবেগহীন তিনি। আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচ তাঁর দীর্ঘ কেরিয়ারের শেষ, পাপালিকে দেখলে বোঝার কোনও উপায় নেই। সকালের ইডেনে ঘণ্টা তিনেকের অনুশীলনের পর কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার মধ্যেও ঋদ্ধি আবেগ। বলছিলেন, ‘২০০৭ সালে ঋদ্ধির যখন রনজি ট্রফি অভিষেক হয়, আমি বাংলার অধিনায়ক ছিলাম। ওর শেষ ম্যাচে আমি কোচ। কী অদ্ভুত মিল ভাবুন তো।’ ঋদ্ধিমানের অবসর মঞ্চে ছাপ থাকতে চলেছে উত্তরবঙ্গের আর এক প্রতিনিধি সুমিত মহন্তের। বালুরঘাটের সুমিতের আগামীকাল রনজি অভিষেক হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর থেকে এমন খবর শোনার পর চওড়া হাসি নিয়ে ঋদ্ধি বলে দিলেন, ‘ভালোই তো। আমি বরাবরই চাই, নতুনরা উঠে আসুক। উত্তরবঙ্গ থেকে আরও একজন রনজি খেলতে চলেছে, এটা দারুণ ব্যাপার। আমার মতো সিনিয়াররা সরে গেলেই তো নতুনরা সুযোগ পাবে।’

অঙ্কের বিচারে বাংলার এখনও রনজি নকআউটের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সেই অঙ্ক এমনই কঠিন যে বাস্তবে কোনওদিনও মেলার নয়। তাই কী হলে কী হবে, অঙ্কের সেই জটিল সমীকরণের পিছনে না ছুটে কোচ লক্ষ্মীরতন ও অধিনায়ক অনুষ্টুপ সামনে তাকাতে চাইছেন। বাংলা অধিনায়কের কথায়, ‘প্রথম একাদশে বেশ কিছু পরিবর্তন করছি আমরা। নকআউটের সম্ভাবনা ক্ষীণ হলেও মরশুমের শেষটা সম্মানজনক করতে চাই আমরা।’

প্রথম একাদশের একাধিক বদল বাংলার রনজি ভাগ্যে পরিবর্তন আনতে পারে কিনা, সেটাই এখন দেখার।

আজ শুরু বিরাট উৎসব

কোটলায় কোহলি দর্শনে লাগবে আধার

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি : দিল্লি বনাম রেলওয়ে ম্যাচ।

ফিরোজ শা কোটলায় যে ম্যাচ দেখতে দর্শকদের টিকিট নয়, লাগবে আধার কার্ড। অবাক নিয়মের নেপথ্যে বিরাট কোহলি। ১৩ বছর পর রনজি ট্রফিতে প্রত্যাবর্তন ঘটছে ভারতীয় রানমেশিনের। সম্ভবত এটাই দিল্লির জার্সিতে বিরাটের বিদায়ি ম্যাচও।

মাহেন্দ্রক্ষণের সাক্ষী থাকতে পারদ চড়ছে। প্র্যাকটিসে আসা বিরাট-দর্শনে হাজারো ক্রিকেটপ্রেমী ভিড় জমিয়েছেন। আয়োজকদের দাবি, কোটলায় আগামীকাল শুরু

আজ রনজি ট্রফিতে

দিল্লি বনাম রেলওয়েজ

সময় : সকাল ৯.৩০ মিনিট
স্থান : নয়াদিল্লি
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

দিল্লি-রেলওয়ে ম্যাচে প্রতিদিন অন্তত হাজার দর্শক মাঠে ভিড় জমাবেন। মাঠে প্রবেশের জন্য কোনও টিকিট লাগবে না। তবে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে দর্শকদের আধার কার্ড ও তার ফোটোকপি আনতে হবে।

শুধু কোটলার দর্শকরাই নয়, বিরাটের ১৩ বছর পর রনজি প্রত্যাবর্তনের ম্যাচ যাতে গোটা বিশ্বের কোহলি-ভক্তদের দেখার সুযোগ হয়, তারও ব্যবস্থা থাকছে। দিল্লি-রেলওয়ে ম্যাচ সরাসরি দেখানোর কথা সম্প্রচার সংস্থা জিও-র। এক শীর্ষ আধিকারিক বলেছেন, ‘জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে মুম্বই ম্যাচেও আমরা আগ্রহ দেখিয়েছিলাম রোহিত শর্মা, যশস্বী জয়সওয়ালের জন্য। এবার বিরাট কোহলির জন্য দিল্লি ম্যাচ। বিরাট খেলার কথা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই পদক্ষেপ করা হয়েছে।’

ডিডিসিএ-র সচিব অশোককুমার শর্মা বলেছেন, ‘গৌতম গম্ভীর স্ট্যান্ড দর্শকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। কোনও প্রবেশমূল্য লাগবে না। তবে প্রত্যেককে আধার কার্ড আনতে হবে। আন্তর্জাতিক বা আইপিএলের ম্যাচের দৃষ্টিভঙ্গিতেই আমরা এই ম্যাচের সমস্ত প্রস্তুতি নিয়েছি।’

প্রস্তুতির ফাঁকে হেলমেট দেখে নিচ্ছেন বিরাট কোহলি। নয়াদিল্লিতে।

২০১২ সালে শেষবার যখন দিল্লির হয়ে রনজি ট্রফি ম্যাচ খেলেন, শেষদিন ছিল বিরাটের ২৪তম জন্মদিন। এখন বিরাট ৩৬-এ। প্রতিপক্ষকে ভুলে কিংবদন্তিকে নতুনরূপে বরণের ব্যস্ততা। মুখিয়ে রনজি দলের সতীর্থরাও। তারকা-তকমা ঝেড়ে ফেলে বিরাটও দ্রুত নতুনদের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন। দুইদিনের প্র্যাকটিসেই হর্ষ ত্যাগী, সুমিত মাথুরদের কাছে হয়ে উঠেছেন বিরাট-ভাইয়া।

অধিনায়ক হওয়ার প্রস্তাব পেলেও বছর পঁচিশের আয়ুষ বাদোনির নেতৃত্বে খেলতে আপত্তি করেননি। বাদোনিকে সেই সম্মানও দিতে দেখা গেল। এদিন শেষবেলার অনুশীলনে বিরাটকে আসতে দেখে নেট ছাড়তে যাচ্ছিলেন বাদোনি। বিরাট থামিয়ে দিয়ে বলেন, ‘তুই এখন ব্যাটিং করে নে। তারপর আমরা দুজনে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যাটিং সেরে নেব।’ স্পিন, পেসের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নেটে প্রায় ঘণ্টাখানেক ব্যাটিং ঝালিয়ে নিলেন।

শুধু দিল্লি নয়, আগামীকাল ফলাফলের দিকে তাকিয়ে গোটা ভারতীয় ক্রিকেটমহল।

সাঁড়াশি চাপে পদত্যাগ আইসিসি সিইও-র

দুবাই, ২৯ জানুয়ারি : ১৯ ফেব্রুয়ারি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ঢাকে কাঠি পড়তে চলেছে। মাঝে সপ্তাহ তিনেক সময়। অথচ, স্টেডিয়ামের কাজ শেষ হওয়া নিয়ে আশঙ্কা কিছুতেই কাটছে না। পাকিস্তানের প্রথম সারির দৈনিক ‘ডন’-এর খবর অনুযায়ী চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির তিন স্টেডিয়ামের কাজ যে

পাকিস্তানের প্রস্তুতি নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

অবস্থায় দাঁড়িয়ে, তা ৩১ জানুয়ারি সময়সীমার মধ্যে শেষ করা কার্যত অসম্ভব। যদিও মঙ্গলবার রাওয়ালপিন্ডি স্টেডিয়ামের কাজ পর্যবেক্ষণে গিয়ে পিসিবি প্রধান মহসিন নকভির দাবি, সবকিছু রুটিন মাফিক এগোচ্ছে। সময়ের মধ্যেই কাজ শেষ হবে।

চলতি অচলাবস্থার জেরে আইসিসির সিইও পদ থেকে রাতারাতি সরে দাঁড়ালেন জিওফ অ্যালারডিস। পাকিস্তানের প্রস্তুতি নিয়ে ধোঁয়াশা রাখার অভিযোগ উঠছিল অ্যালারডিসের বিরুদ্ধে। যার জেরেই নাকি পদত্যাগ। ২০২১-এ সিইও-র দায়িত্ব নেন অস্ট্রেলিয়ার এই ক্রিকেট প্রশাসক। মেয়াদকাল বাকি থাকলেও, বিতর্কের কারণে পদত্যাগ বলে আইসিসি সূত্রে দাবি। তবে অ্যালারডিস কিংবা আইসিসি, কারওর তরফেই সিদ্ধান্তের সুনির্দিষ্ট কারণ জানানো হয়নি।

পুনে পৌঁছে গেল ভারত-ইংল্যান্ড

রাজকোটের পিচকে দুষছেন হতাশ বরুণ

পুনে, ২৯ জানুয়ারি : দিনকয়েক আগে রাতের ইডেন গার্ডেন্সকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ইংল্যান্ড ব্যাটিংয়ে ভাঙন ধরিয়ে দলের জয় নিশ্চিত করার পাশে ম্যাচের সেরাও হয়েছিলেন বরুণ চক্রবর্তী।

দিনকয়েকের মধ্যেই বদলে গেল ছবিটা। গতরাতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের তৃতীয় টি২০ ম্যাচে বরুণ নিলেন পাঁচ উইকেট। কিন্তু দলকে জেতাতে পারলেন না। ২৬ রানে ম্যাচ জিতে ইংল্যান্ড সিরিজ ১-২ করে ফেললেন জস বাটলাররা। টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং ভেঙে পড়ল। হতাশার সাগরে ডুবে গেলেন ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা।

হতাশ রাজকোট ম্যাচের সেরা বরুণও। তাঁর রহস্য স্পিনের পরও দলের ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ম্যাচ হারকে মেনে নিতে পারেননি তিনি। রাজকোট টি২০ ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি সেখানকার পিচকে দুষছেন। বাইশ গজের গতি মন্থরতার কথা তুলে ধরে বরুণ বলেছেন, ‘আমার মনে হয়েছে, দ্বিতীয় ইনিংসে আমাদের ব্যাটিংয়ের সময় পিচ বেশ মন্থর হয়ে গিয়েছিল। শট খেলা কঠিন হয়ে গিয়েছিল। একথা ঠিক যে, আদিল রসিদরা দুর্দান্ত বোলিং করেছে। কিন্তু তারপরও বলছি, পিচ মন্থর না হয়ে গেলে হয়তো ম্যাচের ফল ভিন্ন হতে পারত।’

নিরঞ্জন শা স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ হারের গ্লানি, হতাশা নিয়ে আজ বিকেলে রাজকোট থেকে পুনে পৌঁছে গিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। ভারতীয় দলের সঙ্গে একই বিমানে পুনে গিয়েছেন বাটলাররাও। শুক্রবার পুনের এমসিএ স্টেডিয়ামে টি২০ সিরিজের চতুর্থ ম্যাচ। তার আগে গতরাতে হারের হতাশা নিয়ে বরুণ বলেছেন, ‘টসে জিতে রান তাড়ার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল বলে মনে হয় না আমার। আমরা বুঝতে পারিনি যে দ্বিতীয় ইনিংসে পিচ এতটা মন্থর হয়ে যাবে। আসলে রাতের শিশিরও কিছুটা সমস্যা তৈরি করেছিল।’ এদিকে, গতরাতে রবি বিষ্ণোইও বল হাতে হতাশ করেছিলেন। তাঁর সতীর্থ বরুণ তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। বলেছেন, ‘একটা খারাপ দিন যেতেই পারে। মনে রাখবেন, রবি বিশ্বমানের বোলার। পরের ম্যাচেই ছন্দে ফিরবে ও।’

শতরানের পর স্মিথ।

দশ হাজারি ক্লাবে স্মিথ

গল, ২৯ জানুয়ারি : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম দিনের পর চালকের আসনে অস্ট্রেলিয়া। সৌজন্যে ওপেনার উসমান খোয়াজা (অপরাজিত ১৪৭) এবং অস্থায়ী অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথের (অপরাজিত ১০৪) শতরান। যার সুবাদে বুধবার দিনের শেষে অজিদের স্কোর ৩৩০/২। স্মিথ এদিন প্রথম বলেই রান নিয়ে টেস্টে ১০ হাজার রান সম্পূর্ণ করেন। রিকি পন্টিং, অ্যালেন বর্ডার এবং স্টিভ ওয়ার পর চতুর্থ অজি ক্রিকেটার হিসেবে স্মিথ দশ হাজার রানের ক্লাবে নাম লেখালেন। দশ হাজার রানের ক্লাবে একমাত্র কুমার সাঙ্গাকারার রানের গড় (৫৭.৪০) স্মিথের চেয়ে ভালো। বর্তমান ক্রিকেটারদের মধ্যে স্মিথের সামনে রয়েছেন একমাত্র জো রুট।

চতুর্থ টি২০ খেলতে পুনে পৌঁছে গেলেন সূর্যকুমার যাদব, বরুণ চক্রবর্তীরা। বুধবার।

র‍্যাংকিংয়েও তিলক ‘রাজে’র অপেক্ষা

দুবাই, ২৯ জানুয়ারি : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ক্রমশ জাঁকিয়ে বসছেন তিলক ভার্মা। সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাটে স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন। যার সুফল পাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট। তিলক নিজেও। ভারতীয় দলে নিজের জায়গা প্রায় পাকা করে নেওয়ার পাশাপাশি আইসিসি ক্রমতালিকায়ও তিলক ‘রাজ’-এর অপেক্ষা। টি২০ র‍্যাংকিংয়ে ব্যাটারদের দৌড়ে দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে গিয়েছেন বাইশ বছরের তরুণ।

তিলকের সামনে শুধু অস্ট্রেলিয়ার বিস্ফোরক ব্যাটার ট্রাভিস হেড (৮৫৫ পয়েন্ট)। শীর্ষে থাকা হেডের চেয়ে ২২ পয়েন্টের ব্যবধান। যেরকম ফর্মে

লম্বা লাফে পাঁচে বরুণ

রয়েছেন, তাতে চলতি ইংল্যান্ড সিরিজের শেষ দুই ম্যাচে ব্যবধান আরও কমবে বলে বিশ্বাস তিলক-ভক্তদের। তিলক ছাড়া প্রথম দশে রয়েছেন আরও দুই ভারতীয় সূর্যকুমার যাদব ও যশস্বী জয়সওয়াল।

দীর্ঘদিন শীর্ষস্থান দখলে রাখা সূর্যের ব্যাটে রানের খরা। অধিনায়ক হওয়ার পর থেকে চলছে না তাঁর ৩৬০ ডিগ্রি ব্যাটিং। ফল তিন ধাপ পিছিয়ে চার নম্বরে রয়েছেন স্কাই (৭৬৩ পয়েন্ট)। তিনে ইংল্যান্ডের ওপেনিং তারকা ফিল সল্ট (৭৮২)। বর্তমান টি২০ দলে জায়গা না পেলেও সেরা দশে জায়গা ধরে রেখেছেন যশস্বী। গত জুলাই মাসে শ্রীলঙ্কা সফরে শেষ টি২০ ম্যাচ খেলা তরুণ বাঁহাতি ওপেনার ৬৮৫ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছেন নবম স্থানে।

টি২০ ফর্ম্যাটে জাতীয় দলে স্বপ্নের প্রত্যাবর্তনে বরুণ চক্রবর্তীর গ্রাফও ঊর্ধ্বমুখী। চলতি সিরিজেও দুরন্ত ছন্দে। তিন ম্যাচে ইতিমধ্যেই ঝোলায় দশ শিকার। সাফল্যের পুরস্কার আইসিসি-র টি২০ বোলিং ক্রমতালিকায় এক লাফে ২৫ ধাপ উন্নতি করে ঢুকে পড়েছেন সেরা পাঁচে। রাজকোটে মঙ্গলবারের ম্যাচে ৫ উইকেট নেওয়া বরুণের সংগ্রহ ৬৭৯ পয়েন্ট। র‍্যাংকিংয়ে বরুণই (পাঁচ) ভারতীয়দের মধ্যে সেরা। এছাড়া প্রথম দশে রয়েছেন অর্শদীপ সিং (৯), রবি বিষ্ণোই (১০)। সেরা দশে জায়গা ধরে রাখলেও ধারাবাহিকতার অভাবে ৫ ধাপ পিছিয়েছেন লেগস্পিনার বিষ্ণোই। অপরদিকে, অক্ষর প্যাটেল পাঁচ ধাপ এগিয়ে এগারো নম্বরে।

তৃতীয় ম্যাচে ইংল্যান্ডের জয়ের নায়ক আদিল রশিদ (৭১৮ পয়েন্ট) শীর্ষস্থান ফিরে পেলেন। ২০২৩ সালে শীর্ষে পৌঁছোনোর পর কিছুদিন আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের আকিল হোসেনের দাপটে এক নম্বর স্থান হাতছাড়া হয়েছিল। সেই আকিলকে (দ্বিতীয়) সরিয়েই নিজের সিংহাসন পুনর্দখল আদিলের। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে যথাক্রমে ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা (শ্রীলঙ্কা) ও অ্যাডাম জাম্পা (অস্ট্রেলিয়া)। ক্রমতালিকায় লক্ষণীয় উন্নতি জোফ্রা আর্চারের। ১৩ ধাপ এগিয়ে ৬ নম্বরে ইংল্যান্ডের তারকা পেসার।

তোপের মুখে হার্দিকের মন্থর ব্যাটিং

রাজকোট, ২৯ জানুয়ারি : বরুণ চক্রবর্তীর দুরন্ত বোলিংয়ের পরও রাজকোটে হার।

১৭২-এর জয় লক্ষ্যে ১৪৫ রানেই আটকে যায় ভারতের দৌড়। ভুলে ভরা ব্যাটিং, মাঝের ওভারে হার্দিক পান্ডিয়ার প্রচুর ডট বল খেলার পাশাপাশি সমালোচনার কেন্দ্রে গৌতম গম্ভীরদের অদ্ভুতুড়ে স্ট্র্যাটেজি। প্রাক্তনদের মতে, ভুল টিম নির্বাচন, ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজির খেসারত দিতে হচ্ছে ভারতকে।

শেষ দুই ম্যাচে চারজন স্পিনার খেলানোর যৌক্তিকতা অনেকেই খুঁজে পাচ্ছেন না। দাবি, রাজকোটের পিচে দুজন বিশেষজ্ঞ পেসার দরকার ছিল। অথচ, ইংল্যান্ড যেখানে চারজন পেসারকে খেলিয়েছে, সেখানে ভারতীয় দলে ১৫ মাস পর প্রত্যাবর্তন করা মহম্মদ সামি ও হার্দিক পান্ডিয়া।

কেভিন পিটারসন আবার ধ্রুব জুরেলকে আট নম্বরে নামানোর যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না। বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবে দলে নেওয়া হয়েছে।

মন্থর ব্যাটিংয়ের জন্য সমালোচিত হার্দিক।

অথচ, তাঁকেই নামানো হচ্ছে তিন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া, ওয়াশিংটন সুন্দর, অক্ষর প্যাটেলদের পরে! কেপির কথায়, ‘দলের সেরা ব্যাটারদের সবসময় টপ অর্ডারে নামানো উচিত। ধ্রুব জুরেল যথেষ্ট ভালো ব্যাটার। অথচ, তাঁকে খেলানো হচ্ছে লোয়ার অর্ডারে।’

তিন ম্যাচে ব্যর্থতার জন্য সঞ্জু স্যামসনকে দুষতে নারাজ কেপি। বলেছেন, ‘শট বল ভালোই খেলে। ব্যাটার হিসেবে ওকে আমি পছন্দও করি। তিনটি ম্যাচে ব্যর্থ মানেই টেকনিক নিয়ে প্রশ্ন তুলতে আমি অন্তত রাজি নই। গত দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে ও কী করেছিল, সবারই জানা।’

পার্থিব প্যাটেল আবার দুষছেন হার্দিককে। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩৫ বলে ৪০ করলেও প্রাক্তন উইকেটকিপার ব্যাটারের দাবি, মাঝের ওভারে অনেক ডট বল খেলেছে। যার ফলে আস্কিং রেট নাগালের বাইরে চলে যায়। শেষদিকে কিছু বিগহিট নিলেও জটিল পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠা যায়নি। পার্থিবের তির্যক মন্তব্য, ‘টি২০ ফর্ম্যাটে সেট হতে কেউ ২০-২৫ বল নিলে চলবে না। বড় হিটের আগে কিছুটা সময় দরকার মানছি। সেক্ষেত্রে স্ট্রাইক রোটেট করা উচিত ছিল। হার্দিক ৪০ করলেও শুরুতে বেশ কিছু ডট খেলেছে।’

রংহীন বড় ম্যাচ ড্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : সকালে ওড়িশা এফসি-র কাছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব হেরে যাওয়ায় কিছুটা চাপমুক্ত হয়েই ডেভেলপমেন্ট লিগের ডার্বিতে নেমেছিল ইস্টবেঙ্গল। মূল পর্ব নিশ্চিত করতে তাদের প্রয়োজন ছিল ১ পয়েন্ট। শেষ পর্যন্ত মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করে ১ পয়েন্ট নিয়েই টুর্নামেন্টের মূলপর্ব নিশ্চিত করল লাল-হলুদ।

অসংখ্য গোলের সুযোগ তৈরি করেও তার ফায়দা তুলতে ব্যর্থ সবুজ-মেরুন। বুধবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে দেগি কার্ডোজোর মোহনবাগানকে কার্যত একা হাতেই রুখে দিলেন ইস্টবেঙ্গল গোলরক্ষক গৌরব সাউ। দলের পতন রোধ করতে কখনও ঝাঁপিয়ে পড়ে সুহেল আহমেদ ভাটের শট বাঁচালেন, আবার কখনও বিপক্ষের আক্রমণ থামাতে শরীর ছুড়ে দিলেন। উলটোদিকে গোটা ম্যাচে সেভাবে কোনও ছাপই ফেলতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল।

এদিকে এই ড্রয়ের ফলে ৫ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই রইল মোহনবাগান। বাছাই পর্বের শেষ ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টসকে ৬-১ গোলে হারিয়ে দুই নম্বরে উঠে এল ডায়মন্ড হারবার এফসি। ওড়িশার সঙ্গে সমসংখ্যক ৮ পয়েন্ট নিয়েও হেড টু হেডে এগিয়ে থাকার সুবাদে তিনে ইস্টবেঙ্গল। প্রথম তিন দলই খেলবে ডেভেলপমেন্ট লিগের মূলপর্বে।

ম্যাচের সেরা গৌরব কুমার।

গৌরবের ৭০

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে বুধবার নবোদয় সংঘ ২ রানে এনআরআই-কে হারিয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে নবোদয় টসে জিতে ৪১ ওভারে ৯ উইকেটে ১৮৫ রান তোলে। ম্যাচের সেরা গৌরব কুমার ৭০ ও শিবম দিক্ষিত ৩৪ রান করেন। করণ শর্মা ২৩ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে এনআরআই ৩৮.৩ ওভারে ১৮৩ রানে অল আউট হয়। রোহিত রাম ৪২ ও করণ ৩৫ রান করেন। মহম্মদ আদিল আলভি ২০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করে শিবম (২৭/২)। বৃহস্পতিবার খেলবে নবোদয় সংঘ ও অগ্রগামী সংঘ।

পদত্যাগ করে চেরনিশভের তির কর্তাদের দিকে

‘আমি অসম্মানিত হয়েছি মহমেডানে’

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : বুধবারের সন্ধে। ব্যস্ত কলকাতার বুক চিরে এগিয়ে চলেছে যানবাহন। নিউটাউনের এক পাঁচতারা হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে সেই পথের দিকেই চেয়ে রয়েছেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে সদ্য প্রাক্তন হয়ে যাওয়া কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। কিছুক্ষণ পর তিনিও ওই পথ ধরেই রওনা হবেন বিমানবন্দরের উদ্দেশে।

এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। এদিন সকালে অনুশীলনে গিয়ে আচমকাই নিজের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন চেরনিশভ। এরপর সমাজমাধ্যমে পোস্ট। অভিযোগের তির ম্যানেজমেন্টের দিকেই। লেখেন, ‘আমার কোচিং কেরিয়ারের সবচেয়ে কঠিন এবং দুঃখের সিদ্ধান্ত। বেতন ছাড়া কাজ করা সম্ভব নয়। চোখে জল নিয়েই সিদ্ধান্তটা নিলাম। এর দায় ক্লাব কর্তাদেরই।’ চেরনিশভ যেভাবে দায়িত্ব ছাড়লেন তাতে এই প্রশ্ন ওঠাটা খুব স্বাভাবিক যে, তিনি কি দলকে বিপদে ফেলে দিলেন না?

এই ছবি পোস্ট করে বিদায় বার্তা দিলেন আন্দ্রেই চেরনিশভ।

তবে রুশ কোচ যেমনটা জানালেন তাতে অন্তত তেমনটা দাঁড়ায় না। এদিন তিনি বলছিলেন, ‘ভালোবাসার তাগিদেই থেকে গিয়েছিলাম। আমি ক্লাবকে পনেরো দিন সময়ও দিই। তবুও যোগাযোগ করা হয়নি। উলটে প্রতিনিয়ত আমাকে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে। এতে আমি অসম্মানিত বোধ করেছি। তাই না চাইলেও সিদ্ধান্তটা নিতে বাধ্য হলাম।’ একইসঙ্গে পদত্যাগের একমাত্র কারণ বেতন সমস্যা নয় তাও স্পষ্ট করে দেন।

এদিন চেরনিশভের সঙ্গে আলোচনায় বসেন ক্লাব ও বিনিয়োগকারী সংস্থার কর্তারা। চেষ্টা করা হয় বরফ গলানোর। কিন্তু কাজ হয়নি। সাদা-কালোয় তাঁর দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল। আবারও ডাক পেলে কি ফিরবেন? চেরনিশভের উত্তর, ‘আমি পেশাদার। তাই কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। আসলে আমারও পরিবার আছে। তারাও জিজ্ঞাসা করছে বিনা বেতনে কতদিন এভাবে থাকব! তাই সিদ্ধান্তটা নিতেই হল।’ রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে চেরনিশভের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই কার্লোস ফাঙ্কা, সিজার মানঝোকি, ফ্লোরেন্ট ওগিয়েরদের দেখা মিলল। তাঁরাও আপাতত শেষবারের মতো দেখা করতে এসেছিলেন প্রিয় কোচের সঙ্গে। ছিলেন মহমেডানের প্রাক্তনী নিকোলা স্টোজানোভিচও। সকলের গলাতেই বিষাদের সুর। চেরনিশভও যাওয়ার সময় বলে গেলেন, ‘হয়তো এটাই শেষ দেখা নয়।’ এদিকে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসাবে আপাতত মহমেডানের দায়িত্ব সামলাবেন মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু।

রোনাল্ডো-নেইমার অনুপ্রেরণা রিচার্ডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : ইস্টবেঙ্গলের অবস্থা এখন সেই চাদরটার মতো, যেটা মাথার দিকে টানলে পা বেরিয়ে পড়ে। আবার পা ঢাকা দিতে গেলে মাথা।

হঠাৎই চোট পেয়ে মঙ্গলবার ছিটকে গিয়েছেন হিজাজি মাহের ও ক্লেইটন সিলভা। মুম্বই সিটি এফসির বিপক্ষে কার্ড সমস্যায় নেই জিকসন সিং। তবে মন্দের ভালোর মতো অনুশীলনে ফিরেছেন হেক্টর ইউস্তে। তিনি খেললেও ডিফেন্সের অবস্থা যে খুব উন্নত হয়ে যাবে, একথা বিশ্বাস করেন না দলের অতি বড় সমর্থকও। এদিন হেড কোচ অস্কার ব্রুজোঁর কথায় ইঙ্গিত পাওয়া গেল, এখনই না হলেও বিদেশি পরিবর্তনের ভাবনাচিন্তা তাঁরা শুরু করেছেন। তাঁর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, ‘আপাতত আমরা চোটের ধরন বিশ্লেষণ করে দেখছি। সংশ্লিষ্ট ফুটবলারের চোট সারিয়ে উঠতে কতদিন লাগবে, কী ধরনের চোট, অল্প সময় ঠিক হবে নাকি লম্বা সময় লাগবে, এসব। আগামী সপ্তাহে সব বিষয় আবার খতিয়ে দেখা হবে। তারপর ম্যানেজমেন্ট দলের জন্য যেটা সঠিক, সেই সিদ্ধান্ত নেবে। এটা মাথায় রাখা হচ্ছে যে মার্চে আমাদের এএফসির খেলা আছে।’ ইউস্তেকে

ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের ভরসা দিচ্ছেন রিচার্ড সেলিস।

বাদ দেওয়া প্রায় নিশ্চিত ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে হিজাজি সম্ভবত ছিটকেই গেলেন বেশ কিছুদিনের জন্য। একই অবস্থা ক্লেইটনেরও।

এত খারাপের মধ্যে মাদিহ তালালের পরিবর্ত হিসাবে আসা ভেনেজুয়েলার অ্যাটাকার রিচার্ড সেলিস অবশ্য আশা জাগাচ্ছেন। এদিনই প্রথম এলেন সংবাদমাধ্যমের সামনে। স্প্যানিশ ছাড়া কোনও ভাষা জানেন না। হাতে মুকুট পরা ফুটবলের উপরে বোন রিচার্লির নামে ট্যাটু করানোতে বোঝা যায়, কতটা ভালোবাসেন ছোট বোনকে। ডাকাবুকো বলেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ভক্ত বলে জানালেন, ‘সবসময়ই আমার পছন্দের ফুটবলার রোনাল্ডো ও নেইমার। কারণ আমি যেমনটা খেলতে পছন্দ করি, ওঁদের খেলার ধরনটা ঠিক সেরকমই। আর পেশাদারিত্বে রোনাল্ডোর জুড়ি মেলা ভার। প্রচণ্ড খাটতে পারে। আর প্রতিভার কথা বললে নেইমার অসাধারণ। আমি এঁদের পজিশনে খেলি। এরাই আমার অনুপ্রেরণা।’ ফেডেরিকো ভালভার্দে-লুইস সুয়ারেজদের বিপক্ষে খেলেছেন। জানিয়ে দেন, ‘আমার অভিষেক হয়েছিল উরুগুয়ের বিপক্ষে। এইসব ফুটবলারের বিরুদ্ধে শুরুটা বলতে পারেন স্বপ্নপূরণ।’ গত মরশুমে কলম্বিয়াতে মিকুর সঙ্গে খেলেছেন। তাঁর কাছ থেকেই যে ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে প্রচুর কিছু শুনেছেন, সেকথাও জানান রিচার্ড। বললেন, ‘এখানে আসার আগে পর্যন্ত ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে ধারণা বলতে শুধু মিকুর কাছ থেকে কিছু গল্প শুনেছিলাম। কোনও খেলা দেখিনি। প্রথমবার এশিয়াতে এলাম। তবে আমার সৌভাগ্য যে ইস্টবেঙ্গলের মতো ক্লাবে খেলার সুযোগ পেয়েছি।’ তবে আইএসএলের মান যে বিশ্ব ফুটবল থেকে অনেক পিছিয়ে সেটাও বলতে দ্বিধা করলেন না সেলিস।

শীর্ষে গুকেশ

আমস্টারডাম, ২৯ জানুয়ারি : টাটা স্টিল চেজ প্রতিযোগিতায় নবম রাউন্ডে জয় পেলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু ডোম্মারাজু গুকেশ। তিনি হারিয়েছেন লিওন লুকা মেন্ডনকাকে। আপাতত ৬.৫ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছেন এই ভারতীয় দাবাড়ু। নবম রাউন্ডে জয়ের পর গুকেশ বলেছেন, ‘আমি আজ খুব ভালো খেলেছি। চতুর্থ রাউন্ডের পর থেকে পয়েন্ট তালিকা নিয়ে কোনও চিন্তা করিনি। শুধু খেলাটা উপভোগ করেছি।’

তবে গুকেশ জিতলেও ডাচ দাবাড়ু অনীশ গিরির কাছে পরাজিত হয়েছেন ভারতের রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ। তিনি চতুর্থ স্থানে রয়েছেন। উজবেক দাবাড়ু নাদিরবেগ রয়েছেন দ্বিতীয় স্থানে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি
যেথায় থাকো ভালো থাকো মা,
আমাদের দেখো মা।

শ্রীমতী সোনালী কর
জন্ম-০১/০৩/১৯৫০ * মৃত্যু-৩০/০১/২০২১
শ্রদ্ধাবনত
আলিপুরদুয়ার কর পরিবারের সদস্য ও সর্বস্তরের স্নেহভাজনেরা।

ফাইনালে শিলিগুড়ি বয়েজ, গোয়েঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি : শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির এসআইটি চ্যালেঞ্জার্স কাপ অনূর্ধ্ব-১৯ আন্তঃস্কুল ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল ও জিডি গোয়েঙ্কা স্কুল। ফাইনাল বৃহস্পতিবার। বুধবার প্রথম সেমিফাইনালে বয়েজ ১১ রানে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলের ‘এ’ দলকে হারিয়েছে। এসআইটি-র মাঠে টসে জিতে বয়েজ ৭ উইকেটে ১২৬ রান তোলে। ম্যাচের সেরা গৌরব মুন্ডা ৫৭ রান করে। আদিত্য সিং ৩১ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে টেকনো ৬ উইকেটে ১১৫ রানে আটকে যায়। আদিত্য ৫২ রান করে।

উত্তরের খেলা

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে গোয়েঙ্কা ৪৫ রানে দুন হেরিটেজ স্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে জিতে গোয়েঙ্কা ৭ উইকেটে ১১৮ রান তোলে। বিপক্ষের স্লো ওভাররেটের জন্য তারা অতিরিক্ত ১২ রান পায়। ঋষভ রাজ ৪০ রান করে। নিকাশ ছেত্রী ৯ ও নবনীত শর্মা ২০ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে দুন ৯ উইকেটে ৮৫ রানে আটকায়। ম্যাচের সেরা অনুজ জৈন ১১ রানে পেয়েছে ৫ উইকেট।

ম্যাচের সেরা মহম্মদ সেলিম।

সেলিমের দাপট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে সুপার সিক্সের খেলায় বুধবার শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাব ৬ উইকেটে তরুণ তীর্থকে হারিয়েছে। চাঁদমণি মাঠে টসে জিতে তরুণ ৪০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৯১ রান তোলে। পীযূষ সিংহ ৩৮ ও দীপঙ্কর দাস ৩১ রান করেন। মহম্মদ সেলিম ৩৫ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন শুভঙ্কর দে (৩৭/২)। জবাবে উল্কা ৩৩.১ ওভারে ৪ উইকেটে ১৯৫ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সেলিম ৫৫ ও শচীন গুপ্তা ৪৪ রান করেন। বৃহস্পতিবার খেলবে শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ ও মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব।

বার্ষিক ক্রীড়া

বাগডোগরা, ২৯ জানুয়ারি : লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিচালনায় আন্তঃপ্রাথমিক ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হল। প্রতিযোগিতায় প্রতিটি ইভেন্টের প্রথম স্থানাধিকারীরা সার্কেল পর্যায়ের ক্রীড়ায় অংশ নেবে।